ঈশোপনিষৎ



যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব-

শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত কৃত

অবধূতভাষ্য সমেত



জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স

১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম. এ.
১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৩
মূল্য—২৲ টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এস্-সি.
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৭-সি, অপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা

ভাষ্যভূমিকা

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে আগষ্টমাসে কারাবরণ করিয়া যখন আমি বরিশাল জেলে, তখন সেখানে ঈশোপনিষদের "অবধূত ভাষ্য" রচনা করি। বরিশাল জেল হইতে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সেখানে বসিয়া কেনকঠাদি দশখানি প্রধান উপনিষৎ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য লিখি। এক বৎসর পর কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া নানা অনিবার্য্যকারণে এই ভাষ্যগুলি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাই নাই। আজ ঈশোপনিষদের ভাষ্য সাধারণ্যে প্রচারিত হইতে চলিয়াছে। যাঁহারা এই গ্রন্থ প্রকাশন-ব্যাপারটিকে সহজ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ইহা দ্বারা নিজেদের ও ঠাকুরের সেবাই করিয়াছেন। এবং ইহাতে তাঁহারা ঠাকুরের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন।

এই "অবধূতভাষ্য" ঈশোপনিষদের বিবরণ গ্রন্থ। "সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ"—সূত্রের যে ক্রম অনুসরণ করিয়া পদসমূহ অর্থ প্রকাশ করিতে করিতে আগাইয়া চলিয়াছে, সেই ক্রমানুসারী পদসমূহ দ্বারা যেখানে সূত্রার্থ ও ভাষ্যকারের স্বপদসমূহ বর্ণিত হয়, ভাষ্যবিৎ পুরুষগণ উহাকেই 'ভাষ্য' বলেন। শ্রুতিমন্ত্রে উচ্চারিত পদের পর পদ অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মসাধনা যে ছন্দে ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে, সেই ধারাবাহিক ক্রমবিবর্ত্তনের সহজ ধারাকে, ছন্দকে

যথাযথ বজায় রাখিয়া যে অর্থবিবৃতি, তাহাই ভাষ্যের পরম প্রয়োজন। বাস্তব ব্রহ্মবস্তু যে ভাবে, যে ধারা বহিয়া মানুষের জীবনে প্রকট হন, সেই ধারার অনুসরণ করিয়া মন্ত্রের ব্যাখ্যানই তো সত্য ব্যাখ্যান। ঈশোপনিষদের এই বিবরণগ্রন্থে মন্ত্রের অন্তর্গত পদসমূহের ক্রম অনুসরণ করিয়াই বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে সমগ্রার্থ বিবৃত করিয়াছি। বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত হইলেও ইহা ভাষ্যই। ইহাদ্বারা বাঙ্গালী পাঠকদের উপনিষদের মর্ম্মার্থ সহজে গ্রহণ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই মনে করি।

এই "অবধূতভাষ্য" সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত, সর্ব্বসম্প্রদায়সমন্বিত অবধূত সম্প্রদায় ও অবধূত জীবনের ভাষ্য। অবধূত সম্প্রদায় ভারতের প্রাচীনতম সন্ন্যাসিসম্প্রদায়। পরবর্ত্তীকালে এই অবধূত সম্প্রদায়ের অনেকগুলি শাখাপ্রশাখা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি শাখার নাম কেবলানন্দ শাখা, যাহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ভগবান ঋষভদেবের নামে। ঋষভদেবের সন্ন্যাসাশ্রমের নামই কেবলানন্দ। ভগবান ঋষভদেব ভাগবতমতে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার ; তিনিই আবার জৈন সম্প্রদায়ের আদি তীর্থঙ্কর। এই কেবলানন্দদেবেরই সন্ন্যাসী শিষ্যপরম্পরার সূত্র ধরিয়া যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দদেবের আবির্ভাব। তিনিই পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপালই অবধূতসম্প্রদায়ের চরম পরিণতিরূপে এই সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত করিয়াছেন, এবং বিশ্বের সামনে ভবিষ্যৎ বিশ্বের গঠনোপযোগী একটি সমন্বয় দর্শন দিয়া গিয়াছেন এবং সমন্বয়ঘন জীবনও আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। ভগবান ঋষভদেবের জীবনে বেদান্তের একত্ববাদ (Monism) ও জৈনদের বহুত্ববাদের (Pluralism)

সমন্বয়ের যে বীজ নিহিত ছিল, যাহার জন্যই বেদান্তবাদী ও জৈনসম্প্রদায় যে যার মত স্ব স্ব ইষ্টদেবরূপে তাঁহাকে লইতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই বীজেরই মূর্ত্তিমান মহীরুহ হইতেছেন শ্রীনিত্যগোপাল। শ্রীনিত্যগোপালজীবনে বেদান্তের একত্ববাদ ও জৈনদের বহুত্ববাদ সমন্বিত। তিনি লিখিতেছেন—"আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান এক ও বহুর অতীতও বটেন।" ভগবান এক ও বহুর অতীত থাকিয়াই জীবন্ত এক। জীবন্ত এক হইতে বহুর প্রকাশ তখন আর ব্যবহারিক হয় না; তখন উহা পারমার্থিক সত্তাই বটে। আমার লিখিত ব্রহ্মসূত্রের অবতধূভাষ্যে আমি শ্রীনিত্যগোপাল-জীবন ও দর্শনের আলোকে বেদান্ত ও জৈনদর্শনের সমন্বয়ই স্থাপন করিয়াছি, পক্ষান্তরে প্রচলিত সব ভাষ্যগুলিই জৈনমতবাদের খণ্ডন করিয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপালপ্রচারিত এই সমন্বয়দর্শন বিপ্লবাত্মক, বস্তুতন্ত্র; সংগঠনই ইহার প্রাণকথা। প্রতি খণ্ডের জীবনে যে স্বাধীন অখণ্ড সত্তা রহিয়াছে, সেই সব অখণ্ড খণ্ড স্বাধীন সত্তাসমূহের প্রাণখোলা স্বাধীন মিলনের ভিতর একটি স্বাধীন বিশ্বরচনার দিব্য উন্মাদনা লইয়াই যে তিনি আসিয়াছিলেন, শ্রীনিত্যগোপালজীবনের প্রতি ঘটনায় আমরা তাহাই প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন সর্ব্ব সংস্কারবর্জ্জিত, স্বাধীনতার জীবন্ত বিগ্রহ; তাই তিনি অবধূত। যে বেগধর্ম্ম ভারতবর্ষকে স্বরাজের দ্বারদেশে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে, সেই বেগধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া যদি তাহার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত না হয়, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা তাহার মিলিবে, কিন্তু স্বরাজের সত্য বাস্তব আস্বাদন তাহার কিছুতেই মিলিবে না, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের

অন্তর্নিহিত শোষণের জ্বালা কিছুতেই মিটিবে না। এই বেগধর্ম্মকে স্থিতিধর্ম্মের সঙ্গে সমন্বয় করিয়া যে জীবন ও দর্শন, তাহাই শুধু এই প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম। এই স্থানেই বিশ্বসংগঠনের, ভারতবর্ষসংগঠনের দিক হইতে অবধূত শ্রীনিত্যগোপালদেবের জীবন ও দর্শনের চরম সার্থকতা রহিয়াছে।

অব-পূর্ব্বক ক্ত-প্রত্যয়ান্ত ধূ-ধাতু হইতে অবধূত শব্দ নিষ্পন্ন। ধুনরী তূলা ধুনিয়া তাহাকে নির্ম্মল করে, সেইরূপ যিনি নিজ জীবনের সকল সংস্কারকে ধূত, নির্ম্মল করিয়াছেন, শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই অবধূত। শ্রীনিত্যগোপাল মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করিয়া অবধূতের লক্ষণ দিতেছেন—

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ॥
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ।
রাজতেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥

"অবধূত যোগীর ন্যায় যোগনিয়মের বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগপরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়মনিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি পরমানন্দ-স্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করেন।"

যে অবধূতজীবন লাভ ছিল সর্ব্ব সাধনার চরম অবস্থা, আজ তাহাকেই অবধূতশিরোমণি শ্রীনিত্যগোপাল 'বিশ্বদরবারে' ছড়াইয়া দিতে আসিয়াছেন। ধর্ম্মসাধনার ক্রমবিবর্ত্তনের সূত্র ধরিয়া বিশ্ব

আজ যেখানে দাঁড়াইয়াছে, সেখানে এই অবধূতজীবন লইয়াই রওয়ানা হওয়া তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। "ভব বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন গোরা জগতে ফেলিল ঢালি! কাঙ্গালে পাইয়ে খাইয়ে নাচয়ে বাজাইয়ে করতালি"—ইহা যেমন গৌরসুন্দরের পক্ষে সত্য, শ্রীনিত্যগোপালও তেমনি আর্য্যসাধনার চরম সিদ্ধির ধন ঐ অবধূতাবস্থাকে বিশ্বের সর্ব্বসাধনবহির্ভূত, সর্ব্বসংস্কাররহিত, কলিযুগের উচ্ছৃঙ্খল কাঙ্গালদের দরবারে ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। কাঙ্গালের আজ বগল বাজাইয়া নাচিবার দিন আসিয়াছে। তাইতো ভাগবত শাস্ত্রে কলিযুগের এত মহিমা। সত্যত্রেতাদ্বাপরের প্রজাগণ কলিতে জন্ম বাঞ্ছা করে। কেন?

কৃতাদিষু প্রজাঃ রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥

সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মই অবধূতের ধর্ম্ম, সমগ্রের ধর্ম্মই অবধূতের ধর্ম্ম, বিশ্বরূপের ধর্ম্মই অবধূতধর্ম্ম, বিশ্বেশ্বরের ধর্ম্মই অবধূতধর্ম্ম। ইহাকে নরনারায়ণীয় ধর্ম্মও বলা হইয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল বলিতেছেন,—"I am a Cosmopolitan." কালের নিয়মেই মানুষ আজ সব বাঁধন ছিঁড়িয়া পথে বাহির হইয়াছে। তাহার সন্ন্যাসও নাই, সংসারও নাই, আত্মজ্ঞানও ব্যর্থ, অনাত্মজ্ঞানও ব্যর্থ; যে জন্য একপাদমাত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট কলিযুগের মানুষ বলিয়া সে নিজের কাছে ও সাধারণ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে অপরাধী। এই বাঁধন-ছেঁড়া অবস্থাকে উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করিয়া পূর্ণপাদ ধর্ম্ম স্থাপন করিবার জন্য শ্রীনিত্যগোপাল অবধূতজীবন ও দর্শন লইয়া আসিয়াছেন। কালের

বিধানেই সংসারসন্ন্যাসবর্জ্জিত, আত্মানাত্মজ্ঞানবর্জ্জিত বিশ্ব আজ প্রাকৃত অবধূত; এই দুরাচার প্রাকৃত অবধূতকে দিব্য পুরুষোত্তম অবধূতে গড়িয়া তোলাই অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের অবতরণের পরম প্রয়োজন। প্রাকৃত কালবিধান ও অপ্রাকৃত পুরুষতত্ত্বকে সমন্বিত করিয়া যিনি একাধারে কাল ও পুরুষ, তিনিই ভগবান। যিনি ভগবান, ইতিহাসের বুকে তিনিই পুরুষোত্তম। "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।" যিনি লোকে বেদে প্রথিত, তিনিই লোকায়ত বৌদ্ধ ও বৈদিক জীবনের ঘন বিগ্রহ পুরুষোত্তম।

এই অবধূত পুরুষোত্তমতত্ত্বের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন,—"নিত্যানিত্যসমন্বয় বা আত্মানাত্ম-সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞানসমন্বয়। সাকার-নিরাকারসমন্বয়। আকার-নিরাকারসমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকারসমন্বয়। জড়াজড়সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্যসমন্বয়। দ্বৈতাদ্বৈতসমন্বয়। সর্ব্বসমন্বয়।

"সিদ্ধান্তদর্শনে দ্বৈততত্ত্ব সমর্থনও আছে, অদ্বৈততত্ত্ব সমর্থনও আছে এবং দ্বৈতাদ্বৈত উভয় তত্ত্ব সমর্থনও আছে। ঐ সিদ্ধান্তদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে সমন্বয়ও আছে।"

"সিদ্ধান্তদর্শনে দ্বৈততত্ত্ব খণ্ডনও আছে, অদ্বৈততত্ত্ব খণ্ডনও আছে, দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব খণ্ডনও আছে।"

শ্রীনিত্যগোপাল সমন্বয়মূর্ত্তি। সম্+অনু+ই+অচ্=সমন্বয়; সমভাবে, সমানভাবে, সঙ্গতভাবে, রসানুকূল্যে, নিরন্তর অনুগমন করাই সমন্বয়। নিত্য ও অনিত্য, আত্মা ও অনাত্মা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আকার, সাকার ও নিরাকার, জড় ও অজড়, চৈতন্য ও অচৈতন্য, দ্বৈত ও অদ্বৈত যখন সমান ভাবে, সমুজ্জ্বল ভাবে পরস্পরের অনুগমন করে,

তখনই হয় সমন্বয়সিদ্ধি। এতদিন যে দর্শনশাস্ত্র চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে নিত্য অদ্বৈত আত্মারই অনুগমন করিয়াছে অনিত্য অনাত্মা, অংশপ্রসবিনী, দ্বৈত মায়াপ্রকৃতি ; অদ্বয় জ্ঞানেরই অনুগমন করিয়াছে দ্বৈত অজ্ঞান কর্ম্ম ; অদ্বৈত নিরাকারের (spirit) অনুগমন করিয়াছে দ্বৈত আকার (form) ; অদ্বয় অজড়ের করিয়াছে দ্বৈত জড় ; চৈতন্যের করিয়াছে অচৈতন্য ; এক কথায় অদ্বৈতের অনুগমন করিয়াছে দ্বৈত। এই চিন্তাধারায় নিত্য আত্মা, জ্ঞান, নিরাকার, অজড়, চৈতন্য ও অদ্বয়েরই কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অনিত্য অনাত্মা, অজ্ঞান প্রভৃতির কোনও স্বয়ংমূল্যত্ব যুক্তিসম্মতভাবে স্বীকৃত হইতে পারে নাই। এখানে অদ্বৈত আত্মার জন্যই দ্বৈত অনাত্মা, নিত্যের জন্যই অনিত্য ; অনাত্মার জন্য আত্মা নয়, অনিত্যের জন্য নিত্য নয়। আত্মা ও অনাত্মা যখন দুইয়ের জন্যই দুই থাকিল না, তখনই কায়েম হইল দুইয়ের ভিতর পরস্পরস্পর্দ্ধিত্ব (antagonism) ও শোষণ। উহারা যে পরস্পরপরিপূরকও (complementary), এ অভিজ্ঞতা একবারে বাদ পড়িয়া গেল। আত্মা ক্ষেত্র ও অনাত্মা ক্ষেত্র আজ পরস্পর সজ্ঘর্ষে (class war) লিপ্ত, ফলে দুই-ই ব্যর্থ।

শ্রীনিত্যগোপালদেব তাঁহার লিখিত 'সিদ্ধান্তদর্শন' গ্রন্থে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণে দাঁড়াইয়া অদ্বৈতকে খণ্ডন এবং দ্বৈতকে সমর্থন করিয়াছেন, অপর বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি সেই অদ্বৈতেরই সমর্থন এবং দ্বৈতের খণ্ডন করিয়াছেন। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অদ্বৈত ও দ্বৈত দুই-ই অনেকান্ত, আপেক্ষিক (relative) সত্য। ভাবের দৃষ্টিকোণে অদ্বয় সমর্থিত, দ্বৈত হয় সেখানে খণ্ডিত, শুধু অদ্বৈতের অনুগমন করিয়াই দ্বৈত সার্থক ; পক্ষান্তরে রসের দৃষ্টিকোণে

দ্বৈতই সমর্থিত, অদ্বয় সেখানে খণ্ডিত, অদ্বৈত করে শুধু দ্বৈতেরই অনুসরণ। জীবনে রহিয়াছে ভাব ও রসের দৃষ্টিকোণ হইতে দুইরূপে দেখার সমন্বয়। কোনও একটি দৃষ্টিকোণকে একমাত্র দৃষ্টিকোণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া জীবনকে দেখিলে জীবনই হয় খণ্ডিত, রক্তাক্ত। অবধূতজীবনই দ্বৈতাদ্বৈতবর্জ্জিত, দ্বৈতাদ্বৈতসমন্বিত অদ্বয় জীবন। যদি সমগ্র পুরুষোত্তমজীবনেরই দ্বিধা বিভাগরূপে আত্মা ও অনাত্মা প্রকৃতি স্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া পরস্পরের পরিপূরক হইতে পারিত, তাহা হইলে আত্মার শোষণ হইতে অনাত্মা এবং অনাত্মার শোষণ হইতেও আত্মা মুক্ত হইত, পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র জীবনে বাস্তব মুক্তির আস্বাদন জমিয়া উঠিত। সমগ্র জীবনেরই দুই দিক বলিয়া স্বীকৃত না হওয়ার ফলেই আত্মা ও অনাত্মা প্রকৃতি দুইই "empty abstraction."

ঈশোপনিষৎ আগাগোড়া এই পুরুষোত্তমজীবনের কথাই শুনাইতেছেন! "তৎ এজতি তন্নৈজতি।" যিনি 'এজতি' (dynamic), তিনি অনাত্মা প্রকৃতি; যিনি 'ন এজতি', তিনি আত্মা (static)। "স পর্য্যগাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রও এই 'এজতি' ও 'ন এজতি'র যৌগপদ্যের কথাই বলিয়াছেন। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সর্ব্ব ইষ্টের সমন্বয়মূর্ত্তি পুরুষোত্তমবস্তুই হইতেছেন ঈশোপনিষদের প্রতিপাদ্য। তিনিই ভাগবতের 'সর্ব্ববাদবিষয়প্রতিরূপশীল'। যত মতবাদ অতীতে প্রচারিত হইয়াছে, বর্ত্তমানে প্রচারিত আছে, এবং ভবিষ্যতেও প্রচারিত হইবে, সব মতবাদের বিষয়বস্তুসমূহের প্রতিরূপ হইবার মত শীল বা স্বভাব রহিয়াছে যাহার, তিনিই ঈশোপনিষদের প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগোচরীভূত, প্রজ্ঞাঘন, প্রাণেশ ঐ পুরুষোত্তমবস্তু। তাঁহাদ্বারাই বিরাট জগতের এই সব যা-কিছু ছোট ছোট জগৎ,

তাহাদিগকে বাসিত করিতে হইবে, পুরুষোত্তমক্ষেত্র রচনা করিতে হইবে ; "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" এই বিরাট বিশ্ব হইতে পলাইয়া, ইহার ও-পারে মোক্ষলাভ করার কথা শ্রুতি শুনান নাই ; তিনি প্রতি মানুষের গড়া ছোট ছোট জগৎকে সমন্বিত করিয়া এই পচাগলা জগৎকে বিরাট পুরুষোত্তমক্ষেত্ররূপে গড়িবার জন্য প্রেরণা দিতেছেন।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র গড়িতে হইলে চাই প্রকৃতিরও অনন্তত্ব স্বীকার, নিত্যত্ব স্বীকার, যাহা এতদিনের ভাষ্যগুলি কখনোও করিতে পারে নাই। এতদিনের ভাষ্য শুধু আত্মারই অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছে। অনাত্মা প্রকৃতির নিত্যত্ব, অনন্তত্ব স্বীকার করিতে না পারার ফলে জ্ঞানী মুক্ত মানুষের পক্ষে ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদিগকেই প্রকৃতি অনন্ত কাল ধরিয়া বলপূর্ব্বক অজ্ঞানের ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু যে ব্রহ্মবস্তু 'ন এজতি', কেমন করিয়া যে তাঁহা হইতে এই 'এজতি' প্রকাশ পাইল বা তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইল, তাহার কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা ইহারা দিতে পারে নাই। 'অনির্ব্বচনীয়তা'র আশ্রয় লইয়া ইহারা 'এজতি' ও 'ন এজতি'র যুক্ততা ব্যাখ্যা দিয়াছে। ইহা যুক্তির পক্ষে শোচনীয় পরাজয়। 'এজতি' ও 'ন এজতি'কে পুরুষোত্তম-জীবনের মাঝে সমমূল্যে সমন্বয় বিধান করিয়া অবধূতভাষ্য যুক্তি-শাস্ত্রকে এই পরাজয় হইতে মুক্তি দিয়াছে। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"মায়া নিত্য"—"সৎ ব্রহ্ম হইতে অসৎ মায়ার উৎপত্তি অসম্ভব হইলে মায়ার উৎপত্তির অন্য কারণও নাই, অথচ মায়ার বিদ্যমানতা এবং নানা কার্য্য প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। সুতরাং

মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয়। মায়ার নিত্যত্ব স্বীকৃত হইলে মায়াকে অসত্য বলিতে পার না। কারণ নিত্য যাহা, তাহা অসত্য নহে, তাহা সত্য। স্থতরাং তাহা অনিত্য নহে। সৎকে অনিত্য বেদান্ত প্রভৃতি অদ্বৈতপ্রতিপাদক কোন গ্রন্থেই বলা হয় নাই।"
—নিত্যধর্ম্মপত্রিকা, ভাদ্র ১৩২২ ৮ম সংখ্যা।

এই পুরুষোত্তমক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই বিদ্যাসাধনা ও অবিদ্যাসাধনার সমন্বয়। এই সমন্বিত সাধনার মধ্যেই রহিয়াছে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সর্ব্বসাধনাসমন্বয় নিহিত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা-অবিদ্যার সহভাবই (simultaneity) পরাবিদ্যা, ভাগবতের নির্গুণ ভজন (Intuition)। এই সহভাব ছান্দোগ্য-আরণ্যকপ্রচারিত প্রাণস্তরেই সম্ভব। কিন্তু এই সহভাব যদি ক্রমসমুচ্চয়ের (succession) ধারা ধরিয়া ঘন, ঘনতর, ঘনতম হইয়া ফুটিয়া উঠিতে না পারিত, তবে এই সহভাব চির অজ্ঞেয় হইয়াই থাকিত, মানুষের বুদ্ধির নাগালের বাহিরেই রহিয়া যাইত।

পরাবিদ্যা বা নির্গুণ ভজনের (Intuition) তত অধিক প্রকাশ হয় সেই জীবনে, যে জীবনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যত বেশী ব্যাপক। সব মতবাদই প্রত্যক্ষ জগতের দৃষ্টান্তবিশ্লেষণের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। যে যাহার অনুকূল দৃষ্টান্তগুলিই বাছিয়া লইয়াছে, অন্য সব বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তগুলি পড়িয়াছে সেখানে বাদ। সর্ব্বদৃষ্টান্তসমন্বয়ের ভিতর দিয়াই শুধু ভজনতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে

পারে। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"আমরা প্রমাণ করিয়াছি আকার, নিরাকার, সাকার—তিনই সত্য। আমরা যে সাকার, তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছি, আমাদের আকার আমরা আপনারাই দর্শন করিতেছি। অতএব সেইজন্যই আকারাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে প্রত্যক্ষের সহিত যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমরা সেই যুক্তিই স্বীকার করি।"

প্রত্যক্ষ জগৎ যে দিন হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে একান্ত জড়, মৃত (dead, block), সেদিন হইতেই অজড় রহিয়াছে জড়ের একান্ত বাহিরে। জড়সম্বন্ধে এই দৃষ্টি নিউটনের যুগের দৃষ্টি। কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান জড়কে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারিতেছে। জড়ের প্রতি অংশের বুকে নিজেকে ডিঙ্গাইয়া পূর্ণ হওয়ার একটি খোঁচা আছে বলিয়াই জড় আগে পিছের, আশে পাশের অনন্ত খণ্ড সমূহের বুকে বুক মিলাইয়া সেই পূর্ণত্বকে আস্বাদন করিবার জন্য অনবরত আগাইয়া চলিয়াছে। এমন করিয়া কালের প্রতি অংশ ঐ ক্ষণের বুকেও নিজেকে ডিঙ্গাইয়া সনাতন হওয়ার একটি খোঁচা রহিয়াছে, যাহার জন্য সে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের বুকে বুক মিলাইয়া সেই সনাতনকে আস্বাদন করিবার জন্য আগাইয়াই চলিয়াছে। এই ভাবে জড়ের বুকেই জড়ের অতিরিক্ত একটি অজড় ধর্ম্ম সিদ্ধ হইতেছে; অজড় একান্তভাবে জড়ের বাহিরেরও নয়, একান্ত ঘরেরও নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্যই দিতেছে। "Reality lies ahead, not behind"—Bosanquet. এই অনাত্মা প্রকৃতির বুকে, বিনাশশীল কর্ম্মের বুকে অনন্ত কাল ধরিয়া পুরুষোত্তমের নিজকে

পাওয়ার প্রচেষ্টার বারতাই শ্রুতি শুনাইতেছেন। সব অন্তশীল কর্ম্ম পুরুষোত্তমের ঢং-এ কৃত হইলেই তাহা হয় অনন্ত লীলা।

জড়াজড়ের এই সমন্বয় বিধানের জন্য চাই শরণাগতিসাধনাকে বরণ করিয়া লওয়া, যাহার ফলে ভজননিষ্ঠ পুরুষ দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধ মনবুদ্ধির স্তর হইতে পুরুষোত্তমস্তরে উন্নীত হইবে, পুরুষোত্তম দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্বের নিতুই নব নব তত্ত্ব বুঝিতে ও রসাস্বাদন করিতে সক্ষম হইবে।

অগ্নে নয় সুপথা রায়েঽস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম॥

হে পুরুষোত্তম অগ্নি, সর্ব্বপথসমন্বিত ব্রজের পথে জীবনধন তোমাকে পাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ আমাদিগকে আগাইয়া লইয়া চল। তুমি বিশ্বকর্ম্মা ও বিশ্বজ্ঞানবানপুরুষ। সমগ্র দৃষ্টির অভাবে ছোট মনে করার পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। তোমার শ্রীচরণে আমরা ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার বিধান করিতেছি।

ওঁ হরিঃ ওঁ

নরনারায়ণ আশ্রম
৮/এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কালীঘাট, কলিকাতা
শ্রীনিত্যগোপালদেবের শুভ জন্মতিথি
বাসন্তী অষ্টমী
১৬ই চৈত্র ১৩৫৩

পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

"ঐ" (অদঃ) পদবাচ্য (বিশ্বাতিগ সত্তা) পূর্ণ; "এই" (ইদম্) পদবাচ্য (এই প্রত্যক্ষ বিশ্ব) পূর্ণ; পূর্ণ হইতে পূর্ণ প্রকাশিত হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণ আদায় করিলে পূণই অবশেষ থাকে। যাহা কিছু অতীত, সব ব্যষ্টি-সমষ্টি অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান-আনন্দময় কোশের নাগালের বাহির, তাহা পূর্ণ; "এই" পদবাচ্য যাহা কিছু ব্যষ্টি-সমষ্টির নাগালের ভিতর, চোখের সামনের, সেই সব বাস্তব অংশগুলিও পূর্ণ। সমগ্র সমষ্টিও পূর্ণ, ব্যষ্টি অংশও পূর্ণ। পূণ সমগ্র হইতে পূর্ণ অংশ প্রকাশিত হয়। পূর্ণ সমগ্র হইতে পূর্ণ অংশের প্রকাশ হইলেও সমগ্রের পূর্ণত্বের কোনও হানি হয় না, পূর্ণ পূর্ণই রহিয়া যায়। "রাধাকান্তের ফাঁকি, ষোল থেকে ষোল গেলে ষোলই থাকে বাকি।" শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত

সচ্চিদানন্দও "পূর্ণ।" প্রচলিত অদ্বৈতবাদ "পূর্ণ" শব্দের অর্থের মধ্যে গতির কোনও স্থান রাখে নাই বলিয়া "পূর্ণম্ অদঃ" হইতে "পূর্ণম্ ইদম্" এর প্রকাশিত হইবার কোনও সূত্র পায় নাই। যাহা পূর্ণ, যাহার প্রয়োজন কিছু নাই, যাহার অবাপ্তব্য কিছুই নাই, তাহা হইতে সৃষ্টি হইবে কোন্ সূত্র ধরিয়া? সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে হইলে সৃষ্টির গোড়ায় একটা প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হয়। প্রয়োজন স্বীকার করাইতো একটা অপূর্ণতা। তাই 'ইদম্' এর কোনও পারমার্থিক মূল্য তাহার মতবাদে নাই। 'ইদম্' হইতেছে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের শুধু কাজ চালাইবার উপযোগী ব্যবহারিক সত্তামাত্র, ভ্রান্তি-মাত্র, পরাবিদ্যার উদয়ে যাহা কাটিয়া যায়, অবশেষ থাকে নিত্যশুদ্ধ শুধু পূর্ণম্ অদঃ। পূর্ণ বস্তুর গতি-স্পন্দন শ্রুতি পারমার্থিক ভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। স্বতঃসিদ্ধপূর্ণ হইয়াও যিনি অনন্ত-কাল ধরিয়া অনন্ত ব্যষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ণ হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করিতেছেন, তিনিই শ্রুতির সত্য বাস্তব পূর্ণ। এই পূর্ণ হইতেই সর্ব্বপ্রয়োজন-অপ্রয়োজন পূর্ণ সৃষ্টি "উদচ্যতে"। সমষ্টি জগৎ জীবন-যন্ত্র (organism) বলিয়াই অংশগুলি তাহাদের অংশত্ব বজায় রাখিয়াও পূর্ণ। জগৎটা মৃতযন্ত্র (mechanism) হইলে অংশের সমগ্র-নিরপেক্ষ নিজস্ব কোনো মান (measure) থাকিত না, অংশের নিজের মধ্যে নিজের কাছে কোনও মূল্য থাকিত না; অংশের সার্থকতা থাকিত শুধু সমগ্রের মাঝে নিজকে ডুবাইয়া দেওয়াতেই। "Each cell must live for itself as well as for the organism." অংশ প্রত্যেকটী জীবকোষেরও যে একটা "স্ব-অর্থ" (living for itself,) আছে, জগৎটাকে যাহারা মৃতযন্ত্র বলিয়া

মনে করেন তাহাদের দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়ে নাই। তাহাদের দৃষ্টিতে জীবকোষ শুধুই "পরার্থ" (living for the organism)। জগৎ মৃতযন্ত্র হইলে ইহা নিশ্চয়ই শক্ত (rigid), নিরেট (block), মৃত (dead); জীবন-যন্ত্র হইলে জগৎটা হয় নমনধর্ম্মী (flexible), জীবন্ত (living)। অদঃ পদবাচ্য যাহা, তাহা "এক"; ইদম্-পদবাচ্য যাহা, তাহা "বহু"। একও পূর্ণ, বহুও পূর্ণ। পূর্ণ এক হইতেই পূর্ণ বহু প্রকাশিত। এক হইতে বহুর পারমার্থিক ভাবে হওয়া তখনই সম্ভবপর, যখন এক ও বহুর অতীত কোনও জীবন্ত সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"আমাদের বিবেচনায় শ্রীভগবান্ এক ও বহুর অতীতও বটেন"—অর্থাৎ শ্রীভগবান পারমার্থিক দৃষ্টিতে একও বটেন, বহুও বটেন, এক ও বহুর অতীতও বটেন। বহু-নিরপেক্ষ এক পূর্ণ; এই পূর্ণ এক যখন বহুর মধ্যের প্রত্যেকটীতে পৃথক্ ভাবে ওতপ্রোত, তখন তাহা পূর্ণতর। যখন প্রতি পূর্ণ অংশটী অন্য পূর্ণ অংশগুলির অন্যোন্যমৈথুনের (reciprocal action) মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ, তখন তাহা পূর্ণতম সমষ্টি। পূর্ণতম এই সমষ্টির স্তর ও জগদতীত ব্যষ্টি-সমষ্টিনিরপেক্ষ পূর্ণ সত্তা আবার যখন পরস্পরের মাঝে সৃষ্ট হইয়া, গলিয়া গিয়া, উপাধিবিধুর হইয়া অদ্বৈত হইবার জন্য আকুলিবিকুলি করে, তখনই তাহা পরিতঃপূর্ণ, পরিপূর্ণ, তুরীয়াতীত। পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম ও পরিপূর্ণ—এই চারি স্তরে পরিপূর্ণ তুরীয়াতীত ভগবান পুরুষোত্তম আত্মা-অনাত্মার, জড়-অজড়ের রাসলীলাচক্রে অনাদি 'অনন্ত' রসাস্বাদন করিতেছেন। শ্রুতি শুনাইতেছেন—"রসো বৈ সঃ"।

ঈশোপনিষৎ

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১

ওঁ নমো সমন্বয়মূর্ত্তয়ে পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালায়।

(বিরাট) জগতের বুকে (টুকরা টুকরা করিয়া কাটা) যত কিছু (ছোট ছোট) জগৎ, সেইগুলিকে প্রাণেশদ্বারা (সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া) আবাসভূমিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেই হেতু রাগদ্বেষবিসৃষ্ট (ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা) ভোগ করিবে। লোভ করিও না। ধন কাহার?

জগন্নাথ পুরুষোত্তম জৈব দ্বন্দ্ববুদ্ধি দ্বারা খোদিত (carved out) সমষ্টি জগতের প্রতি অংশগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য আজ নিত্যরথারূঢ়;—ইহা ভুত, স্বতঃসিদ্ধ (fact)। পুরুষোত্তমের স্বতঃসিদ্ধ এই নিত্য-রথযাত্রাকে সর্ব্বক্ষেত্রে ভব্যরূপে (task), বাস্তবরূপে পরিণত করিতে হইলে চাই ঐ রথযাত্রার ভিতর বিচ্ছিন্ন নিজেদের সত্তা-চৈতন্য-আনন্দকে সর্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিয়া নিজেদের স্বরূপগত পুরুষোত্তম সত্তা-চৈতন্য-আনন্দ ফিরাইয়া পাওয়া, পুরুষোত্তমসাধর্ম্ম্য লাভ করা এবং ঈশ্বর ও বহুধাবিভক্ত এই জগৎকে যথাক্রমে পুরুষোত্তম ও পুরুষোত্তমবিশ্বে গড়িয়া তোলা। ব্যষ্টি জীবসমূহের সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই

স্বরূপে ফিরিয়া আসার ফল দাঁড়াইবে ঈশ্বরের পুরুষোত্তমরূপে এবং এই বিচ্ছিন্ন সর্ব্বজগতের তাঁহার আবাসভূমি শ্রীক্ষেত্রে গড়িয়া ওঠা।

ঈশা [প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগোচরীভূত, সমগ্র, বাস্তব বস্তু (the Real), প্রজ্ঞানানন্দঘন, কলানিধি (artist), পথে দাঁড়ানো, নিতুই নব নব, প্রাণ-ঈশ পুরুষোত্তমের দ্বারা ; ঈষ্টে ইতি ঈট্ ; যিনি ঈশন করিতে, শাসন করিতে সক্ষম, তিনিই ঈট্, তাঁহা দ্বারা। "ঈশানং ভূতভব্যস্য"—মুণ্ডক। যে পর্য্যন্ত কার্য্য-জীব কারণ-ঈশ্বরকে কলার ভিতর না গড়িয়া তুলিতেছেন, যতদিন জীবের জীবনে ঈশ্বর না সৃষ্ট হইতেছেন, ততদিন ঈশ্বর রহিতেছেন একান্ত ঈশ্বর (despot), জীব একান্ত দাস (slave) এবং প্রকৃতি একান্ত মৃত যন্ত্র (dead mechanism)। এই মৃত যন্ত্রকে জীবন্ত যন্ত্রে (organism) গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন একজন প্রজ্ঞানানন্দঘন প্রাণেশ কলাবিৎ পুরুষের। "প্রাণঃ প্রাণং দদাতি"—ছান্দোগ্য। পুরুষোত্তম প্রাণেশ বৈষ্ণবের পরাণবঁধু বলিয়াই কলঙ্কিনী বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে টুকরা টুকরা করা মৃত এই জগৎ-যন্ত্রে প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন। তিনি যুগপৎ সগুণ-নির্গুণ, সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি-পুরুষ, স্থিতি-গতি। গোপালতাপনী শ্রুতি বলিতেছেন—"স্বরূপং দ্বিবিধং চৈব সগুণংনির্গুণাত্মকম্"। শ্রুতি "ঈশা"-পদ দ্বারা সাধনার কৌশল শিখাইতেছেন বলিয়াই মন্ত্রের আদিতে "ঈশা"-পদের প্রয়োগ করিতেছেন। যিনি প্রত্যক্ষ নন্, এমন কোনও ভাবের ঠাকুরের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে জীবের সমগ্র সত্তা পারমার্থিকতা লাভ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে যিনি একান্তই প্রত্যক্ষ, যাহার জীবনে প্রত্যক্ষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রত্যক্ষাতিগ কোনো

সত্তার প্রকাশ নাই, তেমন একান্ত প্রত্যক্ষ দিয়াও জীবনের সব খানি ক্ষুধা মিটিবেনা। প্রত্যক্ষ যোগায় জীবনের রস, প্রত্যক্ষাতীত অনুমান যোগায় জীবনের ভাব। রস ও ভাবের সমন্বয়ই জীবনের রহস্য। ব্রহ্মসূত্র তাই বারবার "প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" সূত্রের উপদেশ দিয়াছেন। শ্রুতিও "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" বলার পরই "শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ" পদসমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন। অগ্রে যাহার কোনও জীবনে পুরুষোত্তম প্রকাশ দৃষ্ট হয় নাই, তাহার পক্ষে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন কল্পনায়ই পর্য্যবসিত হয়। "If reality is a static Absolute, it cannot advance in time ; it cannot therefore progress ; if the structure of thought is already complete, the activity of thinking which implies change and developments cannot.............. be the essence of Reality ; and, since History inevitably involves the conception of development and progress which History records, there can be no such thing as real History."—(১) পুরুষোত্তমেই মহামতি হেগেলের—"Philosophy is History"—এই বাণী সার্থক হইয়াছে। পুরুষোত্তম একজন ঐতিহাসিক পুরুষ।]

আবাস্যম্ [আবাসভূমিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রাণেশ ঈশ্বর দ্বারা এই সব আবাসভূমি উষিত, আচ্ছাদিত ও বাসিত হইয়াই আছে—এই স্বতঃসিদ্ধ ভূত (fact, Being) সত্যকে মনোবুদ্ধির ক্ষেত্রে ভব্যরূপে, আবাস্যরূপে (task, Becoming) পরিণত করাই

(১) Introduction To Modern Philosophy Joad.—পৃঃ ৪২

সাধনা। "মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি"—ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ভূত; আবার "মানুষ হইতে হইবে"—ইহাও তুল্যভাবে সত্য বলিয়া সাধ্য ও ভব্য। মাতৃগর্ভ হইতে মানুষ হইয়া জন্মানোকে কৃষ্টির ভিতর দ্বিতীয়বার গড়িয়া তোলাতেই হইতেছে মানুষের সার্থকতা বা দ্বিজত্ব। মাতৃগর্ভ হইতে "মানুষ হইয়া" জন্মগ্রহণ করিলেই "মানুষ হওয়া" হয় না, তাহার দ্বিতীয়বার "হওয়ার" সমীচীনতা রহিয়াছে। প্রথম হওয়াটা "ভূত", দ্বিতীয় হওয়াটা "ভব্য"। প্রথম "হওয়া" বাস্তব না হইলে যেমন দ্বিতীয় "হওয়া" হয় ভিত্তিহীন, তেমনি দ্বিতীয় হওয়া না হইলেও প্রথমটী হয় নিতান্তই অশুভ, অশিষ্ট, দুর্ভাগ্যযুক্ত ও অযোগ্যতার নিদর্শন। ভূত স্বতঃসিদ্ধই হইতেছে ভব্য সাধ্যের ভিত্তি। ভূতের ভিত্তিতেই ভব্যের সৌধ গড়িতে হইবে—ইহাই শ্রুতির নির্দ্দেশ।

"Reality lies ahead, not behind."—Bosanquet. বাস্তববস্তু পুরুষোত্তম সামনের দিকেই বিবাজ করেন, পিছনের দিকে নন্। যাহারা বাস্তবকে একান্ত ভূত, স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন, তাহারা সামনের দিকের গতি রুদ্ধ করিয়া পিছনের দিকে স্থিতির জন্য প্রত্যাহার সাধনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ কিন্তু গতির মহিমাই, সামনে অগ্রসর হইবার মহিমাই ঘোষণা করিয়াছেন—"চরৈবেতি।" শ্রুতি ভূত-ভব্যের সমন্বয়ই প্রচার করেন। ঈশ্বর দ্বারা স্বরূপতঃ যাহা উষিত, আচ্ছাদিত ও বাসিত নয়, তাহা বিশ্বরূপের ক্ষেত্রে আবাস্য হইতেই পারে না।

শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥ বিদ্যাপতি।

"Spiritual life is at the same time a fact and a task".—Eucken.]

(কি গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন) ইদম্ সর্ব্বম্ যদ্ কিঞ্চ [প্রতি ব্যষ্টি মানবের গড়া (carved out) এই সকল যা কিছু জগৎ। শ্রুত্যুক্ত 'সর্ব্ব' ও 'বহু' শব্দ একার্থবাচক নয় ; শ্রুতি 'সর্ব্বম' পদই প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রতি জগৎই সর্ব্ব জগৎ, একটী অণুও সর্ব্ব। প্রতি ভূতই সর্ব্ব ভুত। সর্ব্ব শব্দ বহু ও অল্পে সমভাবে প্রযোজ্য। "সব" দুধটা খেয়ে ফেল—এই বাক্যোক্ত "সব" শব্দ দ্বারা এক ছটাকও বুঝা যাইতে পাবে, আধ সেরও হইতে পারে, একমণও হইতে পারে। ব্যষ্টি প্রতি জগৎই সর্ব্বজগৎ। গঙ্গার যে-কোনও অংশে স্নান করিলেই সমগ্র গঙ্গাস্নান করার ফল হয়। বাঙ্গলার যে কোনও গ্রামের অধিবাসীই বাঙ্গালী।] জগত্যাং জগৎ [সমগ্র জগতের বুকে মনদ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া খোদিত ব্যষ্টি জগৎগুলি ; পুরুষোত্তম জীবনদ্বারা, পুরুষোত্তমজীবন যাপনের ছন্দদ্বারা সেই সব জগৎকে বাসিত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বকে পুরুষোত্তম বাসভূমিতে গড়িয়া তুলিতে গেলে প্রতি ব্যষ্টি সর্ব্বজগতকে অন্যোন্যবদ্ধবাহু হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইবে। এই সংগঠনই পুরুষোত্তম আবাসভূমির বৈশিষ্ট্য। এইখানে ভগবান বুদ্ধের "সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" মন্ত্রের সার্থকতা। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গোগোপী-সঙ্ঘাবৃত, রাসমণ্ডলমণ্ডন। সঙ্ঘ ও মণ্ডল ছাড়া কখনও তিনি ধরা পড়েন না।

শ্রুতি এই মন্ত্রাংশে ঈশাপদের প্রয়োগদ্বারা উর্দ্ধমূল হওয়ার উপদেশই দিয়াছেন। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাকৃশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ'—

এই অবাক্‌শাখ, সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষটী (সংসার) উর্দ্ধমূল। বৃক্ষ মূলের সঙ্গে এক, অদ্বৈত হইয়াই রস আহরণ করে, বাঁচিয়া থাকে ও নিজ সত্তাকে সার্থক করে; সংসার-বৃক্ষও মূল পুরুষোত্তমের সঙ্গে অদ্বৈত হইয়াই রস আহরণ করে, বাঁচিয়া আছে ও নিজ সত্তাকে সার্থক করে। বৃক্ষকে বুঝিতে হইলে মূলের অঙ্গীভূত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বৃক্ষে আরোহণ করিতে হইলে মূল ধরিয়াই উঠিতে হইবে; অবশ্য যে বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে, শাখাসমূহ যাহার অবাক্ (নীচের দিকে) সে বৃক্ষে আরোহণ করা অর্থ অবতরণ করা। এইখানেই অবতরণবাদ বা অবতারবাদের গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। শ্রুত্যুক্ত উর্দ্ধ ও অবাক্ পদদ্বয়ের রহস্য এইখানে অনুধাবন করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন স্পষ্টই অভিজ্ঞতাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে একান্ত উর্দ্ধগতি সব ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে না, এমন সব ঘটনাও রহিয়াছে যাহাদের ব্যাখ্যার জন্য নিম্নগতিকে স্বীকার করিতেই হইবে অথচ এই উভয় গতিদ্বারা ব্যাখ্যাত ঘটনাগুলি একই অখণ্ড সংসারের ঘটনামাত্র, তখন কি এই দুই গতির সমন্বয়ে অখণ্ড জগতের উপলব্ধি করার জন্য মানুষের সচেষ্ট হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়? দ্বন্দ্ববুদ্ধিপ্রসূত যে উর্দ্ধগতি, তাহা অবাক্‌শাখার একদিক; দ্বন্দ্ব-বুদ্ধিপ্রসূত যে অধোগতি, তাহাও অবাক্‌শাখার অপরদিক। পুরুষোত্তম জীবনে আছে এই দুই গতির সমন্বয়ে বাস্তব উর্দ্ধগতি। সেখানে সমগ্র জগতকে অখণ্ড জীবন্ত রাখিয়াই সে বিশ্লেষণ করে ও জোড়া দেয়। শ্রুতি উর্দ্ধপদ দ্বারা উর্দ্ধ-অবাক্ সমন্বিত পুরুষোত্তম উর্দ্ধগতিরই নির্দ্দেশ দিতেছেন। কিন্তু "Rationalism murders reality to dissect it. We miss the music of the stars

in calculating their exact orbits." (১) সাধনার আরম্ভ করিতে হইলে সমগ্র দৃষ্টিকোণ হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। এই সাধনার দৃষ্টান্তও পুরুষোত্তম। "যস্মিন্ লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ"—যে জীবনে লৌকিক লোকায়ত মতবাদ (Realism) ও পরীক্ষক মতবাদ (Idealism) সমূহের বুদ্ধিসাম্য রহিয়াছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক মতবাদই তাহাদের স্ব স্ব সিদ্ধান্তকে পরস্পর-নিরপেক্ষ চরম ও পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, যিনি দুইয়ের কাছে তাহার মত ধরা দিয়াও প্রত্যেকের কাছে সম্পূর্ণ অধর, তিনিই দৃষ্টান্ত। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দাদি যত প্রকারের প্রমাণ সম্প্রদায়সমূহ নিজ নিজ মতবাদ স্থাপনের জন্য মানিয়া লইয়াছেন, সব প্রমাণের দ্বারাই পুরুষোত্তম প্রমাণিত হইতেছেন। পুরুষোত্তম হইতেছেন ঐতিহাসিক ব্রহ্মবস্তু। "The Hindu Anuman, it will be seen, anticipates J. S. Mill's analysis of the syllogism as a material influence, but is more comprehensive ; for the Hindu Udaharan, the third or universal proposition with an example, combines and harmonises Mill's view of the major premise as a brief memorandum of like instances already observed, fortified by a recommendation to extend its application to unobserved cases, with the Aristotelian view of it as a universal Proposition which is

(১) The Reign of Religion in contemporary Philosophy—RadhaKrishnan.

the formal ground of inference. This Formal-Material-Deductive-Inductive process thus turns on one thing—the establishment of the invariable conomitance (ব্যাপ্তি) between the mark and the character inferred—in other words—an inductive generalisation." (১) পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই হিন্দু syllogism-এর দৃষ্টান্ত ও universal proposition. ঐতিহাসিক পুরুষোত্তম জীবনকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধ সমগ্র সাধনাকে গ্রহণ করা সম্ভব।

"We must become sensuous-intellectual-intuitional to know reality in its flesh and blood and not in merely its skin and bone." (২) ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং" ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকটি রস ও ফলের সমন্বয়ই বিধান করিয়াছে। ফলকে ভোগ করিতে হইলে তাহার রস, ত্বক্ ও অষ্টি আদির ওত-প্রোতভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকার সমগ্রতাকে আস্বাদন করিতে হয়। কোনও একটিকেই একান্ত ধরিলে ফলের আস্বাদন সমগ্র হয় না, এমনকি রসকে ধরিলেও না. যদিও ফলের নিংড়ান সত্তা ঐ রস। ইক্ষু নিজের দাঁত দ্বারা চিবাইয়া রস পান করা ও বৃদ্ধদের ইক্ষুকে যন্ত্রদ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া রস পান করার মধ্যে আস্বাদনগত

(১) The Positive Sciences of the Ancient Hindus—Dr. Seal.

(২) Radhakrishnan—The Reign of Religion in contemporary Phibsophy.—পৃঃ ৪৩৫

ও গুণগত পার্থক্যও রহিয়াছে। খোসা ফেলিয়া আলু সিদ্ধ করিয়া খাওয়ার মধ্যেও গুণগত তফাৎ আছে। খোসার মহিমা বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছে। নির্য্যাসই বস্তুর সবখানি সত্য নয়। আকার নিরাকারের খোসা বটে ; কিন্তু আকারহীন নিরাকার গুরুপাক। তাই শ্রীনিত্যগোপাল আকার-নিরাকার-সাকারের সমন্বয়ের বারতা পৌঁছাইয়াছেন।

ভাগবতের পুরুষোত্তম-রসসাধনা মনোময় (Sensuous), বিজ্ঞান-ময় ('intellectual), আনন্দময় (intuitional); ইহাই হইতেছে ভাগবতের অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তি ঃ—

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তূ যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জারয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥

জঠরাগ্নি যেমন নিগীর্ণ (ভুক্ত) অন্নকে হজম করিয়া রস রক্তাদি সৃষ্টির মধ্য দিয়া জীবনকে গড়িয়া তোলে, তেমনই সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী অনিমিত্ত ভাগবতী ভক্তি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় কোশকে হজম করিয়া ভক্তের জীবনে পুরুষোত্তম আমি ও পুরুষোত্তম বিশ্বকে সৃষ্টি করিতেছেন। এই ভক্তিই পুরুষোত্তমময়ী হ্লাদিনী শক্তি (intuition)। কোশ সমূহের বৈশিষ্ট্য যথাযথ-ভাবে বজায় রাখিয়া যিনি একত্বের আস্বাদন করেন, সেই এক-মনা পুরুষের স্বাভাবিক বৃত্তি হইতেছে এই ভক্তি। কিন্তু এই এক-মনা হইতে হইলে চাই বিশ্বরূপ পুরুষোত্তমের নামরূপলীলার শ্রবণ-মননের টানে তাহার মাঝে পুরুষোত্তমগুণ-আস্বাদনচতুর দ্যোতনাত্মক

নৃত্যপরায়ণ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের হারাইয়া যাওয়া। বিশ্বরূপ পুরুষোত্তম হইতেছেন অন্নময়াদি সর্ব্বকোশের "সত্ব"—প্রত্যেকের স্বয়ম্মূল্য লইয়া টিকিয়া থাকিবার স্থান। এই পুরুষোত্তম সত্বের ভিতরে জীবনের সকল বৃত্তি যে-উপাধিবিধুর স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বারা ব্যাপ্তিময়ী হয়, সেই বৃত্তিই ভক্তি। (১)

ভক্তিবাদিগণ যখন প্রত্যক্ষ জগৎকে অস্বীকার করিয়া তাহাদের ভগবানকে প্রত্যক্ষের ওপার রাখিলেন, তখনই ভক্তি-সাধনা বিলুপ্ত

---

(১) "When we talk of intuitional truths, we are not getting into any void beyond experience. It is the highest kind of experience when the intellectual conscience of the philosopher and the soaring imagination of the poet are combined. Intuitional experience is within the reach of all provided they themselves strain to it. These intuitional truths are not to be put down for chimeras simply because it is said that intellect is not adequate to grasp them. The whole, the Absolute, which is the highest concrete, is so rich that its wealth of content refuses to be forced into the fixed forms of intellect. The life of spirit is so overflowing that it bursts all barriers. It is vastly richer than human thought can compass. It breaks through every conceptual form and makes all intellectual determination impossible. While intellect has access to it, it can never exhaust its fullness.—Radhakrishnan—Ibid পৃঃ ৪৪.

হইল, ভক্তি-সাধনা ভাবুকতায় পরিণত হইল। ভক্তি এ জগৎ ও ঐ জগতের মাঝে যোগিনী শক্তি। তিনি একান্ত এ জগতেরও নন্, একান্ত ঐ জগতেরও নন্। কিন্তু যাহাদের ভগবান প্রকৃতির পর, অচিন্ত্য, যাহার সহিত তর্কেব যোগ বিধান করা যায় না, তেমন একটী ভগবানকে পাইবার সাধনা-যে ভক্তি, সেই ভক্তিও কি প্রকৃতির পর ও যুক্তিতর্কের অগম্য হইতেছে না? "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ নতাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"

ভক্তিবাদিগণ যখন সমগ্র হইতে রওয়ানা না হইয়া ব্যক্তিগত জীবন হইতে সাধনা সরু করিলেন, প্রতি ব্যক্তি যখন একান্ত ব্যক্তিই হইলেন, তখন তাহাদের পক্ষে এই জগতকে মারিয়া টুকরা টুকরা করিতেই হইবে এবং মৃত ঐ টুকরাগুলিদ্বারা মৃতপদার্থ (category) রচনা করিতেও হইবে। এই পদার্থসমূহের দ্বারা আদর্শলোক গড়িয়া তোলার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক Bradley বলিতেছেন—"Unearthly ballet of bloodless categories." অনন্তগতিময় নিতুই নব নব পুরুষাত্তম সাধনাই ভজনের নিগূঢ় প্রয়োজন।এই ভজন সিদ্ধ হয় তখনই যখন প্রতি ব্যষ্টি মানুষ নিজের ব্যষ্টিত্বের মাঝেই বিশ্বরূপকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত, যুক্তি ও শাস্ত্র-বাক্যদ্বারা ধরিতে পারে এবং এইভাবে ব্যষ্টি ও বিশ্বরূপ জগৎগুলির সমন্বয় বিধানের জন্য নিজে তাহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে; তখন বিশ্বরূপ পুরুষোত্তম সমগ্র হইয়াও তাহার জীবনে রহেন সঙ্গীরূপে। এইভাবে স্বরূপ ও বিশ্বরূপের সমন্বয় যত স্পষ্ট হইবে ততই ভজন (intuition) বাস্তব হইবে। ভজন নিশ্চয়ই a prori নয়;

ইহা স্ফুরিত হয় প্রত্যক্ষ পুরুষোত্তম জীবনপ্রাপ্ত একটী প্রত্যক্ষ সঙ্গের ভিতর দিয়া। ভাগবত ও উপনিষৎ প্রত্যক্ষকে ডিঙ্গাইয়া কোন সাধনা, সিদ্ধি বা ভগবানের নির্দ্দেশ দান করেন নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ লিখিতেছেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" ॥

দেব আছেন প্রত্যক্ষের ওপারে অনুমানের রাজ্যে আদর্শের ক্ষেত্র আগলাইয়া, গুরু আছেন এপারে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্র আগলাইয়া প্রত্যক্ষের দেশে। সৌভাগ্যবশতঃ যাহার এই দেবগুরু সমন্বিত কোনও পুরুষোত্তম বস্তুর সান্নিধ্য লাভ হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহারই এ জগৎ ও জগতের নানাত্ববুদ্ধি কাটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার কাছেই উপনিষদের সমগ্র অর্থ সহজভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষের সমন্বিত ভজনের জন্যই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে একটী আদর্শঘন প্রত্যক্ষপুরুষের সান্নিধ্য। "প্রাণঃ প্রাণং দদাতি"—ছান্দোগ্য। "Life begets life"। সেই জন্যই ভগবান বেদব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে সাধনপথের নির্দ্দেশ দিতে যাইয়া বহুবার "প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"—ব্রহ্মসূত্র। কিন্তু প্রত্যক্ষ সাধনা বিলুপ্ত হয়, যদি মানুষ বিচ্ছিন্নবুদ্ধি হইতে সাধন আরম্ভ করে। তখন তাহাকে মড়া কাটা নীতির (Post mortem dissection policy) আশ্রয় নিতেই হইবে। এই নীতির ফলে সংসারময় ব্যর্থ বাধার সৃষ্টি হইবে, এবং এই বাধাকে উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহাকে বিশ্লেষণের (analysis) পথে অন্তর্মুখী গতিতে চলিতেই

হইবে। কিন্তু যাহাকে মারিয়া ধ্যানী তাহার ধ্যানের পথ সহজ করিতেছে, তাহার সহিত বাস্তব প্রত্যক্ষ যে মরে না, সে যে ধ্যানের ফাঁক দিয়া আসিয়া ধ্যানীর ধ্যান বার বার ভাঙ্গিয়া দেয়, ইহা সৌভরি, পরাশর, বিশ্বামিত্রাদি মহাপুরুষগণের জীবনদর্শনে পুরাণকার অঙ্কিত করিয়াছেন। যতই দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধ বুদ্ধি সমগ্র জগতকে টুকরা টুকরা করিয়া সমগ্রের বুকে একটী টুকরাকে আশ্রয় করিয়া একত্ববাদ (monism) প্রচার করুক, অথবা জড়বাদ (materialism) বা বহুত্ববাদ (pluralism) প্রচার করুক, তাহার যে কোনও একটীকে লইয়াই মাতামাতি করুক না কেন এবং তীব্র সম্বেগে অপর মতবাদের বাধা ডিঙ্গাইয়া স্বমত স্থাপনের জন্য প্রাণপণ করুক না কেন, সে অচিরাৎ দেখিবে যে প্রকৃতির প্রতিশোধে তাহার মতবাদ প্রকারান্তরে বিপক্ষ মতবাদের কবলেই পড়িয়াছে। যাহাকে সে বাধা, দুঃখ বলিয়া দেখিতেছে, তাহা হইতেছে তাহার সমগ্রকে কাটিয়া মারিয়া ফেলারই ফলমাত্র। বাধা রহিয়াছে সনাতনভাবে সমগ্র বস্তুর অন্তরে। সমগ্র বস্তুতে বাধা যোগায় রস, অবাধ যোগায় ভাব। কিন্তু বাধাকে ছাঁটিয়া বস্তুকে অবাধ করিতে গেলে বাধা হয় বিকৃত। তখন সেই বিকৃত বাধার সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে মানুষের জীবনে আসে ক্লৈব্য। বীর্য্যবান পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তাই জটিলা কুটিলার আবেষ্টনে লালিত পালিত শ্রীরাধাকে লইয়া রাসমণ্ডল রচনা করিয়াছিলেন। আনন্দ চির জটিল, চির কুটিল অথচ একান্ত সহজ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই এই "আনন্দময় আমি আছি"-সাধনার মূর্ত্তিমান দৃষ্টান্ত। তিনি স্বরূপ ও বিশ্বরূপ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রতি বিদ্যুৎকণার স্বরূপ (corpuscle) ও বিশ্বরূপের (wave) সমন্বয়রূপ (simultaneity) স্থাপন

করিয়াছে। পুরুষোত্তমজীবনে জীবন লাভ করিয়া 'ইদম্ সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'কে গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই "ঈশাবাস্য" মন্ত্রাংশোক্ত সাধনার নির্দ্দেশ।]

(কিন্তু ঈশাবাস্যম্ শুধু যে ভাবুকতা নয়, ইহাকে যে বাস্তব রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের ক্ষেত্রে রূপদান করিতে হইবে—তাহা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি শুনাইতেছেন) তেন [যেহেতু ভাবে ও রসে "ঈশাবাস্যম্" মন্ত্র সার্থক করিতে হইবে, সেই হেতু এই সব খণ্ড জগৎগুলিকে পুরুষোত্তম জীবনের মাঝে অখণ্ড জগৎরূপে বা ব্রজধামে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প ও সাধনা গ্রহণ করতঃ] ত্যক্তেন [রাগদ্বেষবিমুক্ত, আত্মবশ্য, ভোগাকাঙ্ক্ষার চাপবিসৃষ্ট, চাপমুক্ত ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা] ভুঞ্জীথাঃ [সনাতনী ভাগবতী ভোগবাসনা সফল কর। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—মন্ত্রাংশদ্বারা ভোক্তা ও ভোগ্যের মধ্যে পরকীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে। স্বাধীনে স্বাধীনে পারস্পরিক (reciprocal) সম্বন্ধই পরকীয় সম্বন্ধ। ভোক্তা স্বতন্ত্র, ইন্দ্রিয় স্বাধীন এবং ভোগ্য ভোক্তৃ-নিরপেক্ষ ও স্বয়ং মর্য্যাদা সম্পন্ন—এই তিনটী স্বতন্ত্র সত্তার পুরুষোত্তমসংযোগেই বাস্তব ভাগবত ভোগ সম্ভবপর। কিন্তু ভোক্তার ইন্দ্রিয় যতক্ষণ রাগদ্বেষ মুক্ত নয়, রাগদ্বেষ যতক্ষণ ভোক্তার ইন্দ্রিয়বর্গকে ত্যাগ করে নাই, ইন্দ্রিয়বর্গ যতক্ষণ না আত্মবশ্য বিধেয়াত্মা, ততক্ষণ ভোক্তা নিজের খণ্ড মানদণ্ডে বিষয়কে মাপ করিতে চাহিবেই, যাহার ফলে বিষয়ের উপর প্রকাণ্ড চাপ পড়িবে এবং অন্তরস্থ পুরুষোত্তমদত্ত মান তাহার চোখে ধরা পড়িবেই না। বিষয়ও ভোক্তার এই অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া আত্মগোপন করিবে, পুরুষোত্তমরূপ

কিছুতেই প্রকাশ করিবেনা। তখন চলিবে দুইয়ের মধ্যে একটা অন্তহীন সংঘর্ষ, যাহার ফলে বিষয়ের প্রসাদরূপ যাইবে মুছিয়া, বিষয় পরিণত হইবে বিষে। তখন তাহার জ্বালায় ভোক্তা জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইবে, এবং আপাতদৃষ্টিতে ভাসমান বিষয়ের এই বিষরূপকেই বিষয়ের স্বরূপ মনে করিয়া তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে। পুরুষোত্তমজীবন ও দর্শন চিন্তাপ্রণালীর স্বরূপগত এই ভ্রান্তি নিরসন করিয়া ভোক্তা ও ভোগ্যের মাঝের শোষক-শোষিত সম্বন্ধকে মুছিয়া ফেলিয়া উপাধিবিধুর এক সহজ সম্বন্ধ স্থাপনের নির্দ্দেশ দিতেছেন। পুরুষোত্তমদর্শনে ভোক্তা "কেবল", ভোগ্য কেবল, ভোগও কেবল। এই বিরাট বিশ্ব কেবলানন্দের দেশ, ব্রজধাম; এখানে সবই প্রসাদ। বীর সাধক এখানেই শুধু "প্রসাদমধিগচ্ছতি"।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ গীতা ২।৬৪

(অথবা) তেন [পুরুষোত্তমদ্বারা] ত্যক্তেন [পুরুষোত্তমকর্ত্তৃক ফিরাইয়া দেওয়া প্রসাদস্বরূপে) ভুঞ্জীথাঃ [ভোগ করিবে

যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানম্।
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ ভাগবত ৭।৯।১১

পুরুষোত্তমই বিম্ব; জীব তাঁহার প্রতিবিম্ব। ভক্ত জীব পুরুষোত্তমে যাহা যাহা মান বিধান করেন, ঠিক তাহা তাহাই জীবের হয়, যেমন বিম্বের মুখশ্রী চন্দন-অলকদ্বারা সজ্জিত হইলে প্রতিবিম্বের তাহা আপনা আপনিই হইয়া যায়। পুরুষোত্তমার্পিত হইলে এবং তাহার ফলে রাগদ্বেষবর্জ্জিত আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় বিচরণে

সক্ষম হইলে বিষয় হয় প্রসাদ, বিষয়ের বিষ আর থাকে না।] মা গৃধঃ [লোভ করিওনা। লোভের ভিতর ইন্দ্রিয় বা বিষয়কে অপমানিত করিও না।] কস্যস্বিৎ ধনম্ [ধন কাহার? রাগদ্বেষ-বিমুক্ত ধন নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত। ধন কাহারও নয়, উহা বিশ্ব-সম্পদ (world property)। ধন পুরুষোত্তমসূত্রে সঙ্ঘবদ্ধ জীব জগতেরই ভোগের বস্তু।

মন্ত্রোক্ত "ঈশাবাস্য" পদদ্বারা ভাগবতের ভাবাদ্বৈত সিদ্ধ হইয়াছে।

কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্যদর্শনং পটতন্তুবৎ।
অবস্তুত্বাদ্বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ভাগবত ৭।১৫।৬৩

অংশ যখন নিজের মধ্যের পূর্ণত্ব উপলব্ধি করে না, তখন উহা বিকল্প, অবস্তু। জীবন-যন্ত্রের ভিতরে অংশ যখন নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণ, তখনই অংশ নির্ব্বিকল্প, নিরংশ বস্তু। এই দৃষ্টিতে কার্য্য, কারণ ও বস্তুর মধ্যে যখন বাস্তব ঐক্যদর্শন সম্ভব হয়, তখনই ইহা ভাবাদ্বৈত, যেমন পট ও তন্তু এক ও অদ্বৈত। ভাবাদ্বৈতসিদ্ধিদ্বারা বস্তুভেদবুদ্ধিরূপ জীবের প্রথম স্বপ্ন কাটিয়া যায়। মন্ত্রোক্ত "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" অংশদ্বারা ক্রিয়াদ্বৈত সিদ্ধ হইয়াছে।

যদ্ ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণম্।
মনোবাক্তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ভাগবত ৭।১৫।৬৪

সাক্ষাৎ পরব্রহ্মে সাক্ষাৎ মন, বাক্য ও দেহের সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণই ক্রিয়াদ্বৈত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ক্রিয়াদ্বৈতদ্বারা কর্ম্মভেদবুদ্ধিরূপ দ্বিতীয় স্বপ্ন নিরস্ত হইয়াছে। সর্ব্বকর্ম্ম একেরই

কর্ম্ম, অদ্বৈত। মন্ত্রোক্ত "ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্" —অংশ দ্বারা দ্রব্যাদ্বৈত সিদ্ধ হইয়াছে।

আত্মজায়াসুতাদীনাং অন্যেষাং সর্ব্বদেহিনাম্।

যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে॥ ভাগবত ৭।১৫।৬৫

আত্ম, জায়া, সুতাদি এবং অন্য সর্ব্ব দেহীর স্বার্থ যখন এক, কাম্য বস্তু যখন এক, এবং স্বার্থ ও কাম যখন এক, তখনই তাহা দ্রব্যাদ্বৈত। "এই বিশ্ব আমার বা আমার সম্প্রদায়ের বা আমার জাতিরই ভোগ্য"—এই স্বপ্ন নিরস্ত হয় দ্রব্যাদ্বৈত সিদ্ধিদ্বারা। পুরুষোত্তম দৃষ্টিতে বিশ্বেব প্রতি অংশ জীব সম-স্বার্থ, সম-কাম। ব্যষ্টি স্বার্থ, ব্যষ্টি কাম পুরুষোত্তমের জগতে অচল। ব্রজধামে "অন্যোন্যবদ্ধবাহু" ব্রজগোপীসঙ্ঘ রাসক্রীড়া-উৎসবে অদ্বৈতরসাস্বাদনে উন্মত্ত। রাস-ক্রীড়ায় সকলের স্বার্থ সম, কাম সম, ভোগ সম। ব্রজধামই অদ্বৈতের দেশ: সেখানেই ভোগের পরিপূর্ণ সফলতা। জীবের অন্তরের দুর্ব্বার ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ সফলতার ক্ষেত্র ঐ ব্রজধাম; ব্রজের বাহিরে সব ব্যষ্টি সত্তা, ব্যষ্টি কর্ম্ম, ব্যষ্টি ভোগ বিকল্প, অবস্তু। ব্রজ-ধামের ভোগ পাশ্চাত্যের ভোগবাদীর ভোগ নয়; উহা ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়। কঠোপনিষদুক্ত "আসীনঃ দূরং ব্রজতি" মন্ত্রোক্ত "আসীনঃ" পদের তাৎপর্য্য এবং "ঈশাবাস্য······তেন ত্যক্তেন" মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য একই; এবং "দূরং ব্রজতি" মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য ও "ভুঞ্জীথাঃ" অংশের তাৎপর্য্য একই। "ভুঞ্জীথাঃ" পদটীই সর্ব্বোপনিষদের চরম প্রতিপাদ্য। এই মন্ত্রটীই রূপ ধরিয়াছে "ব্রজেত কিম্" প্রশ্নের উত্তরে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম সখা অর্জ্জুনের কাছে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় যে শ্লোকটী

বলিয়াছেন সেই "রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ" ইত্যাদি শ্লোকটীতে। রাগদ্বেষ-বিমুক্ত, আত্মবশ্য, কেবল ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয় বিচরণ করিয়া বিধেয়াত্মা পুরুষ প্রসাদ অধিগত হন্। যাহা ঈশোপনিষদের "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ", তাহাই গীতার "রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু······প্রসাদমধিগচ্ছতি"। তন্ত্রও বলিয়াছেন—

যত্রাস্তি ভোগঃ ন চ তত্র মোক্ষঃ
যত্রাস্তি মোক্ষঃ ন চ তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীপুজনতৎপরাণাম্
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥

আচার্য্য শঙ্কর ভুজ্-ধাতুকে পালন অর্থে নিয়াছেন। কিন্তু পালন অর্থে ভুজ্-ধাতু পরস্মৈপদী; ভুজ্-ধাতু ভোগ-করা অর্থে আত্মনেপদী—"ভুজঃ অনবনে"—পাণিনি। মন্ত্রোক্ত "ভুঞ্জীথাঃ" পদটী আত্মনেপদী; ইহাকে পালন অর্থে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইহার ভিতর দিয়া নিজের অদ্বৈতবাদসিদ্ধান্তকে প্রতিপন্ন করিবার অত্যাগ্রহই ফুটিয়া উঠিতেছে। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" অংশকে কেন্দ্র করিয়াই সর্ব্বোপনিষদ্ মন্ত্র দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। "ভুঞ্জীথাঃ"—ভোগ কর—ইহা সর্ব্ব-কর্ম্মের উপলক্ষণ, যেহেতু সর্ব্ব কর্ম্মের একায়ন হইতেছে আনন্দ-ভোগ।]

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২

এই সংসারে কর্ম্মসমূহ করিতে করিতেই শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে

চাহিবে। এই রূপ (পুরুষোত্তমজীবন যাপনেচ্ছু) তোমার অন্য কোনও রূপ হওয়ার সম্ভাবনাই নাই। (ভজনসিদ্ধ) মানুষে (লীলা) কর্ম্ম লিপ্ত হয় না।

(ভাবাদ্বৈতসিদ্ধি শুধুই ভাবুকতা, যদি তাহা বাস্তব রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের ক্ষেত্রে দ্রব্যাদ্বৈতসিদ্ধিতে গড়িয়া না ওঠে, যদি না আত্মা কর্ম্মসংজ্ঞা অবিদ্যার সঙ্গে অদ্বৈতানন্দ আস্বাদন করে। জড়ের ক্ষেত্রে চৈতন্যের, এবং অবিদ্যার ক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্ম্মের ক্ষেত্রে আত্মার প্রতিষ্ঠাই পুরুষোত্তমের রসলীলার প্রয়োজন। আত্মা ও অনাত্মার সমন্বয়ই পুরুষোত্তম, বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয়ই পুরুষোত্তমবিদ্যা। আত্মা সত্য, অবিদ্যা সত্য, জগৎ সত্য। জীব স্বরূপতঃ পুরুষোত্তম। বিশ্বরূপের বুকে জীব তাহার স্বরূপের প্রতিষ্ঠার খোঁচায় যখন উন্মাদ হইয়া অনন্তের দিকে ছুটিতে চায়, তখন এই পুরুষোত্তমজীবনে অনন্ত কাল জীবিত থাকিবার জন্যই) কুর্ব্বন্ এব ইহ কর্ম্মাণি [পচা গলা এই বিশ্বে সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে করিতেই] জিজীবিষেৎ [জীবিত থাকিতে চাহিবে] শতং সমাঃ [শত বৎসর অর্থাৎ অনন্তকাল।] (পুরুষোত্তমসাধর্ম্ম্যলাভের লালসায় জীব শুধু যে আত্মার ক্ষেত্রে বিদ্যাশক্তির কৃপালাভ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে, স্থিত হইতে পারিবে তাহা নয়, গতিক্ষেত্রের পূর্ণ পরিণতি ঐ অনাত্মার ক্ষেত্রে অবিদ্যাশক্তিদ্বারা পূর্ণপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন তাহার স্থিত হইবার উপায়ই নাই—এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন) এবং [এইভাবে জীবন যাপনেচ্ছু] ত্বয়ি ন অন্যথা ইতোঽস্তি [তোমার পক্ষে অন্য কোনও রূপ ইহা ছাড়া হইবার সম্ভাবনাই নাই।] (মুক্ত হইবার জন্য জীব এতদিন অবিদ্যাক্ষেত্র হইতে মুখ

ফিরাইয়া, শেষে বিদ্যাকেও ডিঙ্গাইয়া বিদ্যারও ও-পারে আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়াছে; আজ কিন্তু শ্রুতি বিদ্যাক্ষেত্র তো দূরের, অবিদ্যাক্ষেত্রে পর্য্যন্ত ঘন আত্মপ্রতিষ্ঠার আনন্দাস্বাদনের নবীন বারতা শুনাইতেছেন) ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে [নরে কর্ম্ম লিপ্ত হয় না;। নারায়ণার্পিত সর্ব্বদেহমনোবুদ্ধির কর্ম্ম নরে লিপ্ত হয় না; তখন কর্ম্ম হয় ভজন, কর্ম্ম হয় ভগবৎরসাস্বাদনলীলা। কর্ম্মই ভাবের ঘন আস্বাদন। কর্ম্মের ক্ষেত্রে, লড়াইয়ের ক্ষেত্রে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার জন্যই ঔপনিষদ জীবনের রথযাত্রার অভিযান। নর, যোগমায়া ও নারায়ণের সমন্বয়ই উপনিষদের প্রতিপাদ্য। যোগের ক্ষেত্রই বিদ্যার ক্ষেত্র, মায়ার ক্ষেত্রই অবিদ্যার ক্ষেত্র। যিনি একাধারে যোগ ও মায়া, তিনিই পুরুষোত্তমশক্তি যোগমায়া। একান্ত যোগে নর-নারায়ণ সম্বন্ধ অপূর্ণ, একান্ত মায়ায়ও নর-নারায়ণ সম্বন্ধ অপূর্ণ ; যোগমায়া-সমাবৃত হইয়াই নর-নারায়ণ পূর্ণ পুরুষোত্তম। আত্মা যেমন অনাদি অনন্ত, অবিদ্যাও তেমনই অনাদি অনন্ত; আত্মা যেমন অবিনাশী, অবিদ্যা কর্ম্মও তেমনই অবিনাশী।

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্॥ ভাগবত ১০।২৪।১৮

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পিতা নন্দমহারাজকে বলিতেছেন —সেই হেতু পুরুষোত্তমভাবে স্থিত পুরুষোত্তমকর্ম্মকৃৎ প্রতি কর্ম্মকে বিশ্বকর্ম্ম-বুদ্ধিতে পূজা করিবেন ; যে কর্ম্ম অনায়াসে জীবের বৃত্তি যোগায়, তাহাই তাহার দেবতা। কর্ম্মের বাহিরে, আকাশে ভাবের ক্ষেত্রে দেবতা খুঁজিও না ; দেবতা রহিয়াছেন প্রতি কর্ম্মের পরতে পরতে।

কর্ম্মনিরোধ করিয়া শুধু নৈষ্কর্ম্ম্যের অন্তরে আত্মাকে গোলোক-বৈকুণ্ঠে খুঁজিয়া খুঁজিয়া জীবের হয়রান হইয়া শেষে এই পচা গলা মাটীর বুকে ব্রজধামে স্থিত হইবার কাহিনীই ভাগবত রসাল তুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। ব্রজধামে সর্ব্বকর্ম্মই লীলা। কর্ম্মকে লীলায় গড়িয়া তোলাই উপনিষদের প্রয়োজন ; কর্ম্মের লীলাত্ব প্রতিষ্ঠাই পুরুষোত্তম-জীবনের অবদান। পুরুষোত্তমস্তরে পুরুষোত্তমকৌশলে কৃত হইলেই সকল কর্ম্ম হয় লীলা।

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥৩

অসুরদিগের আবাসভূত সেই সকল লোক (সমগ্রদৃষ্টিপ্রতিরোধক) অজ্ঞানান্ধকারে আছন্ন। যাহারা আত্মঘাতী, তাহারা সকলেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল লোকে গমন করে।

(পুরুষোত্তমবস্তু হইতে চ্যুত একান্ত (absolute) আত্মার বা একান্ত অনাত্মার উপাসক, একান্ত জ্ঞানী বা একান্ত কর্ম্মী, একান্ত দেবতা বা একান্ত অসুর, একান্ত ভাবুক বা একান্ত রসিকদের গতি নির্ণীত হইতেছে। পুরুষোত্তমবস্তুর তুলনায় একান্ত আত্মার বা একান্ত কর্ম্মের উপাসক দুই-ই অসুর।) অসুর্য্যা [একান্তবাদী অসুরদের স্বভূত লোকই অসুর্য্য] নাম [অর্থহীন নিপাতমাত্র] তে লোকাঃ [সেই সব লোক ; যাহা কিছু আলোকিত হয়, দৃষ্ট হয়, ভুক্ত হয়, সেই সব জ্ঞানফল ও কর্ম্মফল, এবং তজ্জনিত একান্ত মুক্তি বা একান্ত জনন-মরণ, তাহাই লোকপদবাচ্য] অন্ধেন

[সমগ্রদর্শনহীন] তমসা [অংশদৃষ্টিরূপ অজ্ঞানদ্বারা] আবৃতাঃ [আচ্ছাদিত] তান্ [গোলোক হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরান্ত দেহ পর্য্যন্ত স্ব স্ব সাধনার অনুরূপ লোক সকল] তে [যাহারা একান্ত চৈতন্যের উপাসনায় ক্রমমুক্তির পথে ও একান্ত মুক্তির পথে বা একান্ত আঁধারের পথ ধরিয়া জনন-মরণের পথে চলিয়াছেন, সেই দুই দলই] প্রেত্য [বর্ত্তমান সাধনার দেহ পরিত্যাগ করিয়া] অভিগচ্ছন্তি [একান্ত জ্ঞান-উপাসনার অনুরূপ, একান্ত কর্ম্মসাধনার অনুরূপ গতি লাভ করেন; কেহই সর্ব্বলোকসমন্বিত অলোক লোক ও আঁধারালোকসমন্বিত পুরুষোত্তম কলালোক অধিগত হন্ না।] যে কে চাত্মহনঃ [আত্মাকে হনন করেন যাঁহারা, তাঁহারাই আত্মহা ; সেই সব যে কেহ আত্মঘাতী] জনাঃ [সাধকবৃন্দ ; শ্রুতি "দেহ" অর্থেও আত্মশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"—বৃহদারণ্যক। "আত্মা" শব্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্কর দিতেছেন—"যস্তু কার্য্যকারণসংঘাতঃ মনুষ্যাদিজাতিবিশিষ্টঃ সোঽয়মাত্মা"। মনুষ্যাদি জাতিবিশিষ্ট কার্য্য-কারণসংঘাত দেহই আত্মপদবাচ্য। "আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতি-প্রযত্নেষু।" আত্মার সমগ্র অর্থ না লইয়া, আত্মার সমগ্র অর্থকে কাটিয়া টুকরা করিয়া যাঁহারা আংশিক অর্থের দ্বারা আত্মসাধনার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আত্মহা। আত্মার দেহঅর্থ, ইন্দ্রিয়অর্থ, মনঅর্থ ছাঁটিয়া ফেলিয়া, নিরোধ করিয়া যাঁহারা আত্মাকে একান্ত ব্রহ্মঅর্থে প্রয়োগ করেন, তাঁহারা সকলেই দেহ হননকারী, ইন্দ্রিয় হননকারী, মন হননকারী। উপনিষদ্ সর্ব্বার্থেই প্রতিটী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন; ইহাই শব্দের সমগ্র

অর্থ, সহজ অর্থ। শব্দের আংশিক অর্থ লইয়া এক একটী মতবাদ (-ism) দাঁড়াইয়াছে, যাহারা একে অন্যের সঙ্গে লড়াই করিয়াই চলিয়াছে ; শ্রুতি কিন্তু পরস্পরবিবদমান বিরুদ্ধমতবাদগুলির সমন্বয়ই শুনাইয়াছেন। আত্মার একান্ত ব্রহ্মঅর্থ লইয়া যাঁহারা বিদ্যার পথে দেবযান পথে এবং ক্রমমুক্তির পথে ব্রহ্মার লোক এবং ভক্তিবাদীর গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিলোক, নির্ব্বিকল্পসমাধিস্থের প্রাপ্য ব্রহ্মপদ, যোগীদের কৈবল্য পর্য্যন্ত অধিগত হইয়াছেন, পুরাণ তাঁহাদের সম্বন্ধে বহু উপাখ্যানের ভিতর দিয়া স্পষ্টই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, জ্ঞানীদের প্রচলিত পরমপদ ব্রহ্মধাম, যোগীদের কৈবল্য এবং ভক্তদের গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতেও পতন অবশ্যম্ভাবী। জয়-বিজয় বৈকুণ্ঠের দ্বারী হইয়াও চতুঃসনের অভিসম্পাতে স্ব স্ব বৈকুণ্ঠরূপ পরিত্যাগ করিয়া বিরোধী হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ, রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল ও দন্তবক্র জন্ম অধিগত হইয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠের দ্বারের অভিসম্পাত ও পতনের কাহিনী প্রমাণ করিতেছে যে, যতই পচাগলা বিশ্বের দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের দাবী ও আকর্ষণ উল্লঙ্ঘন করিয়া লড়াইহীন, কুণ্ঠাহীন, সরল গোলোক-বৈকুণ্ঠের পথের পথিক হও না কেন, আজ হউক কাল হউক পচাগলা জগতের টানে গোলোকবাসীকে অভিসম্পাতের মধ্য দিয়া মাটীর জগতে অবতরণ করিতে হইবে। মাটীর বুকেই গোলোকের চরম বিশ্রামস্থান। মৃৎ ও চিৎএর ভেদবুদ্ধির উপর দাঁড়াইয়া, চিৎ এবং মৃৎ যে সমগ্র পুরুষোত্তমবস্তুর আস্বাদনের দুইটী স্বয়ংসিদ্ধ দিক ইহা না বুঝিয়া যাহারা একান্ত চিৎ বা একান্ত মৃৎ এর উপাসক, তাহারা সকলেই পুরুষোত্তমজীবনের দৃষ্টিতে আত্মঘাতী।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছে্ৰণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ভাগবত ১০।২।৩২

দেবতারা কৃষ্ণাবতরণের সম্মুখে বসিয়া স্তব করিতেছেন—হে অরবিন্দাক্ষ, যাঁহারা অবিদ্যা ও বিদ্যাপাশ হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিতেছেন অথচ তোমাতে ভাবহীন বলিয়া অবিশুদ্ধবুদ্ধি, তাঁহারা অতিকষ্টে পরপদ মুক্তিধামে আরোহণ করিয়াও সেখান হইতে তোমার পাদপদ্ম অনাদর করার ফলে অধঃপতিত হন।]

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥৪

(আত্মা-অনাত্মা সমন্বিত পুরুষোত্তম বস্তু) নিষ্কম্প, এক এবং মন হইতেও অধিকতর বেগবান। পূর্ব্বগামী ইঁহাকে ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাপ্ত হয় না। ইনি স্থির থাকিয়াও অগ্রগামী অপর সকলকে অতিক্রম করেন। ("অনেজৎ" আদি বিশেষণ যুক্ত) সেই আত্মবস্তুতে প্রাণশক্তি রস আধান করে।

(পূর্ব্বমন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যাহারা একান্ত অবিদ্যার ক্ষেত্রে একান্ত ভোগের লালসায় ছুটিয়া জনন-মরণ চক্রে স্বর্গ-নরক লোকে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, যাহারা দেবযান পথের আলো ধরিয়া ধরিয়া ক্রম-মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছেন, যাহারা সদ্যমুক্তির লোভে একান্ত নিরোধমার্গে বিচরণ করিতেছেন, যাহারা প্রচলিত ভক্তি সাধনায়

সিদ্ধিলাভ করিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠাদিলোক পর্য্যন্ত অধিগত হইয়াছেন, তাহারা সকলেই পুরুষোত্তম জীবনের দৃষ্টিতে আত্মহননকারী ও বাস্তব (real-ideal) আত্মতত্ত্বলাভে বঞ্চিত। এই মন্ত্রে পুরুষোত্তমের সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ ও সগুণ-নির্গুণ সমন্বিত স্বরূপের নির্ণয় হইতেছে।) অনেজৎ [ন এজৎ ; তিনি কাঁপেন না, তিনি চলেন না ; এজন অর্থ চলন, কম্পন] একঃ ["এক" সংখ্যার অন্তর্গত এক নহেন ; ইনি ভাবগত এক, ক্রিয়াগত এক, দ্রব্যগত জীবন্ত এক ; বহুর বহুত্ব অটুট রাখিয়াই ইনি এক]। মনসো জবীয়ঃ [মন হইতে বেগবান ; সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন হইতে অগ্রগামী। একই মন্ত্রে আত্মা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের নির্ণয় হইতেছে—আত্মা নিশ্চল (অনেজৎ) অথচ মন হইতে দ্রুতগামী (জবীয়ঃ)। একই আত্মার এই বিরুদ্ধ স্থিতিধর্ম্ম ও গতিধর্ম্ম কি করিয়া সম্ভব ? মনের স্তরে দাঁড়াইয়া বিচার করিলে স্থিতিগতির সমন্বয় হয় না, আলো আঁধারের সমন্বয় হয় না। মন হইতে দ্রুতগামী যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে অংশদৃষ্টিসম্পন্ন মনের দর্শন তো আর চলিবে না। মন অংশদৃষ্টির ভাষায় যাহা কিছু সঙ্কল্পবিকল্প ক্রিয়া সম্পন্ন করে ; সমগ্র দৃষ্টি তাহার নাগালের বাহিরে। মনের দৃষ্টিতে সব একান্ত (absolute) ; মনের দৃষ্টিতে স্থিতিও (অনেজৎ) একান্ত, গতিও একান্ত। ছান্দোগ্যোপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রাণ-দৃষ্টিতে অনেজৎও অনেকান্ত, আপেক্ষিক (relative), এজৎও অনেকান্ত, আপেক্ষিক। এই প্রাণ-বস্তু (intuition) প্রাণময় কোশ নহে। "ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যাচক্ষতে প্রাণো হৈ বৈতাণি সর্ব্বাণি ভবন্তি"—ছান্দোগ্য। পক্ষান্তরে "যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসো লিঙ্গম্"। মন

Either—or এর ভাষায় কথা বলে। প্রাণের স্তরে, সমগ্র দৃষ্টির স্তরেই এই যুগপৎ জ্ঞান সম্ভব। ধনাত্মক (positive) ও ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎকণা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও যুগপৎ ভাবে মিলিত হইলেই তাহা আলোকাকারে প্রকাশিত হয়। আলোই কি নিছক আলো? আঁধারই কি নিছক আঁধার? আলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি আঁধার না থাকিত, তবে দিনে পেচক দেখে না কেন? অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যদি আলোক না থাকিত, তবে বিড়ালই বা কি করিয়া অন্ধকার রাত্রে দেখিতে পায়? আলো-আঁধার সবই আপেক্ষিক। X-ray আমাদের সাধারণ চক্ষে ধরা পড়ে না; উহা আছে কিম্বা নাই কিছুই বলা চলে না। সাধারণ দৃষ্টিতে উহার অস্তিত্ব নাই, অথচ কোনও বিশেষ দৃষ্টিতে উহা নিশ্চয়ই আছে। আলো ও আঁধারের (light ও shade) মিলনেই না ছবির উদ্ভব? কলা (art) আলো ও আঁধার সমন্বয় ব্যতীত ফুটিতেই পারে না। কলার ক্ষেত্র বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয় দ্বারাই গৌরবান্বিত। কলার উপর দাঁড়াইয়াই কলানিধি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের এক নূতন চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন, যাহা ঋষি-মুনি-ভাবুকদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় নাই।

জ্ঞানপন্থীদের static ব্রহ্ম, যোগীদের কৈবল্য সবই প্রাণের দৃষ্টিতে অনেকান্ত, আপেক্ষিক; ইঁহারা কেহই একান্ত নহেন। যাহা বিশেষ কোনও দৃষ্টিকোণে দাঁড়াইয়া একান্ত, ঠিক তাহাই অপর দৃষ্টিকোণে দাঁড়াইয়া অনেকান্ত। তাই উপনিষদ নির্দ্দেশ দিতেছেন, মনের স্তরের কোন দর্শনই একান্ত নয়, তাহা নির্ব্বিশেষবাদীদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানই হউক, অষ্টাঙ্গযোগীদের কৈবল্যই হউক, একান্ত ভক্তি-বাদীদের গোলোকবৈকুণ্ঠধামই হউক; সবই আপেক্ষিক। আপেক্ষিক,

পরস্পরবিরুদ্ধ ইষ্টসমূহের সমন্বয়ই পুরুষোত্তম। মনের স্তরের একান্ত স্থিতি ও একান্ত গতিকে ডিঙ্গাইয়া স্থিতিগতি সমন্বিত যে পুরুষোত্তম বস্তু রহিয়াছেন, তাহা সব স্থিতিরও অতীত, সব গতিরও অতীত। ইহাই "মনসো জবীয়ঃ" মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য। মনোগতি অপেক্ষা পুরুষোত্তম গতি বলবতী, কেননা ঐ গতি স্থিতির আসনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনন্তগতি সম্পন্ন। স্থিতিহীন গতি স্বল্প বেগবতী; উহা কিছুদূর গিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে।] ন এনৎ দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বম্ অর্ষৎ [পূর্ব্বগামী এই প্রাণকে দেবতাঁরাও প্রাপ্ত হন না। মনই যখন দৌড়াইয়া ইহার নাগাল পায় না, তখন দেবশক্তি সমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ তো ইঁহাকে পাইবেই না। ইন্দ্রিয়গতি মনোগতির তুলনায় অনেক অল্প, মনের অপেক্ষা না করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গ কিছুই করিতে পারে না] তৎ [সেই প্রাণবল্লভ পুরুষোত্তমবস্তু] ধাবতোঽন্যান্ [বিষয় ভোগের জন্য ধাবমান মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত অন্য ভোক্তৃবর্গকে] অত্যেতি [অতিক্রম করিয়া চলিয়া থাকেন; তাই পুরুষোত্তম নিত্য অধর] (বিষয়াসক্ত ভোক্তাজীবের ধাবন ব্যর্থ ও পরিণামবিরস; কেননা উহার মধ্যে স্থিতি নাই। পুরুষোত্তম সকল ধাবনের অগ্রে; কেননা তিনি) তিষ্ঠৎ [মূর্ত্তিমতী স্থিতি] (কিন্তু আত্মবস্তুর এই স্থিতি কি করিয়া গতিসমন্বিত হইল তাহা শ্রুতি বলিতেছেন) তস্মিন্ [অনেজৎ-আদি বিশেষণসমূহযুক্ত পূর্ব্ববর্ণিত সেই আত্মবস্তুতে) অপো [রস] মাতরিশ্বা [প্রাণশক্তি, যোগমায়া শক্তি (dynamic energy); "মাতরি অন্তরীক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্ব্বপ্রাণভৃৎ ক্রিয়াত্মকঃ যদাশ্রয়াণি কার্য্যকারণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যৎ সূত্রসংজ্ঞকং সর্ব্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ"—শাঙ্কর ভাষ্য। এই

যোগমায়া শক্তির উপাশ্রয়েই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ "রন্তুম্ মনশ্চক্রে"।]
দধাতি [আধান করেন।]

(মাতরিশ্বা যোগমায়া শক্তিদ্বারা বিশ্বের পরতে পরতে রস আধানের ফলেই আত্মবস্তু আজ রসরাজ পুরুষোত্তম ; ইনিই ভাগবতের "বাস্তব বস্তু"। যে আত্মবস্তু ভাবক্ষেত্রে মন, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত ভোক্তা জীববৃন্দের কাছে ছিলেন অধর, আজ রস, আধানের ভিতর দিয়া তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিযুক্ত প্রতি জীবকে পূর্ণ স্বরাট বলিয়া স্বীকার করিয়া, স্বাধীন ইন্দ্রিয় ও স্বাধীন মনযুক্ত স্বাধীন জীববৃন্দকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ নরসমূহের কাছে ধরা দিলেন। আত্মা তখনই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের কাছে অধর, যখন দেহ ইন্দ্রিয় ও মন পরস্পর পরস্পরের মাঝে না গলিয়া গিয়া পরস্পরকে অভিভব করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। যদি প্রতি ব্যষ্টিদেহে দেহ সর্ব্বেন্দ্রিয় মন সঙ্ঘবদ্ধ হইত, এবং প্রতি ব্যষ্টি দেহ যদি অন্যান্য ব্যষ্টিদেহের সঙ্গে গলিয়া গিয়া এক হইবার জন্য পাগল হইতে পারিত, তখন সর্ব্বদেহ সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বমনের কাছে আত্মা ধরা দিতেন, যেমন অন্যোন্যবদ্ধবাহু গোপীসঙ্ঘের কাছে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ধরা দিয়াছেন। আত্মা এই রস আধানের ভিতর দিয়া দেহকে হজম করিয়া দেহ হইয়া যান; তখনই আত্মার দেহ অর্থ সার্থক। রস আধানের ফলে প্রতি অংশের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়, প্রতি অংশ তাহার স্বাধিকার রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয় এবং প্রতি অংশ অপরাপর অংশের বৈশিষ্ট্য ও পরিপূর্ণ সম্মান দান করিয়া এক ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। রসহীন আত্মা ভাবমাত্র; সেখানে তিনি একান্ত, নিত্য অধর। এই অধর অক্ষর আত্মা কেমন করিয়া কোন্ সূত্র ধরিয়া যে ক্ষর মন, ইন্দ্রিয় ও দেহের সঙ্গে

যুক্ত হইলেন, একযোগে কাজ করিলেন তাহা প্রচলিত যুক্তিশাস্ত্রের অতীত। যুক্তিশাস্ত্র এই অক্ষর আত্মা ও ক্ষর অনাত্মার যোগের কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান দিতে পারে নাই বলিয়াই অনির্ব্বচনীয়তাবাদের আশ্রয় নিয়াছে। "মায়া অনির্ব্বচনীয়া"—এই অনুমান ন্যায়শাস্ত্রের পক্ষে একান্ত শোচনীয় পরাজয়স্বীকার। আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে সামান্যাধিকরণরূপিণী ব্যাপ্তি, পরস্পরের সমকক্ষতা দেখাইতে না পারিলে কিছুতেই উহাদের মধ্যে "যোগ" বা "বিয়োগ" কিছুই ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। "The task of making a real unity generate an apparent diversity is not less than that of accounting for the generation of a real diversity." (১) বাস্তব নিশ্চল ব্রহ্ম হইতে জগতের ব্যবহারিক (apparent) সত্তার ব্যাখ্যা দিতে যেমন কেবলাদ্বৈতবাদিগণ অনির্ব্বচনীয়তার আশ্রয় না নিয়া পারেন নাই, ঠিক তেমনি যাঁহারা নিশ্চল ব্রহ্ম হইতে বাস্তব বহুত্বের স্থাপন-প্রয়াসী, যেমন ভক্তি-বাদিগণ, তাঁহারাও অনির্ব্বচনীয়তার আশ্রয় ব্যতীত উহা পারেন নাই।

পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

এইরূপ "বাহির হইতে" একটী অচিন্ত্যশক্তি মানিয়া ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা করা কেবলাদ্বৈত বা দ্বৈত কাহারও পক্ষেই যুক্তির দিক হইতে শোভন নয়।

(১) 'Introduction To Modern Philosophy'—C. E. M. Joad—P. 65.

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু অনির্ব্বচনীয়তাকে এই জগতেরই মহাসত্যরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। উপনিষদের সর্ব্বত্র এই তত্ত্বই পরিস্ফুট রহিয়াছে। "নাহং মন্যে সুবেদিতি নো ন বেদেতি বেদ চ"—জানিনা বা জানি ইহার কোনও একটীই এই পুরুষোত্তমবিশ্বব্যাখ্যানে চলিবে না। এখানের সব কিছু অনিশ্চয়তা-তত্ত্ব (Principle of uncertainty) দ্বারা ভাবিত ও রসিত। প্রাণই এই অনিশ্চয়তা তত্ত্বের অব্যক্তভাবের মূল কারণ। "যৎ কিঞ্চ অবিজ্ঞাতং প্রাণস্য তদ্রূপং প্রাণো হি অবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তদ্ভূত্বাঽবতি"—বৃহদারণ্যক। অবিজ্ঞাত রাজ্যের তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে চাই প্রাণের শরণ লওয়া। তাই বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি সকলে প্রত্যেকের অবিজ্ঞাত অংশ প্রাণের শরণ লইয়া জানিতে সক্ষম হইয়াছিল। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই প্রাণের মহিমা তারস্বরে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

রস আধানের বিশেষ সার্থকতা এই যে, রস অংশসমূহের পরস্পরের মধ্যে পরকীয় সম্বন্ধের, যুগপৎ যোগ ও বিয়োগযুক্ত সম্বন্ধের ইঙ্গিত দেয়। প্রতি অংশ যে স্বয়ংমূল্যসম্পন্ন এবং পরস্পরনিরপেক্ষ (autonomous), এই বোধ রসসাধনার অবদান। রস কার্য্য ও কারণের মধ্যেও পরকীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। প্রতি অংশদ্বয়ের মধ্যে যে প্রকাণ্ড "অবকাশ" রহিয়াছে যাহার জন্য যে কর্ম্মের যে ফল বিধিকৃত, নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহা না ফলিয়াও অন্য পথে তাহা যাইতে পারে, অন্য ফল প্রসব করিতে পারে, ইহা রসশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত স্পস্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছে। পুতনার নিন্দিত কর্ম্ম তাহার বিধিনির্দ্দিষ্ট

ফল প্রসব করে নাই; অজামিল বিধিনির্দ্দিষ্ট শাস্তি ভোগ করেন নাই; গৌতমের অভিসম্পাতে পাষাণী অহল্যা অভিসম্পাতের ফল ভোগ না করিয়াও শ্রীরামচরণস্পর্শে মানবী হইলেন; ঘর-ছাড়া, প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় অভিযুক্তা ব্রজগোপীসমূহ পুরুষোত্তমসঙ্গ লাভ করিলেন—কার্য্যকারণশৃঙ্খলার এই নবীনরূপ রসসাধনায়ই সম্ভব হইয়াছে।

রসসাধনা কার্য্যকারণবিধানের (Law of Causality) ও নিশ্চয়তাবাদের (Determinism) নবীন ব্যাখ্যা আনিয়া দিয়াছে। প্রচলিত ধরা-বাঁধা কার্য্যকারণশৃঙ্খলা ভাবের রাজ্যেই সম্ভব; রসে ঐ শৃঙ্খলাগ্রন্থি ভিন্ন হয়। কার্য্যকারণবিভাগের ছিদ্রের মধ্য দিয়া পুরুষোত্তম অবতরণ করিলেই যে কারণের যে ফল বিধিনির্দ্দিষ্ট, তাহা না ফলিয়া অন্য ফল প্রসব করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্তে পুরুষোত্তমশাস্ত্র গৌরবান্বিত। ভাব অবিভাগের (continuity) গৌরব রক্ষা করে; রস জানে বিভাগের (break) মর্ম্মকথা। বিভাগ ভিন্ন বৈচিত্র্য রক্ষা পায় না, অবিভাগ ভিন্ন সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনও জীবন্ত সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতে পারে না। "All development is by breaks and yet makes for continuity"—Professor Wallace. অক্ষর নির্ব্বিকার "ভাব" এবং ক্ষর বিকারশীল "রসে"র মিলন ব্যাখ্যা করিবার জন্য অন্ধপঙ্গুন্যায়, মরীচিকা, সর্পে রজ্জুভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, শশশৃঙ্গন্যায় প্রভৃতি অংশদৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। এ যাবৎ কোন মতবাদই অন্যান্য মতবাদ-স্থাপনের অনুকূল দৃষ্টান্তগুলি নিজের মতবাদস্থাপনের পক্ষে কতদূর

সাহায্য করিতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করে নাই। "সত্য" স্থাপন করিতে হইলে চাই প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হইতে বস্তুকে দেখা, প্রদক্ষিণ করিয়া দেখা। এই সম্বন্ধে মৎপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের দৃষ্টান্তবিশ্লেষণ ও দৃষ্টান্তসমন্বয় অধ্যায় আলোচনা করিলে ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইবে। আংশিক দৃষ্টান্ত দ্বারা আংশিক মতবাদই স্থাপিত হইয়াছে। চাই সমগ্র দৃষ্টান্ত সহায়ে বস্তুকে সমগ্রভাবে দেখিবার প্রচেষ্টা।)

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে চ।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৫ ॥

তিনি কাঁপেন, তিনি কাঁপেন না। তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে। এই সব-কিছুর অন্তরেও তিনি, এই সবের বাহিরেও তিনি।

("তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি"-মন্ত্রাংশোক্ত স্থিতিগতিসমন্বিত পুরুষোত্তমবস্তুর স্ব স্বরূপ এই মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে) তৎ এজতি তৎ ন এজতি [তিনি কাঁপেন, তিনি কাঁপেন না। যাঁহাকে পূর্ব্বমন্ত্রে "অনেজৎ"-বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, তিনিই এই মন্ত্রে "ন এজতি" ও "এজতি"। যিনি পূর্ব্বমন্ত্রে "ন এজতি", তিনিই যোগমায়াশক্তিদ্বারা রস-আধানের ফলে "এজতি"। রস-আধান ব্যতীত " ন এজতি " বাস্তবিকতাহীন শুধুই শূন্য, ভাবুকের ভাবুকতামাত্র। প্রস্থানত্রয়ের শেষ প্রস্থান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে নিজের স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "দ্বন্দ্বশ্চাস্মি সামাসিকস্য চ"—সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্বসমাস। "উভয়পদার্থপ্রধানঃ দ্বন্দ্বঃ"—যাহাতে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী

"এজতি" এবং "ন এজতি" এই উভয়ের অর্থই প্রধান, তিনিই দ্বন্দ্বসমাস। দ্বন্দ্বশব্দের ভিতর ঝগড়া (antagonism) ও মৈথুন (complementarity) দুই অর্থই সমভাবে রহিয়াছে। "এজতি"র ব্যাচ্যার্থকে প্রাধান্য দিয়া "ন এজতি"কে যাঁহারা লক্ষ্যার্থে নিয়াছেন, তাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সবিশেষ সগুণ ব্রহ্ম বস্তু; যাঁহারা "ন এজতি"র বাচ্যার্থকে প্রধান করিয়া "এজতি"কে লক্ষ্যার্থে ধরিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা স্থাপন করিয়াছেন অদ্বৈতবাদের নির্ব্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম, সাংখ্যদর্শনের কৈবল্যবাদ।

কিন্তু উপনিষদমন্ত্রের ভঙ্গি দেখিলে বেশ মনে হয় যে, 'এজতি' এবং 'ন এজতি' দুই-ই সমকক্ষ, সমানভাবে মুখ্য, যুগপৎ (simultaneous)। " এজতি " বা " ন এজতি " কোনটীই একান্ত (absolute) নয়। যে দৃষ্টিকোণে "এজতি" হয় "এজতি", ঠিক ঐ "এজতি"ই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 'ন এজতি'তে পরিণত হয়, ইহা বর্ত্তমান যুগে মনীষী আইনষ্টিন স্পষ্টভাবে রেল লাইন ও পার্শ্ববর্ত্তী বাঁধের দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া বুঝাইয়াছেন। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত "রেললাইন ও পাশের বাঁধ।" রেলে বসিয়া যাত্রী দেখিতেছে রেল অচল, বাঁধই চলিতেছে; পক্ষান্তরে বাঁধে দাঁড়াইয়া লোক দেখিতেছে সে স্থির আছে, রেলই চলিতেছে। কাহার দৃষ্টি সত্য? আমরা এতদিন বুঝিয়াছি—যে বাঁধে দাঁড়াইয়া আছে, সে-ই ঠিক দেখিতেছে, রেলের ভিতর উপবিষ্ট যাত্রীর দেখাই ভুল। মহামতি আইনষ্টিন্ বলিলেন—না দুইয়ের দেখাই সত্য। যতক্ষণ তুমি রেলে বসিয়া আছ ততক্ষণ তোমাকে দেখিতেই হইবে যে তুমি বসিয়া

আছ, রেল চলিতেছে না, চলিতেছে পাশের বাঁধটা। আবার যতক্ষণ তুমি বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া, ততক্ষণ তোমার দেখা ছাড়া গতিই নাই যে তুমি স্থির, রেলই চলিতেছে। উভয়ের দেখাই আপেক্ষিক। চলন্ত ট্রেণে বসিয়া থাকার অপেক্ষায় বাঁধের চলা যেমন সত্য, বাঁধের উপর দাঁড়ানোর অপেক্ষায় ট্রেণের চলাও তেমনি সত্য। এই তুইটিই যেখানে সত্য তাহাই আইনষ্টিনের পরম সত্য।

আচার্য্য শঙ্কর গতির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যে দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন, সে দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করিলেও গতির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয় না।

নৌস্থস্য প্রাতিলোম্যেণ নগানাং গমনং যথা।
আত্মনঃ সংসৃতিস্তদ্বদ্ধ্যায়তীবেতি হি শ্রুতিঃ॥ উপদেশসাহস্রী

"জলস্থ চলন্ত নৌকায় স্থিত ব্যক্তির কাছে যেমন নদীতীরস্থ গতিহীন বৃক্ষাদির উল্টাদিকে গমন বিভাসিত হয়, ঠিক সেইরূপ অসংসারী আত্মারও সংসার অনুভূত হয়। শ্রুতিও ঐরূপই বলেন—স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব.লেলায়তীব।" বুদ্ধি যখন চঞ্চল, তখন সেই চলন্তী বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মাও যেন চলে; বুদ্ধি যখন অচল, তখন আত্মাও নিশ্চল অনুভূত হয়। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে যে, আত্মার যাহা গতি বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা বাস্তব নয়; গতি মিথ্যা। চলন্ত নৌকায় বসিয়া যাত্রী দেখিতেছে তীরের গাছগুলি ঠিক উল্টাদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বাস্তবিকই কি গাছগুলি উল্টাদিকে চলিতেছে? ঐ দেখা যেমন "ভ্রম", সংসার-দেখাও তদ্রূপ "ভ্রম"। বস্তুতঃ ব্রহ্মই আছেন, জগৎ ভ্রম শুধু

দৃষ্টিতেই প্রতিভাত ; বুদ্ধিই চলিতেছে, বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিবিম্বিত বলিয়া আত্মাকেও চঞ্চল বলিয়া মনে হইতেছে।

এই দৃষ্টান্তটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার ভিত্তিও খুব শক্ত নয়। প্রথমতঃ যে-তুমি নৌকায় বসিয়া তীরের বৃক্ষগুলির "গতি" দেখিতেছ, সেই তুমিই যদি তীরে গিয়া দাঁড়াও, তবে কি সেখান হইতে তুমি দেখিবেনা যে গাছগুলিই অচল, চলিতেছে নদীস্থ নৌকা? যতক্ষণ তুমি নৌকায়, ততক্ষণই নৌকা স্থির, চঞ্চল তীরের ঐ গাছ ; নৌকাস্থ সেই তুমিই যখন তটস্থ, তখন গাছগুলিই অচল, চলিতেছে নদীর নৌকা। এই দ্বিবিধ বিপরীত দর্শন তো একেরই চক্ষে হইতেছে ; কোনটী সত্য? যতক্ষণ তুমি নৌকায়, তোমার দেখা ছাড়া গতিই নাই যে. নৌকা অচল, চলিতেছে তীরের গাছগুলি। তোমার নৌকায় থাকার অপেক্ষায় গাছের চলা যেমন সত্য, নৌকার না চলাও তেমন সত্য ; তোমার তীরে দাঁড়ানোর অপেক্ষায় গাছের না-চলা যেমন সত্য, নৌকার চলাও তেমন সত্য। তটস্থ তোমার দৃষ্টিতে নৌকাস্থ ব্যক্তির গাছের চলা দেখা মিথ্যা ও নৌকাস্থ তোমার দৃষ্টিতে তীরে দাঁড়াইয়া নৌকার চলা দেখাও মিথ্যা।

একই তুমি দুই দৃষ্টিকোণে দুই রকম দেখিতেছ। এই দুই দেখার কোন একটীকেই তুমি সত্য বলিয়া অপরটীকে নিছক মিথ্যা বলিতে পার না। একেরই চোখে পরস্পর বিরুদ্ধ দেখা ; কি বিপদ। চোখ নিশ্চয়ই দুই ক্ষেত্রে সমানভাবেই ভাল বা মন্দ ছিল। যে-চোখে দেখিতেছ গাছ চলে, সেই একই চোখেই তো দেখিতেছ গাছ চলে না। গাছের এই চলা ও না-চলা সমভাবেই সত্য কি না? এই দুই রকম

দেখা তো তোমারই "দেখা"। একটীকেও অস্বীকার করিলে কি তোমার নিজেরই নিজকে অস্বীকার করা হয় না? নিজের দেখার মধ্যেই কি দ্বন্দ্বসৃষ্টি হয় না? এক দৃষ্টিকোণে স্থিতি হয় উপলব্ধ, গতি সেখানে থাকে অনুপলব্ধ, আবার দৃষ্টিকোণ বদলাইয়া লইলে পূর্ব্বের সেই উপলব্ধ স্থিতিই হয় অনুপলব্ধ, অনুপলব্ধ গতি হয় উপলব্ধ। যিনি স্থিতি ও গতিতে "সম", তিনিই পর সত্য। সেইজন্য নিজের দৃষ্টিকোণসমূহকে পুরুষোত্তমদৃষ্টিকোণের মাঝে সমর্পণ করিয়া পুরুষোত্তমদৃষ্টিকোণে জগৎকে দেখিবার সাধনার ইঙ্গিত "ঈশাবাস্যম্" মন্ত্রে শ্রুতি দিয়াছেন।]

তৎ দূরে তৎ উ অন্তিকে [তিনি দূরে তিনি অন্তিকে; কম্পমান অংশ হইতে নিষ্কম্প নিরংশ দূর, নিষ্কম্প নিরংশ হইতে কম্পমান অংশ দূর, প্রতি কম্পমান অংশ হইতে অপর কম্পমান অংশ দূর; কেননা আত্মা অনাত্মার মাঝে অন্তর (অবকাশ) সনাতন সত্য। অথচ তাহারা আবার কত অন্তরে (নিকটে)। গীতা এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া বলিতেছেন—"ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবং অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা" ইত্যাদি। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা ও ক্ষেত্র অনাত্মা পরকীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বলিয়াই প্রত্যেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, অপরের স্বাতন্ত্র্যের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া, প্রত্যেকে অন্য হইতে সম্মানজনক যথেষ্ট ব্যবধান (অন্তর) রক্ষা করিয়া, দূরে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে সর্ব্বেন্দ্রিয়দেহমনে নিকটতম প্রদেশে (অন্তরে) পাইবার জন্য ব্যাকুল। একই 'অন্তর' শব্দের অর্থ অবকাশ, তাদর্থ্য, আত্মীয়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ হইতে কতদূরে, কত নিকটে; শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধা হইতে কত দূর, কত নিকট।

দূরকে মুছিয়া ফেলিয়া নিকট করিবার চেষ্টা বিষয়ীর জীবনে বারবার ব্যর্থ হইতেছে। বিশ্বের প্রতি বস্তু দূরে ও নিকটে—"তিনি দূরে এবং অন্তিকেও।" স্ত্রীপুত্রকে একান্ত 'অন্তিকে' টানাটানি করা এবং শত্রুকে একান্ত 'দূরে' সরাইয়া দিবার প্রচেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে একটা প্রকাণ্ড কৈতব। দূর ও অন্তিক যুগপৎ। কে যে দূরে, কে যে অন্তিকে, কাহারও কি পুরাপুরি তাহার মীমাংসা হইয়াছে? দূর ও নিকট দুই-ই এক একটী দৃষ্টিভঙ্গি। আইনষ্টিন দেশেরও (space) আপেক্ষিকত্ব প্রচার করিয়াছেন। "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।"—শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত। "এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত, এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত। এ দু'য়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল"—রবীন্দ্রনাথের বলাকা। পাওয়া ও না পাওয়ার মাঝের ব্যবধান রাখিয়া মিলনের কৌশল পুরুষোত্তমের যোগশাস্ত্রেই শুধু সম্ভবপর। একান্ত স্বকীয় করিতে গিয়া বিষয়াসক্ত ডুবিয়াছে, একান্ত পরকীয় করিতে গিয়া "নেতি নেতি"-বাদী মজিয়াছে। প্রতি অংশ যখন বিশ্বরূপ, তখন এক বিশ্বরূপের সঙ্গে অন্য বিশ্বরূপের মিলনই সত্য বাস্তব মিলন। পুরুষোত্তমবস্তু একান্ত দূরেও নন্, একান্ত নিকটেও নন্, তিনি একাধারে দূর ও নিকট।]

তৎ অন্তঃ অস্য সর্ব্বস্য [তিনি এই সকলের অন্তরে, ঘরে; বিশ্বের এই সব-কিছু পুরুষোত্তমবস্তুকে হজম করিয়া পুরুষোত্তম বনিয়া আছে; পুরুষোত্তমকে নিজ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক্‌রূপে আস্বাদন করিয়া মানুষ "সোঽহম" মন্ত্রকে সার্থক করিতেছে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য] তৎ উ সর্ব্বস্য

অস্য বাহ্যতঃ [তিনি এই সকলের বাহির; তিনি সর্ব্বের বাহিরেও। সিদ্ধজীবনে হজম হইয়া যাওয়ার ফলে যে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য খোয়া গেল তাহাও নয়, তাঁহাকে যে সম্পূর্ণরূপে পাওয়াই গেল তাহাও নয়। তিনি ভক্তের মাঝে ভক্তময় হইয়া, নিজ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ ডুবাইয়া নিজেকে যেন একেবারে মুছিয়া ফেলিয়াও বাহিরে (বাহ্যতঃ) থাকিতে সমর্থ। তিনি জ্ঞানীদের মাঝে হারাইয়া গিয়াও স্বস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া বাহ্যতঃ থাকেন। এই কৌশল প্রতি জীবের অন্তরে নিহিত আছে বলিয়া কেহ কাহারও সম্পূর্ণ আপন নয়, সম্পূর্ণ পরও নয়, ঘরেরও নয়, বাহিরেরও নয়।

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥ চণ্ডীদাস

পুত্র পিতার অন্তরতম স্থানে থাকিয়াও কত দূরে, কত বাহিরে। সংসার ও সন্ন্যাসের এই সব বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলেই আত্মা ও অনাত্মার সমন্বয় সিদ্ধ হইতেছে।

আত্মা ও অনাত্মার সমকক্ষতা স্বীকার করিয়া লইলে অনির্ব্বচনীয়তাবাদরূপ ad hoc hypothesis মানিয়া লইবার কোনও প্রয়োজন হয় না। রস বাদ দিলে ভাব ও একের প্রতিষ্ঠার জন্য বহু ad hoc hypothesis মানিয়া লইতে হয়; অন্যথা বস্তুর **একত্বের** ব্যাখ্যান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ভাব বাদ দিলেও একের ধাক্কা সামলাইয়া উঠা রসের পক্ষে অসম্ভব হয়। জ্ঞানীর কাছে তিনি কাঁপেন না, অজ্ঞানীর কাছে তিনি কাঁপেন, জ্ঞানীর কাছে তিনি অন্তিকে, অজ্ঞানীর কাছে তিনি দূরে, জ্ঞানীর কাছে তিনি

এক ও নিষ্কম্প, অজ্ঞানীর কাছে তিনি কম্পমান, বহু—এই ব্যাখ্যান যুক্তিসহ নয়।

এক পুরুষোত্তমবস্তুকে এইভাবে একান্ত দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দেখার ভিতর রহিয়াছে মনের কারসাজি ঐ "বিভক্ত কর এবং শাসন কর"—(divide and rule)—এই নীতি। মনের স্তরে দাঁড়াইয়া ব্যাখ্যা করিলে এইরূপই হইতে বাধ্য। প্রাণের স্তর হইতে, সমগ্রের স্তর হইতে যে শ্রুতিমন্ত্র ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছে, তাহাকে প্রাণের স্তরে দাঁড়াইয়াই শুনিতে হইবে। প্রাণময়ী সমগ্র শ্রুতির মধ্যেই অংশ-দৃষ্টির মর্য্যাদা ও দাবি সম্পূর্ণভাবেই রক্ষিত হয়। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের পুরাপুরি স্বয়ংমূল্য প্রদান করিয়া সকলের সঙ্গে নিজের অন্যোন্য-মৈথুনময় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে বলিয়াই শ্রুতির এত মহিমা। সমগ্রের স্তরে দাঁড়াইয়া না শুনিলে শ্রুতির শ্রুতিত্ব হয় নষ্ট; তখন সুরু হইয়া উঠে অতিমাত্রায় স্মৃতির দৌরাত্ম্য। প্রচলিত সকল শ্রুতি-ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে শ্রুতিস্পর্শহীন স্মৃতির ঝলক। তাই সব সম্প্রদায় আজ শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন। প্রতি সম্প্রদায় যখন তাহার নিজস্ব মতবাদের ভিতর (অন্তঃ) আত্মবস্তুকে পূর্ণভাবে দেখিতে চাহিতেছে, তখন যদি তাহারা ইহা ধরিতে পারিত যে তাহাদের মতবাদের বাহিরেও (বাহ্যতঃ) আত্মবস্তু নিজ মহিমায় অন্য সব মতবাদকে নিজের পূর্ণতার স্পর্শদ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং ইহা বুঝিয়া প্রতি সম্প্রদায়ের প্রতি মতবাদ যদি পরস্পরের অনু-প্রেরণায় পরস্পরকে অন্তরে বাহিরে পাইবার জন্য প্রাণের খোঁচায় আকাশ পাতাল বিচরণ করিত, তবে সর্ব্বমতবাদসমন্বয় সম্ভব হইত, সর্ব্বস্মৃতি-সমন্বয়ে শ্রুতির শ্রুতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। প্রতি সম্প্রদায় নিজের

"অন্তরে"ই পুরুষোত্তমকে পাইতে চাহিতেছে ; পুরুষোত্তমের "বাহ্যতঃ" রূপ তাহাদের কাছে চির অপ্রকাশিত রহিয়া গেল বলিয়াই উন্মত্ততা সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রুতি যদি শ্রুতি থাকিত, স্মৃতিও বাঁচিত অথচ বিপ্রতিপন্নতাও সম্ভব হইত না। যেদিন হইতে সমগ্র শ্রুতির স্থান অধিকার করিয়াছে খণ্ড খণ্ড স্মৃতি, সেইদিন হইতে শ্রুতির নামে যত যত উপাসকসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে সবই বিপ্রতিপন্ন। শ্রুতি সমগ্রের প্রকাশিকা, স্মৃতি অংশের গৌরবদায়িনী।]

যিনি তত্ত্বতঃ এজতি ও নৈজতি, দূরে ও অন্তিকে এবং এই সবের অন্তঃ ও বাহ্যতঃ, তাঁহাকে কোন্ ছন্দে এই ব্যবহারিক জগতে দেখিলে এই ব্যবহারিক ক্ষেত্রই পারমার্থিক ক্ষেত্রে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য ষষ্ঠ মন্ত্রের অবতারণা।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥ ৬

ইহা অবধারিত সত্য যে যিনি আত্মাতেই সর্ব্বভূতের এবং সর্ব্বভূতে আত্মার অনুদর্শন করেন, তিনি এই অনুদর্শনের ফলে কিছুই জুগুপ্সিত দেখেন না, ঘৃণা করেন না।

(এই মন্ত্রে স্পষ্টতরভাবে পুরুষোত্তমকে অংশ-সমগ্রের ভাষায়, বুদ্ধির ভাষায় জ্ঞানগোচর করা হইতেছে। পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্বের (antagonism) মাঝে কোন্ কৌশলে দ্বন্দ্ব (Comlementarity) দর্শন করা যায়, তাহাই এই মন্ত্রে আলোচিত হইতেছে।)

যঃ তু [ইহা অবধারিত সত্য যে, স্ব-তন্ত্র, পুরুষোত্তমতন্ত্র যিনি] সর্ব্বাণি ভূতানি [অব্যক্ত প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর

পর্য্যন্ত সব ক্ষর পুরুষকে] আত্মনি এব [অক্ষর কূটস্থ আত্মার আধারে, আত্মার আবেষ্টনে, আত্মক্ষেত্রে সর্ব্বভূতকে উচ্চ করিয়া তুলিয়া, সর্ব্বভূতের অপমান (inferiority complex) মুছাইয়া, মানদান করিয়া] অনুপশ্যতি [অনুদর্শন করেন ; ক্ষর সর্ব্বভূতের সর্ব্ববিধ ক্ষরণকে অক্ষরের আবেষ্টনে বা আধারে স্থাপন করিয়া, পচিয়া যাওয়ার দোষ হইতে মুক্ত করিয়া ক্ষরের জটিল-কুটিল রসময় গতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছেন] সর্ব্বভূতেষু চ [এবং ক্ষর সর্ব্বভূতের আধারে ও আবেষ্টনে] আত্মানং [সর্ব্বভূতের ক্ষেত্রে আত্মাকে অবতরণ করাইয়া অক্ষর আত্মাকে অনুদর্শন করেন। সর্ব্বভূতের আবেষ্টনে আত্মদর্শনের ফলে আত্মার কঠিনতা (rigidity) গলিয়া যায়, এবং সর্ব্বভূতকে ব্যবহারিক মনে করিয়া তাহার অতীতে পারমার্থিক থাকিবার মধ্যে আত্মার যে কৌলীন্য (superiority complex) রহিয়াছে তাহা দূরীভূত হয়। তখন আত্মা নমনধর্ম্মী (flexible) হয়] ততো [এই অনুদর্শনের ফলে] (সেই পুরুষোত্তমতন্ত্র পুরুষ) ন বিজুগুপ্সতে [ঘৃণা করেন না ; ন বিজুগুপ্সতে—এই মন্ত্রাংশদ্বারা স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছে যে, এমন কোনও কিছুকে আত্মবস্তুর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে যাহার জন্য আত্মবস্তু ও তাহার কর্ম্ম বুঝি বা জুগুপ্সিত হইয়া যাইতেছে। এ সংশয় অমূলকও নয়। ব্রজধামের শ্রীকৃষ্ণলীলা তো এই শুক্‌নো আত্মবস্তুর ধারণায় বিভোর ভাবুকদের কাছে জুগুপ্সিত হইয়াই রহিয়াছে। ভাবুক পরীক্ষিত এই সংশয়ই শুকদেবের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

আত্মকামো বৈ যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥

ভাগবত ১০।৩৩।২৮

এই শ্রুতিমন্ত্র শ্রীকৃষ্ণলীলার অনিন্দ্যসুন্দররূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আত্মা ও সর্ব্বভূত সমকক্ষ বলিয়াই পুরুষোত্তমের দুইটি অন্যোন্যনিরপেক্ষ অথচ পরস্পরসাপেক্ষ আস্বাদন; তখন ঘৃণা করিবার তো আর কিছুই রহিল না। যতদিন অক্ষর (immutable) ছিল কুলীন, ততদিন ক্ষর যা-কিছু সবই ছিল ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, শোচ্য; ক্ষর ছিল অক্ষরের এক ধাপ পিছনে শুধু অক্ষরেরই গৌরববৃদ্ধির জন্য। এইভাবে অক্ষর ক্ষরকে শোষণ করিয়া ক্ষর-অক্ষরের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্ট হইবার সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। অক্ষর নির্গুণ ছিল সবচেয়ে কুলীন; সত্ত্ব তাহার নীচের ধাপ, অক্ষর নির্গুণ অপেক্ষা একটু কম কুলীন; রজঃ সত্ত্বের নীচের ধাপ, সত্ত্বের তুলনায় আরও কম কুলীন; তমঃ সর্ব্বাপেক্ষা নীচের ধাপ, একবারে অস্পৃশ্য, নোংড়া। বিশ্বকে এইরূপে উচ্চ-অবচ, তর-তমের একটা শক্ত কাঠামোর ভিতর দিয়া সংগঠিত করা হইয়াছে। ফলে নির্গুণ, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল। "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত"—গীতা। সত্ত্ব চাহিতেছে রজস্তমকে দাবাইয়া রাখিতে, রজঃ চাহিতেছে সত্ত্ব ও তমকে দাবাইতে, তমঃ চাহিতেছে সত্ত্ব ও রজকে চাপিয়া রাখিতে; সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী প্রকৃতি চাহিতেছে নির্গুণকে উড়াইয়া দিতে। নির্গুণ-সগুণসমন্বয়ের দেশে যে কেহই কাহাকেও দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না—ইহা মনের উপর দাঁড়াইয়া সৃষ্টির ব্যাখ্যাপ্রদানে প্রয়াসীর দল ধরিতেই পারে নাই।

নির্গুণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমের ব্যর্থ সংঘর্ষে বিশ্বপ্রকৃতি আজ মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত, ব্রহ্মবস্তুও শূন্যের ভিতর অন্তর্হিত। এই সংঘর্ষের হাত হইতে জগৎকে মুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজন হইল ক্ষর সর্ব্বভূতের উপর হইতে এতদিনের দার্শনিকদের চাপ তুলিয়া লইয়া সর্ব্বভূতকে আত্মার সমগৌরবে গৌরবদান করা। সর্ব্বভূতের প্রতি অবস্থা, প্রতি গুণ ও প্রতি কর্ম্মের যে আত্মার সঙ্গে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ (direct and equal relation) রহিয়াছে, ইহা পুরুষোত্তম-যোগের একমাত্র প্রাণকথা। এখানে প্রতিগুণ নির্গুণ-সর্ব্বগুণ, প্রতি কর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য-সর্ব্বকর্ম্ম। তমোগুণ কোন্ যোগে তমোগুণ থাকিয়াই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ নির্গুণ হইতে পারে, তাহার কৌশল ভাগবত দিয়াছে। অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যে সবাই অনিন্দ্য, ইহা পুরুষোত্তম ছাড়া কে শুনাইবে? জুগুপ্সিত, নিন্দ্যবংশ হনুমান-গুহক শুধু পুরুষোত্তমযোগেই শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সাম্যরস আস্বাদন করিয়াছেন। প্রতি গুণই অন্য গুণের অগ্রে থাকিয়া অভিভাবক হইবার অধিকার রাখে, কেহ কাহারও একচেটিয়া অভিভাবক নয়। সকলেই যখন সকলের অভিভাবক, তখন কে কাহার অভিভব করিয়া নিজের ও অপরের পরাভব ঘটাইবে?

আত্মা ও সর্ব্বভূতের সমকক্ষতা আস্বাদন করিবার জন্য চাই দুইকেই দুইয়ের আধার বলিয়া বুঝিয়া লওয়া। তাইতো শ্রুতিমন্ত্রের প্রথম অর্দ্ধে "সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি"—এই অংশ আত্মাকে করিয়াছে অধিকরণকারক এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে "সর্ব্বভূতেষু চ আত্মানম্"—এই অংশ সর্ব্বভূতকে করিয়াছে অধিকরণকারক। এই দুই অংশের অর্থকে প্রচলিত অদ্বৈতবাদিগণ একার্থবাচক ধরিয়া একান্তভাবে সর্ব্বভূতেরই

অধিকরণত্ব আস্বাদন করিয়াছেন। ইহা পূর্ণার্থের একটী দিক্ মাত্র। এই দুই অংশের একার্থবাচকত্ব মানিলে শ্রুতি পুনরুক্তিদোষে দুষ্ট হন্। দুই অংশই স্বয়ংমূল্যযুক্ত ও সমভাবে গৌরবান্বিত। শ্রুতি জীবনের পরস্পরবিরোধী ঘটনাসমূহের যুক্তিযুক্ততা ও পারমার্থিকতাই স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। আধারই অধিকরণ। সর্ব্বভূতের অধিকরণকারক যখন আত্মা, তখন সর্ব্বভূত হইল দ্রষ্টার ঈপ্সিততম দর্শনীয় বস্তু, কর্ম্ম-কারক; "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম"—পাণিনি। ইহা সমগ্রদৃষ্টির অর্দ্ধাংশ। এখানে আত্মা গৌণ, সর্ব্বভূত মুখ্য। তখন বহু সর্ব্বভূতের জন্যই আত্মা, বহু সর্ব্বভূতেরই অনুগমন করে আত্মা, বহু সর্ব্বভূতের মাঝেই আত্মা হারাইয়া যায়, "ন" হইয়া যায়, তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় বহুত্ববাদ; অথচ এই বহুত্বের আধার ও অর্দ্ধাঙ্গ হইতেছে এক আত্মা। এক আত্মা এমনভাবে বহুর মাঝে আত্মগোপন করিয়া আছে যে, এককে বুদ্ধিদ্বারা ধরা যায় না, শুধু ফুটিয়া উঠে বুদ্ধির সামনে বহুত্ব। বহুর স্বয়ংমূল্য প্রকাশ করিবার জন্য একের কোনও চাপ বহুর উপর থাকে না। তখন একের সামনে থাকে বহু, বহুরই প্রতিষ্ঠার জন্য, বহুকে নিজস্ব সম্পদ ঐ "ভাব"দ্বারা অস্তিত্বমান করিবার জন্য। অথচ এই বহুর স্তরকে একান্তভাবে ধরিলে একের সঙ্গে ব্যাপ্তি হারাইয়া এই বহুই হইয়া দাঁড়ায় একটী উপাধি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে সর্ব্বভূতই অধিকরণকারক, আধার; আত্মা সেখানে দ্রষ্টার ঈপ্সিততম, দর্শনীয় বস্তু। এই স্তরে এক আত্মার জন্য বহু সর্ব্বভূত, এক আত্মার অনুগমন করে বহু সর্ব্বভূত, এক আত্মার মাঝে হারাইয়া যায়, "ন" হইয়া যায় বহু সর্ব্বভূত; তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় একত্ব। কিন্তু এই একত্বের আবেষ্টনই ঐ সর্ব্বভূত। এই

আবেষ্টনই হইতেছে আত্মার অপরার্দ্ধ। এই আবেষ্টন এমনভাবে একের মাঝে এক হইয়া থাকে যে, ইহাকে বুদ্ধিদ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, বুদ্ধি শুধু দেখে "এক"; বহুর চাপ একের উপর থাকে না, তখন বহু একের পিছনে থাকিয়া একেকে তাহার নিজস্ব সম্পদ ঐ "রসে"র যোগান দেয়। সর্ব্বভূতের এই অবদান ব্যতীত এক হয় শুক্‌নো, যান্ত্রিক, শূন্য। আত্মা ও সর্ব্বভূতের সামানাধিকরণ্য প্রচারই শ্রুতিমন্ত্রের প্রয়োজন। "অব্যভিচরিতসামানাধিকরণ্যম্ ব্যাপ্তিঃ"—তর্ককৌমুদী।

আত্মা ছিল এতদিন ব্যাপক; অংশপ্রসবিনী অনাত্মা প্রকৃতি ছিল ব্যাপ্য। ব্যাপ্য এবং ব্যাপকের মধ্যে সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি দর্শন করাইতে না পারিলে কিন্তু আত্মানাত্মার সমকক্ষতা আস্বাদন করা সম্ভব নয়। ব্যাপক এক; ব্যাপ্য বহু। এই ব্যাপ্য অনাত্মা অংশে বিচ্ছিন্ন; ব্যাপক আত্মার মধ্যে হারাইয়া গিয়া অংশসমূহের সঙ্ঘ গড়িয়া না উঠিলে সমকক্ষ ভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য কোনও একটি অংশেরই নাই। ব্যাপ্য কখন কোথায় কোন্ কৌশলে ব্যাপকেরও ব্যাপক হইতে পারে, সমকক্ষ হইতে পারে, তাহাই যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করিতে হইবে।

"গঙ্গার ঢেউ, কিন্তু ঢেউ-এর গঙ্গা নয়"—এই বাক্যে গঙ্গা ব্যাপক, ঢেউ ব্যাপ্য। এখানে দুইয়ের সামানাধিকরণ্য নাই। সামানাধিকরণ্য (universal concomitance) সম্ভব হইত যদি "ঢেউ-এর গঙ্গা"ও হইবার কোনও কৌশল দেখান যাইত। গঙ্গার বুকে ঢেউয়ের উদ্ভব, কিন্তু স্থিতি তাহার নাই। ঢেউ না থাকিলে গঙ্গার অস্তিত্ব অসিদ্ধ হয় না; অথচ গঙ্গা না থাকিলে ঢেউয়ের

অস্তিত্বই অসম্ভব। ঢেউ ব্যাপিয়াই গঙ্গা, গঙ্গা ব্যাপিয়া তো ঢেউ নয়। কিন্তু কোনও বিশেষ ঢেউ না ধরিয়া যদি অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতের সমস্ত ঢেউ হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ পায় এবং গঙ্গার এই তরঙ্গায়িত স্তর ও নিস্তরঙ্গ স্তর যদি প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া একীভূত সমগ্র গঙ্গা হয়, তখন কি "ঢেউ এর গঙ্গা" বলা যায় না? তখন কি, গঙ্গার অনাদি অনন্ত সর্ব্বতরঙ্গঘনরূপ এবং গঙ্গা এক নয়? তখন কি তরঙ্গের বুকে গঙ্গার স্থিতি অযৌক্তিক হয়?

আত্মা "আমি" চক্ষুর অতীত, কর্ণের অতীত, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত, মনবুদ্ধিঅহঙ্কারেরও অতীত; কিন্তু আত্মা, অন্তঃকরণ ও এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যদি প্রাণের ভিতর দিয়া পরস্পর পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, এক সমগ্র জীবনে গড়িয়া উঠে, তখন কি আত্মার অধিকরণ দেহ এবং দেহের অধিকরণ আত্মা—দুইই সম্ভব হয় না? তখন কি দুই দুইয়ের অতীত থাকিয়াও দুই দুইয়ের অনুগ হয় না? তখন "আত্মার দেহ" এবং "দেহের আত্মা" দুই-ই বলা যায়, তখন চার্ব্বাক দর্শনের দাবি ও আত্মদর্শনের দাবি সমভাবেই সম্মানিত। অনাত্মার প্রত্যেক অংশবিকাশগুলি যখন এক অন্যের ভিতরে আত্মবিলয় করিয়া পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য চঞ্চল, তখন "অনাত্মার আত্মা"—ইহাও যেমন পারমার্থিক সত্য, "আত্মার অনাত্মা"—ইহাও তুল্যভাবেই পারমার্থিক সত্য। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ; পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ।"

গঙ্গার যে কোন অংশে স্নান করিলেই পূর্ণ গঙ্গাস্নানের ফল হয়; কিন্তু সমগ্র গঙ্গার সমগ্রত্ব তাহাতে আস্বাদিত হয় না

বাঙ্গলাদেশের যে কোনও জিলাবাসীই নিজকে বাঙ্গালী বলে বটে, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গলার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য এবং সব জেলাবাসী বাঙ্গালীদের স্বয়ং-পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্ বাঙ্গালাকে "এক" করিয়া আস্বাদন করিতে হইলে বাঙ্গলার অংশগুলির সমন্বয় বিধান করিয়াই বাঙ্গলাকে বুঝিতে হইবে।

পূর্ণতার চারিটি স্তর ভাগবত দেখাইয়াছে। অংশ ছাঁটিয়া যিনি পূর্ণ, তিনি পূর্ণ; প্রতি অংশে ব্যাপ্ত হইয়া যিনি পূর্ণ, তিনিই পূর্ণতর; আবার অংশসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া যিনি পূর্ণ, তিনিই পূর্ণতম; অংশসঙ্ঘে আত্মলীন থাকিয়া এবং অংশসঙ্ঘদ্বারা সৃষ্ট হইয়া যিনি নিজের ধামে প্রতিষ্ঠিত স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত, তিনিই পরিপূর্ণ, পরিতঃ পূর্ণ, ব্রহ্ম পুরুষোত্তম। পূর্ণের সর্ব্বার্থ পুরুষোত্তমেই পূর্ণ। এই প্রসঙ্গে মৎপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের "ব্যাপ্তিবাদ" অধ্যায় প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিবার বিষয়। অনাত্মার অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগত প্রতি অংশ তখনই রসের স্তরে আত্মাকে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে, যখন উহারা প্রত্যেকে আত্মাকে বুকে লইয়া স্বয়ংপূর্ণ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয়; নহিলে প্রতি অংশের কাছে আত্মা নিত্যব্যাপক, নিত্য অধর। প্রতি খণ্ডের কাছে অখণ্ড অধর; কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ পূর্ণ খণ্ডগুলির কাছেই অখণ্ড ধরা দেয়; সঙ্ঘবদ্ধ সর্ব্বখণ্ড এবং অখণ্ড এক, identical. রসদৃষ্টিতেই অনাত্মা ব্যাপক, আত্মা ব্যাপ্য। রসদৃষ্টিতে অনাত্মাই আত্মার কাছে অধর, আত্মা নিত্যকালই সেখানে অনাত্মার কাছে ধরা দিয়া বসিয়াছে।

আত্মানাত্মসমন্বয় বা ব্যাপ্তি স্বীকার করিলেও সমন্বয়কে একান্তভাবে বুঝিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। একান্ত ধরিতে গেলেই সৃষ্টি

হইবে স্তব্ধ (closed system)। তখন সমন্বয়ও হয় উপাধি। এই জন্যই শ্রীনিত্যগোপাল "অসমন্বয়"কেও ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আত্মানাত্মার উপাধিবিধুর স্বাভাবিকসম্বন্ধময়ী সমব্যাপ্তি যেমন পুরুষোত্তম-জীবনের একটী দৃষ্টিকোণ, ঠিক তেমনি এই সমব্যাপ্তি ভাঙ্গিয়া উপাধিময় অসমব্যাপ্তির সৃষ্টি হওয়াও তুল্যভাবে অপর একটি দৃষ্টিকোণ। উপাধি ও নিরুপাধি দুইয়েরই পুরুষোত্তমজীবনে তুল্য স্থান ও আস্বাদন রহিয়াছে। একান্ত উপাধিস্থ হইলেও জীবন আটকায়, একান্ত নিরুপাধি হইলেও জীবন গতিহীন হয়। পুরুষোত্তমজীবন উপাধি-নিরুপাধির অতীত, উপাধি-নিরুপাধি সমন্বিত।

উপাধিবিধুব এই সামানাধিকরণ্য আছে বলিয়াই বুদ্ধির ক্ষেত্রে, সুষুপ্তি-স্বপ্ন-জাগরণে আত্মানাত্মার সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। সুষুপ্তির ক্ষেত্রে যখন ঐ সামানাধিকরণ্য ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা "নেতি নেতি"—আত্মাও নয় সর্ব্বভূতও নয়; অথচ দুই-ই সেখানে জীবনে যুগপৎ। আত্মাও যে পুরুষোত্তমের বিভূতি, শুধু সর্ব্বভূতই নয়, তাহা গীতাশাস্ত্রে বিভূতিবর্ণনাপ্রসঙ্গে ভগবান বলিতেছেন—"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ"। আত্মাও পুরুষোত্তমের বিভূতি, সর্ব্ব-ভূতও বিভূতি। "য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবৈভবঃ"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ঐ সামানাধিকরণ্যের প্রকাশ যখন স্বপ্নের ক্ষেত্রে হয়, তখন কখনও বা আত্মার আধারে, আত্মার আবেষ্টনে থাকে সর্ব্ব-ভূত, কখনও বা সর্ব্বভূতের আধারে, আবেষ্টনে থাকে আত্মা। এই স্বপ্নাবস্থার ভিতর দাঁড়াইয়াই একান্ত জড়বাদ বা একান্ত অজড়বাদ, একান্ত একত্ববাদ বা একান্ত বহুত্ববাদ সম্ভব হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের

আধার হওয়া, আবেষ্টন হওয়া, পরস্পরের মধ্যে অন্যোন্যমৈথুন হওয়ার ভিতরেই উপাধির খেলা বর্ত্তমান থাকে। জীবনে এই উপাধি যোগায় লীলারসতরঙ্গ। এই স্বপ্নস্তরেরই ভিত্তি হইতেছে উভয়ের উভয়-নিরপেক্ষ স্বয়ংসত্তা। দুয়েরই সমান অধিকার in their own rights। আত্মার মূল্যে আত্মার মূল্য, অনাত্মার মূল্যে অনাত্মার মূল্য—ইহাই জাগরণের ক্ষেত্রেসামানাধিকরণ্য। যিনি এই ত্রিবিধ স্তরের প্রত্যেকের স্বয়ংমূল্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে অন্যোন্যমৈথুন স্থাপন করিয়া, সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সঙ্ঘের অন্তরে বাহিরে রহিয়াছেন, তিনিই তুরীয়াতীত পুরুষোত্তম।]

পূর্ব্বমন্ত্রে অক্ষর আত্মা ও ক্ষর সর্ব্বভূতের ব্যাপ্তি দ্বারা পুরুষোত্তম-জীবনে সামঞ্জস্য প্রদর্শনের পর পরবর্ত্তী মন্ত্র বিশেষভাবে সর্ব্বভূতের স্বরূপ ও আস্বাদন নির্ণয় করিতেছে।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥৭

বিজ্ঞানীপুরুষের যে জীবনে সর্ব্বভূত সর্ব্বভূত থাকিয়াও আত্মাই বনিয়া গিয়াছে, একত্ব অনুদর্শনকারীর সেই জীবনে শোকই বা কি বস্তু, মোহই বা কি বস্তু ?

যস্মিন্ [যে পুরুষোত্তমজীবনে] সর্ব্বাণি ভূতানি [সর্ব্বভূত; যে সর্ব্বভূত ছিল "জড়" বলিয়া পারস্পরিক সংঘর্ষে জুগুপ্সিত, এবং জড়সম্বন্ধে যে ধারণার উপর দাঁড়াইয়া সব দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, সেই সব বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রসমূহ] আত্মা এব অভূৎ [আত্মাই বনিয়া গেল, আত্মার ব্যাপক ধর্ম্মকে নিজের স্পন্দনে

অনুপ্রাণিত করিয়া নিজের প্রতি খণ্ড স্পন্দন নিজের স্পন্দনরূপ বজায় রাখিয়াই আত্মারূপে গড়িয়া উঠিল, অতীত-বর্ত্তমান-অনাগত সব স্পন্দনের মাঝে একটা বিরাট যোগসূত্র স্থাপিত হইল সর্ব্বভূতের নিজস্ব মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইল, স্বয়ংমূল্যবান আত্মা ও স্বয়ংমূল্যবান সর্ব্বভূতের মিলনে বিশ্বের সমস্ত ঘটনার (event) একটা যুক্তিযুক্ত চরম অর্থ প্রকাশিত হইল। রস বাদ দিয়া ভাব যেমন ক্লীব, ভাব বাদ দিয়াও রস একান্ত পরিণামী, হেয় ও নোংড়া। আজ রসসহায়ে ক্লীব ভাববস্তু পুরুষোত্তম সাজিল, বিশ্বের জড়ত্বের মর্য্যাদা রসের দৃষ্টিকোণে প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্যাপ্য সর্ব্বভূত যে রসের ক্ষেত্রে নিজের অন্তর্নিহিত দাবিস্বরূপ আত্মার সমমর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, কলানিধি পুরুষোত্তমজীবনে ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

এইখানে ভাব ও রসের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। "খাওয়া" যখন কেবল দেহরক্ষার জন্য, তখন এই খাওয়া ভাব; কিন্তু এই খাওয়া যখন খাওয়ার জন্যই, তখন উহা রস। যেখানে কিছুর জন্য কিছু, সেটাই ভাবক্ষেত্র; যেখানে প্রত্যেকে নিজের জন্য নিজে, সেই ক্ষেত্রই রসক্ষেত্র। 'Each cell lives for itself as well as for the organism'—Paul Janet. "Living for itself-"এর ভিতর দিয়া কোষগুলি রস পায়; "Living for the organism"-এর ভিতর দিয়া কোষগুলি ভাবের অধিকারী হয়। দুই-ই কোষের জীবনে সত্য বাস্তব। কোন একটিতেই কোষ কোষ থাকে না। আত্মার জন্য সর্ব্বভূত—ইহা সর্ব্বভূতসম্বন্ধে ভাবুকতা; সর্ব্বভূতের জন্য সর্ব্বভূত অর্থাৎ সর্ব্বভূত নিজের মূল্যেই নিজে গৌরবান্বিত—ইহাই

রসিকতা। রসের ক্ষেত্রে অনাত্মা সর্ব্বভূতের প্রতি স্পন্দন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, উহা শুধু আত্মার প্রতিষ্ঠার সহায়ক বলিয়াই গৌরবের অধিকারী নয়; উহা নিজের মধ্যে নিজেই পূর্ণ এবং নিজের বাহিরে অন্য স্বয়ংমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যষ্টির সহিত সম্বন্ধ রক্ষার দিক দিয়াও পূর্ণ।

সর্ব্বভূত যে জীবনে আত্মা, সেখানে প্রতি খণ্ড দেহ আত্মা, খণ্ড ইন্দ্রিয় আত্মা, খণ্ড মন আত্মা, খণ্ড বুদ্ধি আত্মা, খণ্ড অহঙ্কারও আত্মা; প্রতি খণ্ড তখন অন্যান্য খণ্ডসমূহকে বুকে লইয়াই বিশ্বদেহ, বিশ্ব ইন্দ্রিয়, বিশ্বমন, বিশ্ববুদ্ধি, বিশ্বঅহঙ্কার; সর্ব্বভূতের বিকাশ ঐ কাম-কর্ম্মও তখন আত্মা, বিশ্বকাম ও বিশ্বকর্ম্মে গড়িয়া উঠে। এই সর্ব্ব খণ্ড আত্মার সমন্বয়ই পরমাত্মা। পুরুষোত্তমজীবনে প্রতি গুণ নিগুর্ণ ও সর্ব্বগুণ, প্রতি কর্ম্ম অকর্ম্ম ও বিশ্বকর্ম্ম, প্রতি কাম অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম। এতদিন কলার (art) উপর জগৎ ও জগন্নাথের কোনও ব্যাখ্যানই হয় নাই। পুরুষোত্তম কলানিধি শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে সেই অসম্ভব আজ সম্ভব হইল। পুরুষোত্তম জীবনে কাম, কর্ম্ম, শোক, মোহ সবই আত্মা।]

(এই সবই কেমন করিয়া ভাব ও রসমূল্যে আত্মতাদাত্ম্যলাভে ধন্য তাহাই শ্রুতি শুনাইতেছেন) বিজানতঃ [পুরুষোত্তমবিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের] তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ [জীবন্ত একত্ব যাঁহারা অনুদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই জীবনে মোহ যে কি বস্তু, শোক যে কি বস্তু তাহা তাঁহারাই শুধু উপলব্ধি করিতে পারেন। অর্থাৎ পুরুষোত্তমজীবনে মোহও ব্যাপক আত্মার ঘন আস্বাদন, শোকও ব্যাপক আত্মার ঘন আস্বাদন। পুরুষোত্তম

শিবসুন্দরের অনিন্দ্য, অজুগুপ্সিত জীবনে এই রসলীলাই ফুটিয়া উঠিয়াছে যখন সতীশোকে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন; লক্ষ্মণশক্তিশেলে মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র এই মোহলীলাব আস্বাদনই করিয়াছিলেন; গীতাশ্রবণে নষ্টমোহ হইবার পবেও অর্জ্জুন অভিমন্যুবধে মোহের ভাগবত রস পান করিয়া পুরুষোত্তমসাধর্ম্ম্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। পুরুষোত্তমজীবনে শোক ও মোহ অনিন্দ্য, অজুগুপ্সিত ব্রহ্মাস্বাদন; পক্ষান্তরে বিষয়ীর জীবনে উহারা জুগুপ্সিতই বটে। বিষয়ী পুরুষেরও পত্নীবিয়োগ হয়, পুরুষোত্তম শিবেবও হইয়াছিল। কিন্তু আস্বাদনের ঢং দুইয়েব সম্পূর্ণ পৃথক্। বিষয়াসক্ত জীবের শোকমোহের ভিতব একত্বানুদর্শনের কোনও সম্বন্ধ নাই, অথচ বাহ্যদৃষ্টিতে দুইয়ের আচরণই এক।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তঃ চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ গীতা

পুরুষোত্তমজীবনে অনাত্মার সব বৃত্তিই বিশ্বরূপিণী বলিয়া ভাগবতী, সনাতনী।

ব্যাপক অক্ষর আত্মার অনুগমন করিয়া অনাত্মাপ্রকৃতির বিকাশ ঐ মন স্থিতিধর্ম্মশীল; এই মনের স্তরে দাঁড়াইয়া দেখিলে জগতের কোনও গতি ধরা পড়িতে পারে না। মন তখন গতিশীল জগতকে স্থিতির মাঝে দাঁড় না করাইয়া ইহার কোনও গতিচিত্র আঁকিতে পারে না। কিন্তু জগৎ কি মনের এই খেয়াল মানিয়া চলিবে? সে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। জগৎ বলিতেছে—"ওগো মন, আমার দাঁড়াইবার যো নাই, অবকাশও

নাই, আমার ছুটিয়া চলা ভিন্ন গতি নাই। আমার ছবি আঁকিতে চাও তো আমার গতির মাঝে গতি মিশাইয়া ছুটিয়া চল। আমার গতিতে গতি না মিলাইয়া তুমি আমার যে চিত্র আঁকিবে তাহা বাস্তব জগতের চিত্র নয়, উহা মরীচিকা মাত্র।" পুরুষোত্তম এই জগতের সত্য চিত্র আঁকিয়া দিলেন; মড়া বিশ্ব নবীন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে নবীন তাজা হইয়া উঠিল। যে বিশ্ব ছিল এতদিন ভাবুকদের কাছে আবাসের অযোগ্য, রস আধানে সেই বিশ্বই হইল শ্রীক্ষেত্র, বিশ্বেশ্বরেরও আবাসভূমি। পুরুষোত্তম জড়ের নূতন দর্শন আনিয়া দিলেন, যে দর্শনের ভিতর আত্মা-অনাত্মার ভেদ গলিয়া গেল।

মহামতি নিউটনের মতে জড় (matter) কঠিন, মৃত, স্তব্ধ (rigid, dead, inert) ; কাজেই শক্তি (force) জড় হইতে একটি পৃথক সত্তা। কেননা শক্তি স্বীকৃত না হইলে মৃত জড়ের মাঝে স্পন্দন কি করিয়া আসিবে ? শক্তির স্পন্দন তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ, উহাকে তো অস্বীকার করার যো নাই। জড়কে মৃত ধরিয়া লইয়াই সাংখ্যকার ও বিবর্ত্তবাদী জড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক চৈতন্য অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্য জড়েরই পৃথক পৃথক অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধস্বরূপে থাকিয়াও অংশের অতীত। সম্বন্ধ ভিন্ন যেমন শক্তির কোনও পরিচয় নাই, তেমনি চৈতন্যেরও সম্বন্ধের একান্ত বাহিরে কোনও পৃথক সত্তা নাই। Force is a relation. মহামতি আইনষ্টিনের মতে জড় নমনধর্ম্মী ও জীবন্ত। জড় জীবন্ত হইলে শক্তি ও চৈতন্য জড়ের প্রতি স্পন্দনের অন্তর ও বাহিরের পরকীয় সম্বন্ধরূপেই পরিণত হয়। ক্ষরের নিজের

অন্তরের ও বাহিরের আবেষ্টনের পরকীয় সম্বন্ধই অক্ষর। আজ আর অক্ষর ক্ষরের কেন্দ্র নয়, শক্তি জড়ের কেন্দ্র, নয়। কেন্দ্র আজ পরিধিগত, অথচ পরিধির অতীত। জড়ের জীবন্তরূপের ছাঁচেই আজ জগৎকে দেখিতে হইবে, আস্বাদন করিতে .হইবে। ক্ষর ও অক্ষরের গলিয়া একাকার হইয়া যাইবার দেশই বৃন্দাবন, যাহার ধূলি দেবতারাও শিরোভূষণ করিবার জন্য লালায়িত। ধরার ধূলি যে কৌশলে ব্রহ্মরেণুতে গড়িয়া উঠিল, সেই কৌশলের ইঙ্গিতই এই মন্ত্রে শ্রুতি দিয়াছেন। ধরা নিজের ব্যাখ্যা এতদিন নিজের মধ্যে না পাইয়া ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য, বৈকুণ্ঠ ও গোলোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে ব্রজের পথে ঘাটে, ব্রজের প্রতি ধূলিকণার মাঝে তাহার চরম ব্যাখ্যান পাইল। সকল শেষ প্রশ্নের শেষ সমাধান পুরুষোত্তমবস্তু।

মনের স্তরে দাঁড়াইয়া লেখা শাস্ত্র ও শাস্ত্রব্যাখ্যা বিশ্বের একটা যান্ত্রিক চিত্র আঁকিয়া একটা পাকা (rigid) উচ্চ-অবচের গোলক-ধাঁধাঁয় বিশ্বকে শোষণ করিয়াছে। আজ পুরুষোত্তম সেই স্তর ডিঙ্গাইয়া প্রাণস্তরে, যোগমায়াস্তরে দাঁড়াইয়া নিজ শ্রীমুখে শাস্ত্র দিলেন। মনের স্তরে মানুষ যাহা পারে নাই, প্রাণের স্তরে প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ তাহাই পারিলেন। সেই জন্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই শাস্ত্রের চরম বক্তা। যখন সকলের সব একান্ত মতবাদ বিশ্বব্যাখ্যানে ব্যর্থ, তখনই সার্থক পুরুষোত্তম সর্ব্বমতবাদের সমন্বয়ে সার্থক জীবনবাদ (Philosophy of Life) নিজ জীবনে আস্বাদন করিয়া দর্শন-শাস্ত্রের ভিতর দিয়া প্রচার করিলেন। এতদিন পরে শ্রুতি ব্যাখ্যাত হইলেন পুরুষোত্তমজীবনে এবং পুরুষোত্তমশাস্ত্রে। পুরুষোত্তমজীবনে

লৌকিকশাস্ত্র ও বৈদিকশাস্ত্র পরিপূর্ণ ব্যাখ্যাত ; লৌকিক দাবি ও বৈদিক দাবি সেখানে স্বীকৃত। "অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ"—তিনি শুধু বৈদিকেরই নহেন, লৌকিকেরও বটেন, লোকায়তিকেরও বটেন। তিনিই সমগ্র বিশ্বের মূর্ত্তিমান ব্যাখ্যান ; তাঁহার জীবনেই সর্ব্ব ব্যাখ্যাত। "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ"—ব্রহ্মসূত্র]

সর্ব্বভূতের ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের স্বরূপ এই মন্ত্রে নির্ণীত হইতেছে।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮

তিনি সর্ব্বগামী, শুক্র, অকায়, ব্রণহীন, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকাল অর্থসমূহকে যথাযথ ছন্দে বিধান করিতেছেন।

সঃ [অপুরুষ পুরুষ (Impersonal Person)] পর্য্যগাৎ [একান্ত স্থিতি ও একান্ত গতিকে ডিঙ্গাইয়া স্থিতিগতির সমন্বয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিয়াছেন] শুক্রম্ [দ্বন্দ্ববুদ্ধিজাত নির্ম্মল-সমলের ভেদরূপ মল যাঁহাতে মুছিয়া গিয়াছে, তিনিই শুক্র, নির্ম্মল ; সমলের আপেক্ষিক যে নির্ম্মল, তাহাও সমল। বিবর্ত্তবাদিদের দৃষ্টিতে যিনি নির্ম্মল, সেই নির্ম্মলও আপেক্ষিক বলিয়া সমলই ; তাঁহার ভিতরও প্রচ্ছন্নভাবে মলিনতা লুকাইয়া রহিয়াছে। যে মলিনতাকে নির্ম্মল

নিজের মধ্যে হজম করিতে না পারিয়া তাহাকে এড়াইয়া নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চাহিল, সেই মলিনতাই যে একদিন ফলে ফুলে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সমলের রাজ্যে সমলের চরণতলে উপস্থিত করিবে, ইহা শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রজধামে তাঁহার অবতরণের ভিতর দিয়া বিশ্বের সামনে প্রকট করিলেন]।

অকায়ম্ [কায়া যিনি নন্, এবং কায়া যাঁহার নাই তিনিই অকায়। কায়া এবং অকায়ার যে অর্থ দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধ বুদ্ধি বুঝিয়াছে, সেই অর্থ যাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় না, তিনিই অকায়। "কায়াকে" কায়ারূপে পূর্ণত্ব, স্বয়ংমূল্যত্ব দিয়া, কায়ার উপর লেশমাত্র রাগদ্বেষের চাপ না দিয়াও কায়ারূপেই যিনি কায়ানুপ্রবিষ্ট রহিলেন, কায়ার মাঝে "ন"-রূপে আত্মগোপন করিলেন, নিঃশেষে মুছিয়া গেলেন, এবং যিনি কায়াকে অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে এবং অন্যান্য কায়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য কায়ার অতীতও রহিলেন, তিনিই "অকায়"। কায়া তখনই তাহার স্বরূপচ্যুত হয়, পুরুষোত্তমরূপ ও অমৃতরূপ হারাইয়া ফেলে, যখন রাগদ্বেষযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগ্যরূপ ছাপ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য হয়, ইন্দ্রিয়ের ভোগের উপকরণ যোগায়, ভোগের পথে ইন্দ্রিয়দিগকে লইয়া চলে। ইন্দ্রিয়ের এই ভোগবুদ্ধির চাপ হইতে মুক্ত কায়াই অকায়া ; তখনই কায়া তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনের স্তরে দাঁড়াইয়া কায়াসম্বন্ধে যত "হা" ও "না"-মূলক প্রত্যয় আরোপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত আরোপ হইতে মুক্ত যাঁহার কায়া তিনিই অকায়, সচ্চিদানন্দকায়।]

অব্রণম্ [ব্রণহীন , জীবনের রস যখন দেহের কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আটকাইয়া যায়, তখনই সেখানে ব্রণের উদ্ভব হয়। পুরুষোত্তম-দেহে জীবনরস অব্যাহতগতিতে পরিপূর্ণ চঞ্চল; তাই সেই দেহ ব্রণহীন; ঐ চঞ্চলতার স্পর্শেই পুরুষোত্তমতনু নিতুই নূতন, তাজা; "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়"।] অস্নাবিরং [স্নায়ুহীন ; বিচ্ছিন্ন (separative) অহঙ্কারের পথে লব্ধ ভোগাপবর্গের উপকরণ যোগাইতে যোগাইতে স্নায়ুমণ্ডলী হয় একান্ত সঙ্কুচিত (restricted), নয় তো বা একান্ত সম্প্রসারিত (relaxed) ; জীবনের সহজাবস্থা তখন হয় অন্তর্হিত। স্নায়ুমণ্ডলী তখন স্ব-স্থানচ্যুত, এলোমেলা (dislocated) ; এই dislocation হইতে মুক্ত এবং সহজাবস্থায় স্থিত স্নায়ুযুক্ত যিনি, তিনিই অস্নাবির। "স্নবাঃ শিরাঃ যস্মিন্ ন বিদ্যন্তে ইতি অস্নাবিরং।"

উপনিষৎ স্থানে স্থানে বহুবার "নঞ্"-এর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকারগণ নঞের সমগ্র অর্থ না লইয়া সাধারণতঃ নঞের অভাবার্থ ই নিয়াছেন; তাই তাঁহারা সমগ্র জীবনের একাংশের ব্যাখ্যাই দিতে সক্ষম হইয়াছেন। নঞের অভাবার্থ ছাড়াও অন্য অর্থ আছে। "তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতা।" নঞের মধ্যে একটী স্বরূপশক্তি আছে বলিয়াই তাহার বিকাশ হইতে পারিয়াছে তৎসাদৃশ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদল্পতা, অপ্রাশস্ত্য ও বিরোধার্থে। অন্য সবগুলিকে ঝাঁটাইয়া দিয়া কেবল অভাব-অর্থের সঙ্গে নঞকে একান্ত করিয়া লওয়া কি নঞের সমগ্রতার উপর অত্যাচার নয়? শ্রুতি সর্ব্বার্থ-সাধিকা। "না" এর মধ্যে "হাঁ" আদৌ না থাকিলে "না" হয়

একটা ব্যর্থ ধ্বংসের দ্যোতক, যাহার কোনই মূল্য সহজ জীবন-প্রবাহে থাকে না। নঞের মধ্যে অভাবও যেমন সত্য, তৎসাদৃশ্যও তুল্যভাবেই সত্য। অকায়, অব্রণ এবং অস্নাবিরকে এই পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থের সমন্বয়ে বুঝিলে "অকায়" অর্থ হয় "দেখিতে যাহার কায়া কায়ার মত (কায়সদৃশ), অথচ কায়ার উপর মনের আরোপিত বন্ধনজনিত কোনও সঙ্কোচন নাই (কায়াভাব)"। এইভাবে উপনিষদের সব নঞ্‌কে ব্যাখ্যা না করিলে উপনিষদের সহজ অর্থ প্রকাশিত হইবে না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নঞের তৎসাদৃশ্য অর্থই নিয়াছেন—

অপাণি শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণিচরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

পক্ষান্তরে কেবলাদ্বৈতী নঞের অভাব-অর্থ লইয়াছেন।]

শুদ্ধম্ [জীবনপ্রবাহ যখন স্বচ্ছন্দ, সহজ, সবল, তখনই বিশ্বদেহ, বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বক্রিয়াশক্তি শুদ্ধ, রাগদ্বেষবিমুক্ত; শুদ্ধ দেহমনপ্রাণে উর্দ্ধগতি ও অধোগতি সবই স্বচ্ছন্দ, শুদ্ধ; অন্তর্গতি ও বহির্গতি সব স্বচ্ছন্দ, শুদ্ধ] অপাপবিদ্ধম্ [অপাপবিদ্ধঃ শুদ্ধ দেহ, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু কৃত হউক, যাহা কখনও ধর্ম্মব্যতিক্রম ও 'ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্'-রূপে অনুমিত ও দৃষ্ট হইতে পারে, পাপ বলিয়া মনে হইতে পারে,—যেমন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া প্রভৃতি—তাহা সবই অপাপ; কোনও পাপবিদ্ধতার লেশও সেই জীবনকে স্পর্শ করিতে পারে না। দ্বন্দ্বপাপই পাপ। "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্টঃ ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্"—ভাগবত। পুরুষোত্তমজীবনের বাস্তব এই সব

ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যান দিয়াই উপনিষৎ ধন্য। ভগবান বেদ-ব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে"হেয়ত্বাবচনাচ্চ" সূত্রদ্বারা ইহারই রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

পুরুষোত্তমই উপনিষদের অপুরুষ পুরুষ, সকল "না" সকল "হাঁ" তাঁহাতেই ঘনীভূত। মন্ত্রের পূর্ব্ব অর্দ্ধাংশে পুরুষোত্তমস্বরূপের অখণ্ড নিস্তরঙ্গ প্রবাহত্ব বুঝাইবার জন্য ক্লীবলিঙ্গযুক্ত শুক্রম্, অকায়ম্, অব্রণম্, অস্নাবিরং, শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধম্ পদসমূহের সমাবেশ এবং অপবার্দ্ধে "কবি" প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা দেখান হইয়াছে কোন্ রূপে কোন্ কৌশলে নিস্তরঙ্গ পুরুষোত্তম এই তরঙ্গায়িত প্রবাহের ছন্দ বজায় রাখিয়া চলিতেছেন। ক্লীবলিঙ্গ পারমার্থিকরূপে পুংলিঙ্গে বা স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত হইবার যোগ্য না হইলে পুরুষোত্তম হন নিত্য ক্লীব, একান্ত ক্লীব। তাঁহার সৃষ্টি তখন সম্পূর্ণ মায়া-মরীচিকা, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত অবাস্তব। ক্লীবলিঙ্গ যখন পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ, তখনই শুধু সৃষ্টির একটা সার্থকতা ও সফলতা যুক্তিসিদ্ধ। যিনি সত্যবাস্তব "অব্যয়," তিনি "সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু", তিনি প্রকৃতির মাঝে অনন্ত লুট হইয়া যাওয়ার ভয়ে প্রকৃতি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ান না, তিনি অনন্ত ব্যয়ের মাঝেই অব্যয়।]

কবিঃ [সমগ্রদ্রষ্টা, ক্রান্তদর্শী (Seer) ; যিনি সমগ্রের স্তরে দাঁড়াইয়া অক্ষর ব্রহ্মের ক্ষর হইবার ক্রম-পথ (ক্রান্তি, transition) দর্শন করেন এবং যিনি ক্ষর সর্ব্বভূতের প্রতি স্পন্দনের অন্য স্পন্দনে পরিণত হইবার ক্রম ও গতিপথ দর্শন করেন, রসাস্বাদন করেন, এবং সেই রসকে প্রাণের ভাষায় চিত্রিত করিতে পারেন তিনিই কবি। একটি অংশ ও অন্য অংশের ভিতর যে সন্ধিক্ষণ

রহিয়াছে, যিনি সমগ্রদৃষ্টির ফলে সেই সন্ধিক্ষণের মাঝে দাঁড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন, প্রতি অংশ কেমন করিয়া নিজ সত্তা অটুট রাখিয়া দোল খাইতে খাইতে অন্য অংশের ভিতর গলিয়া এক হইবার জন্য চঞ্চল—এই সন্ধান যাঁহার আয়ত্ত, প্রতি অংশ কেমন করিয়া কোন্ ছন্দে, কোন্ কৌশলে ঘন হইয়া সঙ্ঘ রচনা করিতে পারে—ইহা যাঁহার কাছে সহজ এবং সেই সন্ধানকে সমাজে রাষ্ট্রে কার্য্যাত্মকরূপে ফুটাইয়া তুলিবার উপযোগী সাহিত্যরচনায় যিনি সমর্থ, তিনিই কবি।]

মনীষী [টুকরা টুকরা করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত, অংশদ্রষ্টা ; মনের ঈশিতা, Thinker.)। "There is a clear distinction in Vedic thought between Kavi, the seer and Manisi, thinker. The former indicates divine supra-intellectual knowledge which by direct vision and illumination sees the reality, the principles and form of things in their true relations ; the latter, the labouring mentality, which works from the divided consciousness through the possibilities of things downward to the actual manifestation in form and upward to their reality in the self-existant Brahman. (Sree Aurobindo)। পুরুষোত্তম একাধারে সমগ্রদ্রষ্টা কবি ও অংশসমষ্টিদ্রষ্টা মনীষী]

পরিভূঃ [সর্ব্বেষাং পরি-উপরি ভবতি ইতি পরিভূঃ। যাহা ভূত ও ভব্য, তাহা আজ পুরুষোত্তমজীবনে "ভাব" ; অতীতের সব "no-more"

(হইয়া যাওয়া) এবং ভবিষ্যতের সব "not-yet" কে (হয় নাই যাহা এখনও) যিনি বর্ত্তমানের সর্ব্বক্ষেত্রে হওয়াতে গড়িয়া তুলিতে পারেন, তিনিই পরিভূ। যেখানে একান্ত "ভূত", সেখানেই জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ, অশুচি; ভূত পিতা-পিতামহ যখন পুত্র-পৌত্রের জীবনে বর্ত্তমান, তখনই ভূতের ভূতশুদ্ধি, ভূতের উদ্ধার। স্তব্ধ ভূতকে জীবন্ত ভাবধারায় পরিণত করিয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দ্বারদেশে উপস্থিত করাই পুরুষোত্তমজীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধর্ম্ম। "ভূত-ভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ"—গীতা। ভূতকে ভাবরূপে উদ্ভব করিবার জন্য যে বিসর্জ্জনের (বিসর্গ) প্রয়োজন, তাহাই কর্ম্ম-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। কর্ম্মবিসর্জ্জনই কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণই কর্ম্ম। ভবন অর্থাৎ সর্ব্ব অতীত (no-more) ও সর্ব্ব ভবিষ্যৎ (not-yet) যাঁহার জীবনে বর্ত্তমান, তিনিই পরিভূ; বিশ্বের সর্ব্বভূত আজ পরিভূ]

স্বয়ম্ভূঃ [নিজের 'হওয়া'র আনন্দে নিজে যিনি তৃপ্ত, বিভোর; নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা নিজের হওয়ার খোঁজ যিনি পান নাই, তিনি পরিভূ হইতে গিয়া বিরাট বিশ্বে নিজেকে নিশ্চয়ই হারাইয়া ফেলিবেন। পরিভূ ও স্বয়ম্ভুর সমন্বয়ই পুরুষোত্তম। তাইতো ভাগবত লিখিতেছেন— "বুভূষুভিঃ"— "হইতে" যাঁহারা চান, তাঁহাদের দ্বারা কথনীয় হইতেছে উরুকর্ম্ম (প্রচুর কর্ম্ম) যাঁহার, সেই ভগবান বাসুদেবের জীবন কথা অবশ্যই প্রণিধান-যোগ্য।

যাঃ যাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ।
গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃ পুম্ভিঃ সংসেব্যাস্তা বুভূষুভিঃ॥

ভাগবত ১।১৮।১০

সর্ব্ববিধ "হওয়ার" পরিপূর্ণ ছবি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।] যাথাতথ্যতঃ [ঠিক ঠিক প্রত্যেকের স্ব স্ব মর্য্যাদা ও স্ব-এর বাহিরের অন্যান্য সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রত্যেকের মত প্রত্যেককে যথাযথভাবে] অর্থান্ [প্রতি অংশের যে একটী "স্বার্থ" আছে, একটী "পরার্থ" আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে] ব্যদধাৎ [বিধান করিয়াছেন; ইহাই পুরুষোত্তমবিধি;] শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ [শাশ্বত কাল হইতে শাশ্বতকালে]

পুরুষোত্তমের স্বরূপ নির্ণয়ের পর এইবার পুরুষোত্তমসত্তা-চৈতন্যানন্দের উপলব্ধি ও আস্বাদনের সাধনা ঐ মাতরিশ্বা, রসময়ী, প্রাণশক্তি, মহাবিদ্যা, পরাভক্তির, ভজনের (theory of knowledge) স্বরূপ পরবর্ত্তী তিনটী মন্ত্রে শ্রুতি নির্ণয় করিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা দৃষ্টিবিলোপকারী অন্ধকারে প্রবেশ করে; আর যাহারা বিদ্যার উপাসনায় রত, তাহারা উহা হইতেও যেন অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি [দৃষ্টিলোপকারী অন্ধকারে (তমঃ) প্রবেশ করে] যে অবিদ্যাম্ উপাসতে [যাহারা অবিদ্যার (কর্ম্মের) উপাসনা করে] ততো ভূয় ইব তে তমো [তাহা হইতে যেন আরও অধিক অন্ধকারে তাহারা প্রবেশ করে] য উ বিদ্যায়াম্ রতাঃ [যাহারা বিদ্যার, জ্ঞানের উপাসনায় রত। বিদ্যার ক্ষেত্র

ব্যাপক. এক, অন্তর্ম্মুখী, সরল, অবাধ ও চৈতন্যময় দেবক্ষেত্র; পক্ষান্তরে অবিদ্যা কর্ম্মের ক্ষেত্র হইতেছে ব্যাপ্য, বহুধা বিচ্ছিন্ন, বহির্ম্মুখী, জটিল, কুটিল, বাধাময়, জড় অসুরের ক্ষেত্র। শ্রুতি কর্ম্ম-সংজ্ঞা ভ্রান্তিময়ী অবিদ্যার উপাসনা অপেক্ষাও অভ্রান্ত বিদ্যার উপাসনার ফল অধিকতর অন্ধকারময় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি লইয়া নিজেদের ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য যাহাবা অবিদ্যাক্ষেত্রে এই আসুর পথ ধরিয়া কর্ম্ম করে, তাহাদের কাছে বিশ্বের সব আলো ক্রমশঃ অন্ধকারে পরিণত হয়। জটিল-কুটিল বিশ্বেব সব-কিছুব সঙ্গে সংঘর্ষে সংঘর্ষে বিচ্ছিন্নবুদ্ধি বিষয়াসক্ত অসুর কর্ম্মীর চোখের সামনে অন্ধকারই জমাট বাঁধিয়া উঠে; এই সংসারে যে কোন আলো আছে, তাহা তাহার কাছে উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু ইহা হইতেও শোচনীয় পরিণতি হয় বিদ্যাসাধকদের, যাহারা জটিল কুটিল লড়াইয়ের ক্ষেত্র এই দুনিয়াকে এড়াইয়া সরল অবাধ মুক্তির লোভে বিদ্যার পথ, দেবতার পথ, আলোর পথ ধরিয়া চলিয়াছে। তাহাদের একটা প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা থাকে যে, তাহারা আলো হইতে অধিকতব আলোর রাজ্যের তত্ত্বই অধিগত করিয়া চলিয়াছে; অথচ তাহারা জানে না যে, সে দিন একদিন আসিবে, যে দিন ঘৃণাভরে পরিত্যক্ত সর্ব্বভূতের আঁধার তাদের আলোর পথকে প্রকৃতির প্রতিশোধরূপে গ্রাস করিয়া অধিকতর অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। এই হিসাবে অবিদ্যার উপাসকদের অপেক্ষাও ইহাদের অবস্থা শোচনীয়। আরও বিশেষতঃ অবিদ্বান্ পুরুষ বিশ্বের যত না ক্ষতি করিয়াছে, বিদ্বান্ তাহা হইতে অনেক বেশী ক্ষতি করিয়াছে। যত রক্তারক্তি বিদ্যা-উপাসনার নামে, Crusade-এর



নামে, ধর্ম্মরক্ষার অজুহাতে গোঁড়াদের (fanatic) দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তত রক্তপাত অজ্ঞানী কর্ম্মীরাও করে নাই। রাবণ রাবণবেশে, রাক্ষসের বেশে নিশ্চয়ই সীতাহরণ করিতে পারিতেন না; রাবণকে সীতা-হরণ করিতে হইল ব্রহ্মচারীর বেশে, বিদ্যাসাধকের বেশে। অবিদ্বান্ কৃষকের লাঙ্গল কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া সমাজের আর বেশী কি ক্ষতি করিতে পারে, যাহা পারে একজন পাকা কলমপেশাধারী শিক্ষিত লোক ?

অবিদ্যার শোষণ করিবার শক্তি কম, কেননা তাহার ক্ষেত্র ও সামর্থ্য দুই-ই সঙ্কীর্ণ। তাই সমাজের পক্ষে উহা কম মারাত্মক। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শোষণ করিবাব শক্তি রহিয়াছে বিদ্যার; কেননা প্রচলিত চিন্তাপ্রণালীতে অবিদ্যা অব্যাপক বলিয়া অস্পৃশ্যা, বিদ্যা ব্যাপক বলিয়া কুলীন। ছোটদের (minority) ক্ষতি করিবার সুযোগ কম, বড়র দলের (majority) সমাজে বেশী সুযোগ থাকায় তাহারা ক্ষতিও করিতে পারে খুব বেশী। সমাজে বিদ্বান ও উদাসীন সাধুর দল যত অন্যায়-অত্যাচারের প্রশ্রয় দেন, অবিদ্বান কর্ম্মীরা তাহা দেন না। কুম্ভমেলা কিংবা মঠ-মন্দিরে যত বিবাদ হয়, তাহাব তুলনায় বিষয়াসক্ত সংসারীদের মামলা সমাজবক্ষার হিসাবে গুরুতব নয়। তাই মনের স্তরে দাঁড়াইয়া দেখিলে বলিতেই হইবে যে, বিদ্যার অপেক্ষা অবিদ্যার উপাসক বরং ভাল। মনের স্তর যখন শোষণেরই স্তর, তখন ঐ বিদ্বান, অবিদ্বান দুই-ই শোষণ করিবে। প্রচলিত শাস্ত্রব্যবস্থায় যাহার সুযোগ বেশী, সে-ই করিবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শোষণ। শ্রুতির এই বিশ্লেষণ পুরুষোত্তম-সাধনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে। মনের স্তরে অবিদ্যাবিদ্যার



যৌগপদ্য-রূপ সমন্বয় অসম্ভব; সেখানে বাস্তবকে আঁকড়াইয়া রহিয়াছে যে বিষয়ীর দল, তাহারা বরং ভাল; কিন্তু মারাত্মক তাহারা যাহারা মাটীর জগতে পা' না ফেলিয়া চাহিল আকাশে মুক্তিসৌধ বা আলোকলোক গড়িয়া তুলিতে। "Beware of those whose God is in the skies"—George Bernard Shaw.]

অন্যদেবাহুর্ব্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০

বিদ্যার উপাসনায় অন্য ফল লাভ হওয়ার কথাই বলিয়াছেন, অবিদ্যার উপাসনায় অন্য ফল লাভের কথাই বলিয়াছেন—এই বাণী আমরা শুনিয়াছি যে সব (প্রাণোপাসক) ধীর আমাদের নিকট বিদ্যা-অবিদ্যার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কাছ হইতে।

[প্রাণের স্তরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিদ্যাসাধনা ও অবিদ্যাসাধনার ফল পরস্পরপরিপূরক (Complementary); কিন্তু মনের স্তরে উহারা পরস্পরস্পর্দ্ধী (antagonistic)] (তাই) অন্যৎ এব আহুঃ বিদ্যয়া [বিদ্যাদ্বারা অন্যফলই লাভ হয়—এইরূপ বলিয়াছেন। মনের স্তরে অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যার বিচ্ছিন্নবুদ্ধির স্তরে বিদ্যার যে ফল উক্ত হইয়াছে, তাহাকে পুরুষোত্তমস্তরের বিদ্যাফল হইতে একান্তভাবে অন্যরূপ এবং মনের স্তরের অবিদ্যাফল হইতেও একান্ত-ভাবে অন্যরূপ বলিয়া প্রাণোপাসক আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। পুরুষোত্তমস্তরের বিদ্যাফল হইতে মনস্তরের বিদ্যাফল ও অবিদ্যাফল

তো "অন্য" বটেই ; মনের স্তরেও উহারা পরস্পর একান্তভাবে অন্য। পুরুষোত্তমস্তরে কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যার ফল পরস্পব "অন্য" নহে , উহারা অনন্য, একই অখণ্ডফলের ভাব ও রস। সেখানে বিদ্যা যোগায় ভাব, অবিদ্যা যোগায় রস ; স্বতন্ত্র দুইয়ের পরিপূরকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় পুরুষোত্তমজীবন। "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।] অন্যৎ আহুঃ অবিদ্যয়া [অবিদ্যাদ্বারা পুরুষোত্তম-স্তরের অবিদ্যাফল এবং মনের স্তরের বিদ্যাফল হইতেও অন্য ফললাভেব কথাই বলিয়াছেন।] ইতি শুশ্রুমঃ ধীরাণাং [ধীরদের কাছ হইতে ইহাই শুনিয়াছি ; ধী যিনি গ্রহণ করেন, তিনিই ধীর। "বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—কালিদাস। বিদ্যাবিকার ও অবিদ্যাবিকার যাঁহার চিত্তকে বিকৃত করিতে পারে নাই, যিনি দুইকেই নিজ জীবনে হজম কবিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধীর।]

যে নঃ তৎ বিচচক্ষিরে [যাঁহারা আমাদের নিকট সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। মনোগত কাম-কর্ম্মের চাপে অবিদ্যা ও বিদ্যা কিছুই তাহাদের অন্তর্নিহিত স্বতঃসিদ্ধ ভাগবত প্রসাদদানে সক্ষম হইলনা। তাহারা যাহা দিতে চাহিয়াছিল, দিতেও পারিত, তাহা দেওয়া তো দূরের, যাহা দিল তাহাও জীবকে অন্ধকার হইতে অধিকতর অন্ধকারে আকর্ষণ করিয়া চলিল। ইহারা কেহই বিচ্ছিন্নভাবে, "অন্য" বুদ্ধি লইয়া অমৃতরাজ্যেব সন্ধান দিতে পারিল না। জীবনযন্ত্রেব অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াও বিদ্যা ও অবিদ্যা জীবের পক্ষে সর্ব্বমঙ্গলা না হইয়া কল্যাণের পথ হইতে দূরেই বহিয়া লইয়া চলিল। পুরুষোত্তমবিধানে কিন্তু পরস্পর-বিরোধী বিদ্য-অবিদ্যা দুই-ই পরস্পরের পরিপূরক হইয়া সর্ব্বমঙ্গলা,

সর্ব্বার্থসাধিকা, শরণ্যা। শ্রুতি পরবর্ত্তী মন্ত্রে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ॥১১

যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়কে সহভাবে জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত ভোগ করেন।

(এই মন্ত্রে পুরুষোত্তমমহিষী যোগমায়াশক্তির স্বরূপ লক্ষণ নির্ণীত হইতেছে) বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ [বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অর্থাৎ যোগ ও মায়াকে, জ্ঞান ও কর্ম্মকে, অন্তর্ম্মুখী ও বহির্ম্মুখী গতিকে, শান্তি ও ঝঞ্ঝাটকে, সমন্বয় ও অসমন্বয়কে, অভ্রান্তি ও ভ্রান্তিকে (error), পারমার্থিক ও ব্যবহারিককে] যঃ তৎ বেদ উভয়ং সহ [যিনি এই উভয়কে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও সহভাবে, যুগপৎভাবে, মিথুনরূপে, একই পরাশক্তির দ্বিবিধ বিকাশ ও আস্বাদনরূপে জানিয়াছেন, মহাবিদ্যার অধিকারী হইয়াছেন] (তিনি) অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা [অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া] বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে [বিদ্যাদ্বারা অমৃত পান করেন।

অন্তঃ পুরুষরূপেন কালরূপেন যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্ত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া" ॥ ভাগবত ।৩।২৬।১৮

এই ভগবান আত্মমায়াদ্বারা, যোগমায়াদ্বারা পুরুষরূপে অন্তরে এবং কালরূপে বাহিরে থাকিয়া কাল ও পুরুষের সমন্বয় বিধান করিতেছেন। কালের ক্ষেত্রই অবিদ্যার ক্ষেত্র, পুরুষের ক্ষেত্রই বিদ্যার

ক্ষেত্র। বিনাশশীল কালের ক্ষেত্র গভীর; অবিনাশী পুরুষক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। যিনি একাধারে বিস্তীর্ণ ও গভীর, তিনিই ভগবান। "বিস্তীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ দ্বিবিধং ভগলক্ষণম্"—ভগের লক্ষণ হইতেছে বিস্তীর্ণ ও গভীর। এই বিস্তার ও গভীরতা যাহাতে নিত্যযুক্ত, তিনিই ভগবান। বিদ্যার পথে ভাব আছে, বিস্তার আছে; কিন্তু রস নাই, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই, গভীরতা নাই; পক্ষান্তরে অবিদ্যার পথে রস আছে, গভীরতা আছে, ভ্রান্তি আছে, কাজেই সেখানে বিস্তারের, সার্ব্বজনীনতার অভাব, ভাবুকতাব সেখানে সঙ্কোচ।

রসের পথে, গভীবের পথে, অবিদ্যার পথে বহু নামরূপযুক্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব; ভাবের পথে, বিস্তারের পথে, বিদ্যার পথে সেই খণ্ড বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের সুযোগ। অবিদ্যার পথে, রসের পথে, গভীরতার পথে বহুরূপ, বহুনাম, বহু সাধনার ও বহু সম্প্রদায়ের স্থান সম্ভব হয় বলিয়া পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া, দাবাইয়া রাখিয়া পরস্পরের মরণের উপর নিজের প্রতিষ্ঠালাভের জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অব্যবসায়ীদের এই বুদ্ধি বহু শাখায় বিভক্ত বলিয়া একের খুনে অন্য আত্মতৃপ্ত। এই খুনাখুনির ভিতর দিয়া সব সম্প্রদায় যখন অখণ্ডের মরণ, সমগ্রের মরণ ডাকিয়া আনে, তখন প্রয়োজন হয় এই মরণকে ভাগবত মরণের ভিতরে শুষিয়া লওয়া, নিজেদের বিনাশ আনয়ন করা। "স মৃত্যোঃ মৃত্যুমাপ্নোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি"—কঠোপনিষৎ। যে এই দুনিয়ায় বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে "নানা" দেখে, সে মরণেরও মরণ প্রাপ্ত হয়। "নানা" শব্দের "অনেক" অর্থ ছাড়া "ন সহ" অর্থও আছে। "বিনঞ্ভ্যাম্ নানাঞৌ ন সহ"—পাণিনি। 'বিনা' ও 'নানা'—শব্দের 'ন সহ' অর্থ পাণিনি

দিয়াছেন। যে এই দুনিয়াতে পরস্পরবিরুদ্ধের মধ্যে একান্ত "ন সহ" দেখে, সে মরণের অধম মরণ প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ অবিদ্যার ক্ষেত্র এড়াইয়া, মরণের ক্ষেত্র এড়াইয়া, মরণের ক্ষেত্র ডিঙ্গাইয়া যাহারা ভয়বিহ্বল চিত্তে অমরণের ক্ষেত্রে স্থিত হইবার জন্য পাগল, তাহারা বাদ-দেওয়ার ভুল করার পাপে (sin of omission) মরণের ক্ষেত্রে আসিয়া বীভৎস মরণ লাভ করে। মরণ আসার মনস্তত্ত্ব কি? অবিদ্যার ক্ষেত্রে, প্রতি অংশ যখন অন্যের মরণে নিজ অমরণ চায়, নিজের স্বরূপ মরণকে বরণ না করে, তখনই আসে প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধানে প্রতি অংশেও মরণ এবং তাহার ফলস্বরূপ নিরংশেরও মরণ। কিন্তু প্রত্যেকে যদি নিজের মনোবুদ্ধির মরণ দিয়া বিদ্যা ও অবিদ্যার সহভাব আস্বাদন করিত এবং অন্যের অমরণ গড়িয়া তুলিবার জন্য, সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল হইত, তবেই অবিদ্যার সাধনা সার্থক হইত, সঙ্ঘও গড়িয়া উঠিত। অবিদ্যার ক্ষেত্রের অবদানই হইতেছে পরিণাম ও মরণ। রসের ধর্ম্ম ঐ পরিণাম ও মরণকে এড়াইবার জন্যই ছিল এতদিনের বুদ্ধিমানদের সাধনা; কিন্তু মরণ তাহাতে পালায় নাই। বরং মরণ নানাবুদ্ধিযুক্ত অমরণবাদীদের হাতে নিষ্পেষিত হইয়া বিকৃত মরণে পরিণত হইয়া জীবকে ভেদবুদ্ধির অন্ধকার হইতে গভীরতর অন্ধকারের ভিতর লইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে কৌশলে অবিদ্যাক্ষেত্রের অবদান এই মরণেরও বাস্তব অর্থ ফুটিয়া উঠিতে পারে, জীবের অন্তর্নিহিত মরিবার একটা সনাতনী আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তাহা মরণের হাত হইতে মুক্তিকামীদের কাছে অজ্ঞাত।

তাহাদেরই মরণ মধুর ও উজ্জ্বল, যাহারা পুরুষোত্তমবিশ্বের জন্য মরে। মরণ এড়াইতে গেলেই মরণ হয় মরণ; মরণ বরণ করিলেই মরণ "কালবরণ" সাজিয়া ভক্তের সব-কিছুকে অমরণ-ধর্ম্মে সনাতন করিয়া দেয়। শ্রীরাধা বলিতেছেন—"শিশুকাল হতে চিরকাল আমি কালবরণ ভালবাসি।" কালবরণের অর্থ হইতেছে মরণের বর্ণ। কাল ও পুরুষের সমন্বয়ই ভগবান, পুরুষোত্তম। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"। জীবের স্বধর্ম্ম ঐ মরণ যখন ভগবৎসেবায়, বিশ্বের সেবায় নিযুক্ত থাকে, তখনই হয় মরণ-অতিক্রম। শ্রুতি তাইতো বলিতেছেন—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা"। অবিদ্যাদ্বারা, অবিদ্যাক্ষেত্রদ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাসাধনা যখন ভগবানে মরণচুম্বনে চুম্বিত, তখন সব বিচ্ছিন্নতা গড়িয়া উঠে সংগঠনে, একটা জীবন্ত ঐক্যে। অবিদ্যার স্পর্শহীন একান্ত বিদ্যাসাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয় বটে যান্ত্রিক ঐক্য বা বিশ্বের ব্যবহারিক সত্তামাত্রের প্রতিষ্ঠা; কিন্তু ঐ যান্ত্রিক ঐক্য রস-আধানের ফলে পরিণত হয় জীবন্ত ঐক্যে। এই জীবন্ত ঐক্যই আনিয়া দেয় অমৃত। ইহাই শ্রুত্যুক্ত "বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে"—বিদ্যাদ্বারা সঙ্ঘামৃত আস্বাদন করা।

পুরুষোত্তমের জন্য, বিশ্বরূপের জন্য মরিয়াই বাঁচিতে হয়, অমর হইতে হয়। ইহা বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয়। অমৃত হইবার এই কৌশলই পুরুষোত্তমযোগ। মরণ যখন সঙ্ঘবদ্ধ, মরণ যখন পুরুষোত্তমার্পিত, তখন সেই মরণই হয় অমরণ। অবিদ্যাক্ষেত্রের সাধনা এই মরণকে বরণ করিয়া বিদ্যাক্ষেত্রে জীবন্ত ঐক্য লাভ করাই হইতেছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের "পরাভক্তি", ছান্দোগ্য

ও বৃহদারণ্যকের "প্রাণ-উপাসনা", গোপালতাপনীয়ের "ভজন", ব্রহ্মসূত্রের "সংরাধন" বা আরাধনার মূল রহস্য। "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"—ব্রহ্মসূত্র। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের, জ্ঞান ও কর্ম্মের, বহির্গতি ও অন্তর্গতির, বক্র ও সরল পথের, অসুর ও দেব-সাধনার, ভ্রান্তি ও অভ্রান্তির সমন্বয়েই স্ফুরিত হয় ভজন।

ভজনের প্রাণ হইতেছে Synthesis. "Intuition is really the soul of intelligence. The unity which will be able to grasp by means of intuitive insight is the presupposition of all intellectual progress. Intuition is only the higher stage of intelligence, intelligence rid of its separatist and discursive tendencies. While it liberates us from the prejudices of the understanding, it carries our intellectual conclusions to a deeper synthesis. Instead of being an unnatural or a mysterious process it is a deeper experience which by supplementing our narrow intellectual visions, amplifies it. Intuition is not an appeal to the subjective whims of the individual, or a dogmatic faculty of experience, or the uncritical morbid views of psycopath. It is the most complete experience we can possibly have. (১)

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ গীতা

---

(১) The Reign of Religion in contemporary Philosophy—Radhakrishnan. pp.408—39

যিনি কর্ম্মের আবেষ্টনে অকর্ম্মকে (নৈষ্কর্ম্ম্যকে, কর্ম্মের মুছিয়া যাওয়াকে, জ্ঞানকে) দেখেন এবং অকর্ম্মের আবেষ্টনে কর্ম্মকে দেখেন, তিনি মনুষ্যদের মাঝে বুদ্ধিমান, তিনি যুক্ত এবং কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। অকর্ম্মের স্পর্শহীন কর্ম্ম কৃৎস্নকর্ম্ম নয়। কৃষ্ণার্পিত কর্ম্মই কর্ম্ম-অকর্ম্মের সমন্বয়ে কৃৎস্নকর্ম্ম। অর্পণাংশই কর্ম্মের অকর্ম্মত্ব। অর্পণ করিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে, করার পর অর্পণ নয়—ইহাই ভাগবতে ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্"। ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে ইহার টীকায় শ্রীধর লিখিতেছেন—"অর্পিতৈব ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী অর্প্যেত।" ভজনার দৃষ্টিতে একান্ত কর্ম্ম তো শোভন নয়-ই, নৈষ্কর্ম্ম্যও শোভন নয়।

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ ভাগবত ১।৫।১২

"অচ্যুতভাববর্জ্জিত, নিরঞ্জন, নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান খুব শোভা পায় না; সাধনকালে ও ফলকালে অভদ্র কর্ম্মের কথা আর কি বলিব? ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে অকারণ কর্ম্মও শোভন হয় না।" অনির্ব্বচনীয় পুরুষোত্তমভজনের মধ্যেই কর্ম্ম অকর্ম্ম সব শোভন।

ভজনের মাঝে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই-ই নিজেদের অবদান অর্পণ করিয়া ধন্য হয়।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তঃ লভতেঽঞ্জসা। ভাগবত
১১।২০।৩২-৩৩

আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সর্ব্বফল অনায়াসে লাভ করেন, যাহা কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দানধর্ম্ম কিংবা অন্য সব শ্রেষ্ঠ সাধনাদ্বারা ব্যষ্টিভাবে লাভ হয়।

ভজনের প্রাণ হইতেছে Synthesis. অবিদ্যার নিজস্ব অবদান হইতেছে সঙ্ঘগঠনের উপযোগী "মরণ বরণ করা"; ইহাই সঙ্ঘের নিজ-মূল্যে সঙ্ঘগঠনের কৌশল বা যোগ। "To make life mechanical or mechanism alive is to dissolve the difference in an abstract identity. It would be to sacrifice wealth of content and speciality of service for the sake of symmetry and simplicity. To make mechanism alive would be to deprive matter of its specific function in the universe. Dead mechanism has its own purpose to fulfil, its contribution to make to wonderous whole. It is, therefore, not right to reduce unicy to identity, we must recognise the difference between the two as much as their unity.

The world of matter exists for the purpose of responding to the needs of life." (১)।

পুরুষোত্তমজীবনের সঙ্গে জড় অবিদ্যাক্ষেত্র ও অজড় বিদ্যাক্ষেত্রের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ভজন দুইকেই দুইয়ের সমমূল্যে জীবনের মাঝে প্রতিষ্ঠা করে। আমরা "স পর্য্যগাৎ" মন্ত্রোক্ত 'অকায়' শব্দের অর্থপ্রদানপ্রসঙ্গে বলিয়াছি—"কায়াকে কায়ারূপে পূর্ণত্ব ও স্বয়ংমূল্য দিয়া, কায়ার উপর লেশমাত্র রাগদ্বেষের চাপ না দিয়াও যিনি কায়ারূপেই কায়ানুপ্রবিষ্ট রহিতে পারেন, কায়ার মাঝে 'ন' রূপে আত্মগোপন করেন, নিঃশেষে নিজেকে মুছিয়া ফেলেন, এবং যিনি কায়াকে অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে এবং অন্যান্য কায়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জন্য কায়ার অতীতও রহিলেন, তিনিই অকায়। কায়া তখনই স্বরূপচ্যুত হয়, পুরুষোত্তম তেজোরূপ ও অমৃতরূপ হারাইয়া ফেলে, যখন রাগদ্বেষযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগ্যরূপের ছাপ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য হয়, ইন্দ্রিয়সমূহের ভোগের উপকরণ যোগায়, ভোগের পথে ইন্দ্রিয়বর্গকে আকর্ষণ করে। ইন্দ্রিয়বর্গের এই ভোগমুক্তির চাপ হইতে মুক্ত কায়াই অকায়া; তখনই কায়া তাহার স্বরূপ সচ্চিদানন্দত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। মনের স্তরে দাঁড়াইয়া কায়া সম্বন্ধে যত "হাঁ" বা "না"-মূলক প্রত্যয় (concept) দ্বারা যত সঙ্কোচন (limitation) আরোপিত হইয়াছে, সেই সব আরোপ হইতে মুক্ত কায়াই সত্য বাস্তব অকায়া, পুরুষোত্তমকায়া।"

অসুর সুষ্ঠুভাবে জানে এই গঠনের, কায়া অর্থাৎ সঙ্ঘ গঠনের কৌশল, মরণ তাহার খেলা; তাই অসুরসঙ্ঘের চাপে দেবসঙ্ঘ চিরদিনই

(১) Ibid...........p. 147.

বিব্রত। অসুর জানে মরণ দিয়া সঙ্ঘ গড়িতে, পাকা করিতে। মরণদ্বারাই মরণ অতিক্রম করা যায়। কিন্তু এই মরণসাধনা তো চির অমৃত আনিয়া দিতে পারে না, যদি মরণের ব্যাপকতমরূপ সেখানে গৃহীত না হয়। অসুর নিজ সম্প্রদায়, নিজ জাতির প্রতিষ্ঠার জন্য মরিতে পারে, বিশ্বেশ্বরের জন্য সে মরিতে পারে না। তাই অবিদ্যার সাধনা ঐ মরণ ব্যাপকতম না হওয়ায় তাহ অমৃত হইল না। তাই চাই অবিদ্যাসাধনার সঙ্গে সমগ্র বিদ্যাসাধনার সহভাব।

বিদ্যাসাধনার অবদান হইতেছে সঙ্ঘের প্রাণরূপে বিষ্ণুকে অর্থাৎ ব্যাপকতম আদর্শকে বরণ করা। অবিদ্যা ছিল সঙ্ঘরচনার শক্তি, বিদ্যা সেখানে পূরণ করিল ব্যাপকতম আদর্শ। অসুর যতখানি আদর্শের ব্যাপকতা নিয়াছে, ততখানি অমৃতও সে পান করিয়াছে। অসুর গড়িতে পারে অসুরসঙ্ঘ, দেব পারে দেব-সঙ্ঘ, পুরুষোত্তম পারেন দেবাসুরসহভাবে পুরুষোত্তমসঙ্ঘ, বিশ্বসঙ্ঘ। তাইতো পুরুষোত্তম স্তরের বিদ্যা ও অবিদ্যা সাধনার অবদান পরস্পর "অনন্য"; কিন্তু মনের স্তরের বিদ্যার অবদান ও অবিদ্যার অবদান পরস্পরের কাছেও যেমন "অন্য", পুরুষোত্তমস্তরের বিদ্যা ও অবিদ্যার অবদান হইতেও "অন্য"—মূল মন্ত্রে "অন্যৎ আহুঃ বিদ্যয়া অন্যৎ আহুঃ অবিদ্যয়া" অংশদ্বারা ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ এই পন্থার আদি প্রবর্ত্তক। প্রহ্লাদ অসুর হিরণ্য-কশিপুর অসুরপুত্র। পিতার নিকট হইতে তিনি পাইয়াছেন সঙ্ঘ-গঠনের গূঢ়রহস্য ঐ মরণের তত্ত্ব; মাতৃগর্ভে স্থিতিকালীন দেবর্ষি নারদের বিষ্ণুদীক্ষার ভিতর দিয়া তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন সঙ্ঘের ব্যাপকতম আদর্শ। বাস্তব জীবনে তাইতো নৃসিংহদেবের ভক্তিসাধনায়

তিনি আদর্শ সঙ্ঘরচনাকৌশল প্রবর্ত্তনের আদি সাধক। তিনি বস্তুতন্ত্র (realist) ও ভাববাদী (idealist) যুগপৎ; তাই তিনি মুক্তিকে চাহিতেছেন এই জগতের বুকেই। এই জগতের কৃপণদের পরিত্যাগ করিয়া তিনি ও-পারের নৃসিংহদেবকেও চান না।

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্वবিমুক্তিকামাঃ
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ ভাগবত ৭।৯।৪৪

ভজন যে "unnatural or a mysterious process" নয়, উহা যে মানুষের "intellectual conclusion" গুলিকে "deeper synthesis"এ বহন করিয়া লইয়া চলে, ইহা তাহার গতি দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ভজনের ভিতরকার বিদ্যা-অবিদ্যার "সহভাব" তিনস্তরের—সুষুপ্তির, স্বপ্নের, জাগরণের। সুষুপ্তিস্তর হইতেছে শ্রীরাধার মৃত্যুদশা; এখানে আলো-আঁধার, বিদ্যা-অবিদ্যা, সুখ-দুঃখের অনুপলব্ধি। ইহা 'ন'-এর স্তর; এখানে রাধা নাই, কৃষ্ণ নাই, তাঁহাদের যোগ নাই, ব্রজ নাই, ব্রজের রাসমণ্ডল নাই, দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য কিছু নাই। কিন্তু এই স্তর যদি একান্ত হইত, তবে উহা হইত শূন্যবাদেরই নামান্তর মাত্র। এই স্তরও একান্ত নয়। তাই এই সুষুপ্তির স্তর গড়িয়া উঠে স্বপ্নের স্তরে, যেখানে কখনও আলোর জন্য আঁধার, আঁধারের জন্য আলো, সুখের জন্য দুঃখ, দুঃখের জন্য সুখ; কেহই এখানে স্বয়ংমূল্যে মূল্যবান নয়; দুইয়ের জন্য দুই, দুই-ই পরার্থ, কেহই স্বার্থ নয়। এই স্তরেই শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শনে তমালভ্রম

করেন, তমালদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করেন। ইহা দিব্যোন্মাদের স্তর। পুত্রহারা উন্মাদিনী জননী হাসিয়া আটখানা, আবার পুত্রকে কোলে পাইয়া কাঁদিয়া আকুল। আলো-আঁধারের, সুখ-দুঃখের কঠিন ব্যবধান ভাঙ্গিবার জন্য এই উন্মাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই স্তরেই ক্রমান্বয়ে আত্মায় সর্ব্বভূতদর্শন ও সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয়। এই দুই দর্শন দুই দর্শনের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিয়াই সত্য বাস্তব। কোনও একটী একান্ত হইলেই সেখানে সৃষ্টি হয় "উপাধি"। এই উপাধি যুক্তি-শাস্ত্রের উপ-আধি, মানসিক রোগমাত্র। পুরুষোত্তমজীবনে কিন্তু সমগ্র অভিজ্ঞতার অংশহিসাবে এই উপাধিও নিরুপাধি। সমগ্রতার স্পর্শহীন এই অংশদর্শন নিতান্ত উপাধি। এই স্বপ্নলোকের উন্মাদ-দশার কথাই ভাগবত বলিতেছে—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ভাগবত ১১।২।৪০

"ভজনব্রতী পুরুষ নিজের প্রিয় পুরুষোত্তম ও তাঁহার বিশ্বের নাম-রূপ-লীলার কীর্ত্তন দ্বারা অনুরাগের জন্ম উপলব্ধি করিতে করিতে গলিতচিত্ত হইয়া উন্মাদবৎ কখনও উচ্চ হাস্য করেন, রোদন করেন, চীৎকার করেন, গান করেন; এইভাবে লোকসম্বন্ধে যে কঠিন ধারণা থাকে, তাহা হইতে তিনি বাহিরে চলিয়া যান।" "It liberates us from the prejudices of the understanding; it carries our intellectual conclusion to a deeper synthesis."

স্বপ্নস্তর সুষুপ্তিস্তরকেই তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে ; তখন নিরুপাধির বুকে উপাধির রসতরঙ্গের খেলা উপলব্ধ হয়। সুষুপ্তির "সহভাব" হইতে স্বপ্নের "সহভাব" "deeper synthesis"; কিন্তু স্বপ্নের এই "সহভাব" ঘনতম হয় যখন] জাগরণের বুকে ইহা অবতরণ করে। জাগরণের স্তরে আলো আলো হিসাবেই মূল্যবান, আঁধার আঁধারের মানদণ্ডেই গৌরবান্বিত। এই "সম" নিতান্তই ঘরের ; প্রত্যেক বস্তুই একমেবা-দ্বিতীয়ম্। তুলনা করিতে হইলে প্রতি বস্তুকে তাহার স্ব-রূপের সঙ্গে, অন্তর্নিহিত অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের সঙ্গে, অনন্ত অতীত, অনন্ত বর্ত্তমান ও অনন্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সঙ্গেই তুলনা করিতে হইবে। প্রত্যেকেই অতুলনীয়, প্রত্যেকেই সম, এক। এই বিশ্ব অনন্ত সমের, অনন্ত একের সমন্বয়। পূর্ণিমার একান্ত গৌরব বৃদ্ধির জন্যই অমাবস্যা নয়, অমাবস্যার নিজের বুকেও একটী স্বতন্ত্র কবি-আস্বাদন রহিয়াছে। এই স্তরে সুখ সুখ, দুঃখ দুঃখ, তমাল তমাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ; অথচ তাহারা একই ব্রজের। দুঃখ যোগায় জীবনের রস, সুখ যোগায় ভাব। জীব একান্ত সুখও চায় না, একান্ত দুঃখও চায় না, চায় জীবন। জীবনে সুখও সনাতন সত্য, দুঃখও সনাতন সত্য ; তবে স্বপ্নের স্তরে কখনও সুখের অনুগমন করে দুঃখ, কখনও দুঃখের অনুগমন করে সুখ।

দুইয়ের সহভাবকে অর্থাৎ যৌগপদ্যকে (simultaneity) বুদ্ধির ভাষায় প্রকাশ ও আস্বাদন করিতে হইলে সেই সহভাবই পরিণত হয় ক্রমসমুচ্চয়ে (Succession, "Progressive Revelation")। যদি যৌগপদ্য ক্রমসমুচ্চয়ে পরিণত না হয়, যৌগপদ্য থাকিবে বুদ্ধির নাগালের বাহিরে একান্ত অজ্ঞেয়রূপে, যাহাকে অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছুতেই আনা যাইবে না। পক্ষান্ত

ক্রমসমুচ্চয়ে যদি যৌগপদ্যেরই তরঙ্গরূপ না খেলে, সব ক্রমসমুচ্চয় সিঁড়িতন্ত্রের (ladder system) ভিতর দিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পরের সঙ্ঘর্ষে অকর্ম্মণ্য, ক্লীব, ব্যবহারিক সত্তামাত্র। ক্রমসমুচ্চয় বা ক্রম-অন্বয়ের (succession) অনন্ত ফাঁকে ফাঁকে রহিয়াছে অনন্ত এক সম্-অন্বয় (simultaneity), যেমন ভ্রান্তিময় স্বপ্ন-জাগরণের ফাঁকে ফাঁকে রহিয়াছে সুষুপ্তির ঐক্য ও শান্তি। সুষপ্তিহীন স্বপ্ন ও জাগরণ যেমন মানুষকে শ্রান্তই করিয়া তোলে, তেমনি যোগনিদ্রাহীন, যৌগপদ্যহীন একান্ত ক্রমসমুচ্চয়ও আনে দেহমনপ্রাণের অন্তহীন শ্রান্তি ও ক্লৈব্য। সংসার জোর দিয়াছে ক্রমসমুচ্চয়ের উপর, সন্ন্যাস জোর দিয়াছে ক্রমসমুচ্চয়ের বাহিরে সমভাবের উপর। সংসারী-সন্ন্যাসী পুরুষোত্তম দুইকেই জীবনের সমভাবে সম্-অন্বয় বা সমন্বয়ভাবে, ক্রম-অন্বয় বা ক্রমান্বয়ভাবে স্থান দিবার দুঃসাহস লইয়া বিদ্যাতত্ত্ব (theory of knowledge) প্রচার করিয়াছেন।

শ্রুতি এই উপাধিবিধুর সহজসম্বন্ধময়ী ব্যাপ্তি আত্মা ও সর্ব্বভূতের তিন স্তরের মধ্যে দেখাইবার জন্যই এই উপনিষদের ষষ্ঠ মন্ত্রের প্রথম চরণে "সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব" বলিয়া সর্ব্বভূতকে ঈপ্সিততম বস্তুরূপে দেখাইয়া আত্মাকে করিয়াছেন তাহার আবেষ্টন, অধিকরণ কারক, আধার; আবার দ্বিতীয় চরণে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্" বলিয়া আত্মাকে স্থাপন করিয়াছেন ঈপ্সিততম বস্তুরূপে, সর্ব্বভূত সেখানে আত্মার আবেষ্টন, আধার। শ্রুতিমন্ত্রে দুই-ই দুইয়ের আধার ও আধেয়। মানুষ বুদ্ধির সিঁড়ি ধরিয়া ধরিয়া যখন সমভাবে উপলব্ধির ক্ষেত্রে আসে, তখনই ক্রম-অন্বয়ে একবার "সর্ব্বভূতানি চাত্মনি", আবার তৎপর "সর্ব্বভূতেষু

চাত্মানম্''-এর আস্বাদন। "সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি"—এই অংশ প্রচার করিতেছে আত্মার একত্ব, যাহার ভিতর সর্ব্বভূত আত্মময় হইয়া আছে। "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাম্"—এই অংশে প্রচারিত হইয়াছে সর্ব্বভূতের বহুত্ববাদ, যাহার ভিতর এক আত্মা "ন" রূপে আত্মগোপন করিয়া যেন একান্ত সর্ব্বভূতরূপেই ফুটিয়া উঠিতেছে। দুইকে একান্ত করিয়া দেখিলে দুই-ই দুইয়ের উপাধি।

প্রাণের সুষুপ্তিস্তরেব 'সম' যখন স্বপ্নস্তরে অবতরণ করে, তখন উপাধির মত একটা কিছু দেখা যায় বটে, কিন্তু সুষুপ্তিরই ক্রম-আস্বাদন হইতে পারিতেছে বলিয়া উহাও উপাধিবিধুর আস্বাদন। কিন্তু সুষুপ্তিস্তরের সহভাব আস্বাদন না করিয়া স্বপ্নগম্য ক্রম (succession) আস্বাদন করিতে গেলে স্বপ্নস্তরের একত্ব ও বহুত্ববাদ দুই-ই নিজের কাছে হয় উপাধি ; তখন একত্ব হইতে বহুত্বের অনুমান সম্ভব নয়, বহুত্ব হইতে বহুত্বের অনুমান সম্ভব নয়, বহুত্ব হইতেও একত্বের অনুমান সম্ভব নয়। প্রাণস্তর যোগায় একটী উপাধিবিধুর সহব্যাপ্তি, অনুমানের পথে পরকীয় ভাবে আস্বাদনের সুযোগ। অনুমান প্রত্যক্ষের অন্তর্নিহিত ক্ষণসমূহের মাঝে পরকীয় ভাবের, ব্যবধান-অংশের উপর দাঁড়াইয়া নিজের ব্যাপার সমাধা করিতেছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সমন্বিত প্রমাণ দ্বারাই পুরুষোত্তম প্রমাণিত হইতে পারেন। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—"প্রত্যক্ষাপেক্ষা আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য নয় ; তবে প্রত্যক্ষের সহিত যে যুক্তির সম্বন্ধ আছে, আমরা সেই যুক্তিই বিশ্বাস করি।" ব্যাপ্তি একটি গভীরতম অভিজ্ঞতা, যাহা একান্ত স্বপ্নস্তর বা অনুমানস্তরের বাহির।

এখন উপাধি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। "অব্যাপ্তসাধনঃ সাধ্যসমব্যাপ্তিঃ উপাধিঃ"—সাধ্যের সঙ্গে সমব্যাপ্ত অথচ সাধনে অব্যাপ্ত যাহা, তাহাই উপাধি। ন্যায়শাস্ত্রে অগ্নি ও ধূমের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে, আমরাও তাহারই অনুসরণ করিব। অগ্নি হইতেছে ধূমকে প্রতিপন্ন করিবার সাধন, ধূম অগ্নির সাধ্য। কাঁচা কাঠ ধূমে সমব্যাপ্ত, অথচ অগ্নিতে ব্যাপ্ত নয় বলিয়া কাঁচা কাঠ বা কাঁচা কাঠের রস অগ্নির উপাধি (condition)। কাঁচা কাঠ না থাকিলেও উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি উপলব্ধ হয় ; অতএব কাঁচা কাঠ অগ্নিকে ব্যাপিয়া নাই ; অথচ অগ্নির ধূম উৎপন্ন করিতে হইলে চাই-ই কাঁচাকাঠরূপ একটি উপাধি। লৌহগোলকের অগ্নি নিরুপাধি (unconditional), কেননা এখানে কাঁচাকাঠরূপ উপাধি-সংযোগ ঐ অগ্নির নাই। তাই কাঁচাকাঠ অব্যাপ্তসাধন, অথচ কাঁচাকাঠ সাধ্য ধূমের সমব্যাপ্ত। যেখানেই ধূম দেখিবে, সেখানেই অনুমান করা যায় যে নিশ্চয়ই সেখানে অগ্নির ইন্ধন কাঁচাকাঠ, আছে ; কিন্তু যেখানেই কাঁচাকাঠযুক্ত অগ্নি আছে, সেখানে ধূমের অনুমান নিশ্চয়ই করা যাইতে পারে। অগ্নি একান্তভাবে ধূমনিরপেক্ষ ও কাঁচাকাঠনিরপেক্ষ হইয়াই নিরুপাধি। পক্ষান্তরে ধূম কখনও অগ্নিনিরপেক্ষ নয় ; ধূমকে প্রকাশিত হইতে হইলে অগ্নির অপেক্ষা করিতেই হইবে, কাঁচা কাঠের অপেক্ষা করিতেই হইবে। ধূম অগ্নিসাপেক্ষ, অগ্নি ধূম-নিরপেক্ষ। উপাধিসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে অগ্নির ধূম ও কাঁচাকাঠ-নিরপেক্ষতা, ধূমের অগ্নিসাপেক্ষতা, এবং কাঁচাকাঠস্থ অগ্নি ও ধূমের পরস্পরসাপেক্ষতা। অগ্নির এই অশোভন কৌলীন্যের জন্যই অগ্নি-ধূমের সমব্যাপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। বিজ্ঞান অগ্নির একতরফা

কৌলীন্য ও ধূমের অকৌলীন্য মুছিয়া ফেলিয়া দুইয়ের মাঝে ব্যাপ্তি স্থাপন করিবার দুঃসাহস রাখে।

উপরে আলোচিত অগ্নিধূমের দৃষ্টান্তের মধ্যে বহু প্রশ্নের অবকাশ রহিয়াছে। রাসায়নিক দৃষ্টিতে অগ্নিবস্তুটী কি? অগ্নির ইন্ধন বলিতে রসায়নশাস্ত্র কি বোঝে? অগ্নি কি একান্ত এক না ইন্ধনভেদে বহু? অথবা দুই-ই যুগপৎ? কাঁচা কাঠের অপেক্ষা অগ্নির না থাকিতে পারে, কিন্তু কোনও ইন্ধনের অপেক্ষা না করিয়াই কি সে প্রকাশিত হইতে পারে? একান্ত একের সহিত একান্ত বহুর যোগ কি করিয়া সম্ভব, কেননা দুই-ই পরস্পর বিরুদ্ধ? অগ্নি কি ইন্ধনসৃষ্ট নয়? অগ্নি কি ভিন্ন ভিন্ন ইন্ধনে রূপ-গুণ-ক্রিয়া-ফল-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নয়? ধূমের উৎপত্তির কারণ কি? ধূমেব সঙ্গে অগ্নির সম্বন্ধ কি? অগ্নি কোন্ কোন্ অবস্থায় ধূমহীন হয়? ধূমহীন স্তর ও ধূমযুক্ত স্তরের কোনও যোগসূত্র নাই কি? না উহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন? উপাধিবিচার নিহিত রহিয়াছে কি কাঠের "কাঁচা" হওয়া, না "অপর-কিছু"র মধ্যে? সেই "অপর-কিছু"র সঙ্গে কাঁচাকাঠের কি সম্বন্ধ রহিয়াছে? সেই "অপর-কিছু" কি কাঠের একান্ত বাহির, অন্য? কাঁচাকাঠ কি ধূমসৃষ্টি না করিয়াই পারে না? এমন কি বৈজ্ঞানিক কোনও প্রক্রিয়াই নাই যাহাদ্বারা কাঁচাকাঠও নির্ধূম অগ্নির স্রষ্টা হইতে পারে? সেই বৈজ্ঞানিক কৌশলটী কি, যাহার সাহায্যে কাঁচা-কাঠ উপাধি না হইয়াও পারে? উপাধি কি একান্ত ভাবেই নিরসন-যোগ্য না স্তরের পর স্তর উহাও অনাদি অনন্ত? অগ্নি, অগ্নির ইন্ধন ও অগ্নির ধূমের সম্বন্ধ কিরূপ? তিনেরই উপযোগিতা কোথাও আছে কি না, থাকিলেই বা সেই সমগ্র বস্তুটি কি?

একটী শ্রুতিমন্ত্রের উদ্ধার করিয়া আমরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে প্রয়াসী হইব।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপ রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥

কঠোপনিষদ

"ভুবনে প্রবিষ্ট ঘুমন্ত এক অগ্নি যেমন প্রতি ইন্ধনরূপে তত্তৎ-রূপানুযায়ী সৃষ্ট হইয়া বহু প্রতিরূপ হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ এক আত্মাও প্রতি দেহরূপে সৃষ্ট হইয়া তত্তদ্দেহানুযায়ী বহুরূপ হয়, অথচ বাহিরেও আছে, কোনও একটী প্রতিরূপ বা সমষ্টি প্রতিরূপে আটকাইয়া যায় না।" অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট থাকিলেও, সুপ্ত থাকিলেও ইন্ধনেব ভিতর সৃষ্ট হয়; অথচ সে ভুবনে প্রবিষ্ট। অগ্নির এই সৃষ্টি একটী রাসায়নিক প্রক্রিয়ার (chemical reaction) ফলমাত্র। প্রতি রূপে প্রতিরূপ হইয়াও ভুবনে প্রবিষ্ট থাকিবার যোগ্যতা অগ্নির স্বতঃসিদ্ধ। ইলেকট্রিক বাল্‌বের (bulb) ভিতরে অগ্নি নাই, উহা শুধু উত্তপ্ত হইয়া আলোক প্রদান করে মাত্র। অগ্নির' প্রকাশ হইতে হইলে চাই ,কাঠ, কয়লা প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের সঙ্গে দাহসহায়ক বায়ুমণ্ডলের যুক্ত হওয়া, এবং এই যোগে স্ফুরিত হয় একটী রাসায়নিক প্রক্রিয়া. যাহার নাম "দহন" (combustion)। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসই ছিল যে, বায়ুমণ্ডলস্থিত অক্সিজেনের অস্তিত্বকে অবলম্বন করিয়াই এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হয়, এবং ইহাকে বলা হয় oxidation। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে, ক্লোরিণ (chlorine) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হইলেও দাহ্যবস্তুর অন্তরে

দহনপ্রক্রিয়া (combustion) আরম্ভ হইতে পারে। মোটের উপর ইহা বলা চলে যে, দাহসহায়ক বায়ুমণ্ডলের সহযোগেই দাহ্য বস্তুতে দহনের সৃষ্টি হয়। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সব সময়েই উত্তাপের সৃষ্টি হয়, কখনও কখনও মাত্র আলোকের উৎপত্তি হয়। অগ্নি শিখাহীন ও আলোকবিহীন হয়, যখন লৌহ অক্সিজেনের ভিতর দগ্ধ হয়; তখন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় বটে, কিন্তু শিখা নির্গত হয় না। সব ঘন (solid) বস্তুসম্বন্ধেই এই কথা বলা চলে। অগ্নিশিখা উৎপত্তির জন্য দাহ্যবস্তু হইতে বাষ্প বা গ্যাসের (vapour or gas) নির্গমণ হওয়া চাই-ই। যেখানে বাষ্প বা গ্যাসের সৃষ্টি হয়, সেখানেই ধূমের সম্ভাবনা আছে।

অগ্নিশিখার মধ্যে ধূমের সৃষ্ট হইবার জন্য কতগুলি কারণ আছে; তাহাদের মধ্যে একটি হইতেছে অদগ্ধ নিরেট কণাসমুহ (solid particles)। অক্সিজেন যদি প্রভূত পরিমাণে দাহ্যবস্তুর সহিত যুক্ত হয়, অথবা বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যদি দাহ্য বাষ্প বা গ্যাস সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকে, তবে এই ধূম নির্গত হয় না। ধূমসৃষ্টির পথ রুদ্ধ করিবার জন্য অর্থাৎ oxidationকে সম্পূর্ণ করিয়া কার্ব্বণকণাসমুহকে দগ্ধ করিবার জন্য Blochmann প্রমাণ করিয়াছেন যে, কয়লার গ্যাস (coal gas) যদি জ্বলিবার পূর্ব্বে প্রথমেই অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড্ (carbon dioxide), এমন কি ষ্টীম-এর সঙ্গে মিশ্রণ করিয়া (dilute) দেওয়া হয়, সেই অগ্নিশিখা সম্পূর্ণভাবে আলোকহীন (non-luminous) হয়; অর্থাৎ সেখানে কোন কার্ব্বণ-কণার অস্তিত্ব থাকে না, জ্বলিয়া যায়। কয়লার গ্যাসকে পোড়াইবার জন্য উত্তাপের যে উষ্ণতার

(temperature) দরকার হয়, তাহা হইতে উচ্চতর উষ্ণতার প্রয়োজন হয় এই সংমিশ্রিত কয়লার গ্যাস পোড়াইবার জন্য। ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে, কার্ব্বণকণাসমূহ আর পৃথক হইয়া বাহিরে ছিটকাইয়া যাইতে না পারিয়া পুড়িয়া যায়, যাহার জন্যই অগ্নি আলোকহীন (non-luminous) হয়।"The result of dilution and cooling is that the gases reach the outer zone, where air is in excess, and are completely burnt up before they attain the temperature at which dense hydro-carbons are formed and carbon particles separate out." (১)

উষ্ণতার যে স্তরে হাইড্রো-কার্ব্বণ উৎপন্ন হয়, এবং কার্ব্বণকণাসমূহ ছিটকাইয়া পড়ে, সেই স্তরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যদি অক্সিজেন, কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড, ষ্টীম প্রভৃতির সঙ্গে দাহ্য মোমবাতির বাষ্প ও কয়লার গ্যাসের সংমিশ্রণ হয়, অথবা অধিকপরিমাণে বায়ুর অনুপ্রবেশ দ্বারা দাহ্যবস্তুকে শীতল করিয়া দেওয়া হয় (cooling), তবে তাহারা ঐ উষ্ণতায় (temperature) পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, যাহার ফলে শিখা আলোক-বিহীন হয়, ধূমের উৎপত্তি নিরুদ্ধ হয়। অক্সিজেন প্রভৃতির যে 'সাহায্য' ছাড়া বাষ্প বা গ্যাস জ্বলিতে পারে না, সেই 'সাহায্য' যদি সে যাত্রার প্রারম্ভেই বরণ করিয়া লয়, অক্সিজেন প্রভৃতিকে একান্ত সহায়কহিসাবেই (supporter) না রাখিয়া যদি পরস্পর পরস্পরের কাছে দাহ্য বা দাহক বনিয়া যায়,

(১) "Inorganic Chemistry"—L. Mitra. p. 419.

দুই-ই দুইয়ের দাহ্য (combustible substance) ও দাহসহায়ক (supporter of combustion) হইতে পারে, দুই-ই যদি এক অখণ্ড সমগ্র সত্তার দ্বিধা বিকাশরূপে মিলিত হইতে পারে, তবেই ধূমোৎপত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে।

Teclu Burnerএ এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষিত হইয়াছে। "In this type of burners, a very hot flame is produced by the uniform mixture of coal-gas and air before combustion. Coal-gas passing up the burner tube sucks in air through the circular gap, extending right round at the base, and forms a uniform mixture with it, so that the combustion is almost complete during ignition." (১) ধূমোৎপত্তির মূল রহিয়াছে ঐ দাহ্যবস্তু ও তাহার সহায়ক আবেষ্টনের সঙ্গে গলিয়া গিয়া পারস্পরিক দহন (reciprocal combustion) সৃষ্টি করিতে না পারার মধ্যে। oxygen ও hydrogen, coal-gas ও air, hydrogen ও chlorine দুই-ই ক্ষেত্রভেদে দুইয়ের দাহ্য ও দাহের সহায়ক হইতে পারে। "From the chemical point of view, therefore, it is a matter of indifference whether hydrogen burns in oxygen or oxygen burns in hydrogen; coal-gas burns in air, or air burns in coal-gas. If the surrounding atmosphere be coal-gas, then the flame must be

(১) Inorganic Chemistry—L. Mitra p. 419

fed with air. In short, it is the condition of experiment that determines which of the two reacting substances will act as combustible or a supporter of combustion. (১) সহায়ক আবেষ্টনের সঙ্গে দাহ্যবস্তুর অন্তরঙ্গ যোগ স্থাপিত না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধূমোৎপত্তি হইবেই। এই পৌর্ব্বাপর্য্য ডিঙ্গাইয়া যখন সমগ্রের মাঝে দাহ্য ও দাহসহায়ক "এক", তখনই ধূমের উৎপত্তিনিরোধ।

অগ্নি এক হিসাবে দাহ্য ও দাহসহায়ক বস্তুদ্বয়ের রাসায়নিক সংযোগসৃষ্ট বহু, অপর হিসাবে ইহা "ভুবনপ্রবিষ্ট" বলিয়া প্রতি দাহ্য ও দাহসহায়ক বস্তুর অতীত, এক। এই "এক" হইতেছে একটী সমগ্র বস্তু, যেখানে দুই-ই দুইয়ের স্বতন্ত্র দাহ্যত্ব ও দাহ-সহায়কত্ব বজায় রাখিয়াও যুক্ত হইতে পারিতেছে। এই "এক" সংখ্যার "এক" নয়; বুদ্ধির রাজ্যের একান্ত "এক" নয়। এই "এক" একটী জীবন্ত এক। অগ্নি ইন্ধনের বুকে না জ্বলিয়া ঘুমন্ত এক; ইন্ধনকে জ্বালাইয়া, বহুরূপে সৃষ্ট হইয়া অগ্নি জাগরণে বহু এক। ইন্ধন বলিতে দাহ্য ইন্ধন ও তাহার দাহসহায়কসমূহও বুঝিতে হইবে। ইন্ধন ও তাহার সহায়ককে না পোড়াইয়া সে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, সে ইন্ধন ঘন (solid) হউক বা গ্যাসই হউক। অগ্নি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ইন্ধন ও তৎসহায়ক অক্সিজেন, বায়ু এই দুই ভিত্তির উপর। ইন্ধন ও তৎসহায়ক অক্সিজেন ও বায়ুনিরপেক্ষ কোনও সত্তা অগ্নির নাই। দাহ্য বা দাহসহায়ক কেহই একান্তভাবে অগ্নি সৃষ্টি করিতে সক্ষম নয়;

(১) Ibid...p.411-412

চাই দুইয়ের পারস্পরিক সহযোগ। রসায়নশাস্ত্র পারস্পরিক (reciprocal) সম্বন্ধযুক্ত দাহ্য ও দাহসহায়ক দুইকেই ইন্ধন পদবাচ্য করিয়াছে।

পারস্পরিকসম্বন্ধহীন একান্ত দাহ্য ও দাহসহায়ক বস্তুদ্বয়ের একান্ত ফাঁকের ভিতর দিয়াই ভিজা কাঠ ধূমের সৃষ্টি করে। এই দুই যখন দুই থাকিয়াও সমগ্রের মাঝে এক, তখনই উপাধিবিধুর সহজসম্বন্ধ দাহ্য ও দাহসহায়ক বস্তুদ্বয়ের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার অগ্নিই অধূমক অগ্নি। ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধের গোড়ায় রহিয়াছে দাহ্য ও দাহসহায়কের মাঝে পরস্পরের প্রতি "অন্য"-বুদ্ধি। এই অন্যবুদ্ধিই উপাধির জনক। তখনই ভিজা কাঠের "ভিজা হওয়াটা" উপাধির কারণ হয়। কাঠ ভিজা থাকিয়াও ধূম সৃষ্টি করে না, যদি সে উপযুক্ত দাহসহায়ক বস্তুর সঙ্গে ছন্দ বজায় রাখিয়া যুক্ত হইতে পারে। যতদিন পর্য্যন্ত বাস্তব বিরাটের ক্ষেত্রে একে দুই এবং দুইয়ে একের সমন্বয়ে এই "অন্য"বুদ্ধির বিলোপ না হইতেছে, ততদিন ধূম কোনও না কোনরূপে থাকিবেই। স্তরে স্তরে যতই এই ভেদবুদ্ধি বিদূরিত হইতেছে, ততই উপাধিও কাটিয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃতি এমনই একটী 'অদ্ভুত' বস্তু যে, কোনও দিনই এই ভেদবুদ্ধি একান্তভাবে ঘুচিয়া যাইবে না। একবার উপাধির নিরোধ, আবার নূতন উপাধির সৃষ্টি—এই ভাবেই অনন্তকাল চলিবে; কেননা অনির্ব্বচনীয়া প্রকৃতি শুধু অনাদিই নহেন, অনন্তও বটেন। প্রকৃতির যুদ্ধঘোষণা হইতেছে—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে সো মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥" শ্রীশ্রীচণ্ডী

একান্ত "একের" মাঝে একান্ত "দুই" দেখা ও তাহার মধ্যে যে উপাধি সৃষ্ট হইতেছে, একান্ত "দুই"য়ের বুকে একান্ত "এক" দেখা ও তাহার মধ্যে যে উপাধি সৃষ্ট হইতেছে, এই দুই রকম দেখা ও দুইরকম উপাধির সৃষ্টি করিয়া যে সংগ্রাম আমি দ্বন্দ্ববিদ্ধা বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তন করিয়াছি, সেই সংগ্রামে এক-বহুর সমন্বয়বিধানের দ্বারা যে আমাকে জয় করিয়াছে, একান্ত দাহ্য হইয়া থাকা বা একান্ত দাহসহায়ক হইয়া থাকার ও তাহাদের মিথ্যাসংযোগিনী অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তির দর্প যে চূর্ণ করিয়াছে, যে আমার প্রতিবল, সে-ই আমার ভর্ত্তা হইবার যোগ্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে।"

এই উপাধিনিরোধ ও নব নব উপাধিসৃষ্টির সমন্বয়েই জীবন্ত যোগমায়া প্রকৃতি অনাদি অনন্তে লীলারতা। দাহ্য ও দাহসহায়ক পরস্পরকে হজম করিতে না পারিলেই উপাধি সৃষ্টি ; হজম করিতে পারিলেই উপাধিবিধুরতা। কাঠের কাঁচা থাকা বা শুষ্ক থাকার মধ্যে উপাধিবিচার নিহিত নয়। দাহ্য কাঁচা কাঠ যখন তাহার সহায়ককে "অপর-কিছু" মনে করিয়া "অন্য"বুদ্ধিতে যুক্ত হইল, যখন দুই-ই এক সমগ্রের বিভিন্ন দিক বলিয়া না বুঝিল, তখনই উপাধির সৃষ্টি হইল। সহায়ক অক্সিজেন বা বায়ুমণ্ডলের প্রতি কাঁচাকাঠের এই "অপর-কিছু"র মনোবৃত্তিই হইতেছে তাহার উপাধিরূপে পরিণত হইবার মূল-রহস্য। যে অক্সিজেন বা বায়ুমণ্ডলকে কাঁচাকাঠ একান্ত বাহিরের "অপর-কিছু" মনে করিয়াছে, তাহা কাঁচা কাঠের একান্ত বাহিরেও নয়, একান্ত অন্তরেও নয়। কাঁচা কাঠ ও তাহার সহায়ক ঐ অক্সিজেন ও বায়ুমণ্ডলের যুগপৎ সমন্বয়ই হইতেছে ঐ "সমগ্রে"র স্তর এই বিশ্ব। এই সমগ্রের স্তরে দাঁড়াইলেই তবে

সমগ্রচুম্বিত দাহ্য ও সমগ্রচুম্বিত দাহসহায়ক দুই-ই দুইয়ের অন্যোন্যমৈথুনে নিরুপাধি অগ্নির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। তখন কাঁচা কাঠ কাঁচা কাঠ থাকিয়াও আর উপাধি নয়।

অগ্নি যেমন ইন্ধনভেদে ভিন্ন ভিন্ন, ধূমও অগ্নিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। কুল কাঠের ধূম ও কয়লার ধূম বৈদ্যকশাস্ত্রের দৃষ্টিতে রূপগুণক্রিয়া-ফলভেদে সম্পূর্ণ পৃথক্ পৃথক্। ধূমেরও উপযোগিতা জীবনে রহিয়াছে। ধূম উপাধিসম্ভূত বলিয়া একান্তই জীবনবিরোধী নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ধূমেরও বিশেষ উপযোগিতা প্রত্যক্ষ। দাহ্য বস্তুর যেমন একটী বিজ্ঞান রহিয়াছে, অগ্নিরও বিজ্ঞান রহিয়াছে, তেমনি ধূমেরও বিজ্ঞান আছে। বিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রত্যেকের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের মান দান করিয়া একটী অখণ্ড বিজ্ঞান রচনা করিবার জন্য চাই উহাদের মধ্যের সবগুলিকে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় গুছাইয়া লওয়া। তখনই বিশেষ জাতীয় ইন্ধনের ধূম হইতে বিশেষ জাতীয় অগ্নির অনুমান সম্ভবপর, বিশেষ জাতীয় অগ্নি হইতেও বিশেষ জাতীয় ধূমের অনুমান সম্ভব হয়, এক বিশেষ জাতীয় ধূম হইতে অপর বিশেষ জাতীয় অগ্নির অনুমান সম্ভব হয়, এক বিশেষজাতীয় অগ্নি হইতে অপর বিশেষ জাতীয় ধূমের অনুমান সম্ভব হয়। ইহা সম্ভব হয় সবিশেষ-নির্ব্বিশেষসমন্বিত সমগ্র শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণেই। এই সমগ্রের স্তর হইতেছে দাহ্যেরও "অধিক-কিছু" (something extra), দাহসহায়কবস্তুসমূহেরও "অধিক-কিছু", দাহ্য-দাহসহায়কের যোগফল অগ্নি হইতেও "অধিক কিছু", উপাধি হইতেও "অধিক-কিছু"। এই "অধিক-কিছুই" অখণ্ড বিশ্ব-প্রাণধারা যাহার বিকাশ সব দাহ্য বস্তু, সব দাহসহায়ক এবং

দাহ্যসহায়কদের যোগসূত্র, যোগফল অগ্নি ও উপাধি। ঐ অগ্নি ও উপাধির মধ্যে অনুমানমূলক যত রকমের—অন্বয় বা ব্যতিরেকের সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে, সবগুলি বাস্তব হইতে পারে এই বিশ্বপ্রাণধারার অখণ্ডত্ব উপলব্ধির ভিতর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমন্বয় দ্বারা, যাহার ফলে উহাদের মধ্যে এক সুনিপুণ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারে, এক উপাধিবিধুর নির্ম্মল রসায়নশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে।

শ্রুতি এই উপাধিবিধুর আত্মা-সর্ব্বভূত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য অগ্নির দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রের পূর্ব্বচরণে একবার "সর্ব্বভূতানি আত্মন্যেব" বলিয়া পরবর্ত্তী চরণে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্" প্রয়োগ করিয়াছেন। "সর্ব্বভূতানি আত্মন্যেব"-চরণস্থ সর্ব্বভূতই রাসায়নিক দৃষ্টিতে এখানে "দাহ্য", এবং আত্মা হইতেছে তাহার দাহসহায়ক; "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্" অংশে প্রকাশিত হইয়াছে আত্মার দাহ্যত্ব ও সর্ব্বভূতের দাহসহায়কত্ব। দুই-ই অন্যোন্যভাবে দাহ্য ও দাহসহায়ক; পুরুষোত্তম অগ্নি হইতেছেন এই আত্মা-সর্ব্বভূতের রসায়নযোগের ফলমাত্র। পুরুষোত্তমজীবনের এই রসায়নবিদ্যাই (Bio-chemistry) ভাগবত প্রচার করিয়াছে। পরকীয়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আত্মা ও সর্ব্বভূতের অন্যোন্যমৈথুনের ফলেই সৃষ্ট হইয়াছেন পুরুষোত্তম অগ্নিবস্তু। এই তত্ত্বসম্বন্ধেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেছেন—"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।" পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ অক্ষর আত্মারও উত্তম, ক্ষর সর্ব্বভূতেরও অতীত। আত্মার তমঃ (static character) হইতেও যিনি উৎ ঊর্দ্ধে,

তিনিই উত্তম পুরুষোত্তম। দাহক সর্ব্বভূতের সহযোগে অক্ষর আত্মার গলিবার যোগ্যতা স্ফুরিত হইলেই সেই আত্মা হন্ পুরুষোত্তম। আত্মা যদি সর্ব্বভূতকে বাহ্য "অপর-কিছু" মনে করিয়া, বাহিরে রাখিয়াই নিজে নিজের দাহ্য হইতে চায়, জ্ঞান-অগ্নির প্রকাশ করিতে চায়, ভিজা কাঠের মত আত্মা ভিজিয়া গিয়া উপাধির সৃষ্টি করিবেই। পক্ষান্তরে সর্ব্বভূতও যদি আত্মাকে বাহিরে "অপর-কিছু" মনে করিয়া দূরে সরিয়া নিজেই দাহ্য হইতে চায়, অগ্নির প্রকাশ করিতে চায়, সর্ব্বভূত ভিজা কাঠের মত উপাধিসৃষ্টি করিবেই। তখন আত্মাও সর্ব্বভূতের উপাধি, সর্ব্বভূতও আত্মার উপাধি। আত্মা ও সর্ব্বভূত যখন সমগ্রেরই দুইরূপ, তখনই নিরুপাধি আত্মা-সর্ব্বভূতের সমন্বয়ে পুরুষোত্তমসৃষ্টি।

এই পুরুষোত্তম সৃষ্ট হইয়াও সৃষ্টির বাহির (বহিশ্চ)। পুরুষোত্তমের মাঝে স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্ট "ত্রিভঙ্গ"। যিনি তিনকে ভাঙ্গিয়া অথচ তিনের স্বয়ংমূল্য যথাযথ ভাবে বজায় রাখিয়াও এক, তিনিই ত্রিভঙ্গ। এক একান্ত আত্মাও পুরুষোত্তম অগ্নি নন, একান্ত সর্ব্বভূতও পুরুষোত্তম অগ্নি নন। পুরুষোত্তম অগ্নি রহিয়াছেন আত্মা ও সর্ব্বভূতের মধ্যে সুপ্ত; আত্মা ও সর্ব্বভূত দুই-ই যখন অন্যোন্য-মৈথুনযোগে যুক্ত, তখনই জাগরণের ক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ। কখনও বা সেই পুরুষোত্তম অগ্নি আত্মাকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠে, তখনই আদর্শবাদ (Idealism) ও অদ্বৈতবাদ (Monism) আত্মপ্রকাশ করে; কখনও বা সর্ব্বভূতকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তখনই ফুটিয়া উঠে বাস্তববাদ (Realism) ও বহুত্ববাদ (Pluralism)। পুরুষোত্তম এক ও বহুর সমন্বয়মূর্ত্তি। বর্ত্তমান বিজ্ঞান matter ও energy-এরও একান্ত পার্থক্য মুছিয়া ফেলিয়াছে। Energy

matter হয়, matter energy হয়। দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয়—যখন পুরুষোত্তম আত্মাকে আশ্রয় করিয়া ও সর্ব্বভূতকে হজম করিয়া প্রকাশিত, তখনই তিনি আত্মস্বরূপে দ্রষ্টা (subject), তখন তিনিই রাসায়নিক ভাষায় "combustible substance"। এইভাবে যে সর্ব্বভূত দ্রষ্টার বুক চিরিয়া দৃকশক্তিকে ফুটাইয়া তুলিল, সে-ই দার্শনিক ভাষায় দৃশ্য (object), এবং ইহাই রাসায়নিক ভাষায় "supporter of combustion"। পক্ষান্তরে তেমনি পুরুষোত্তম যখন সর্ব্বভূতকে আশ্রয় করিয়া ও আত্মাকে হজম করিয়া প্রকাশিত, তখনও তিনি সর্ব্বভূতস্বরূপে দ্রষ্টা এবং যে আত্মা দ্রষ্টা-সর্ব্বভূতের বুক চিরিয়া দৃশ্যশক্তিকে দিব্য ভাগবতরূপে ফুটাইয়া তুলিল, সেই আত্মাই দার্শনিক ভাষায় দৃশ্য। এইভাবে আত্মা-সর্ব্বভূত দুই-ই ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পরস্পরের দ্রষ্টা ও দৃশ্য। দ্রষ্টা দৃশ্যের "স্ব", দৃশ্য ও দ্রষ্টার "স্ব"; আবার দুই দুইয়ের 'পর'ও বটে। দুই দুইয়ের "স্ব" বলিয়া দুইয়ের সমন্বিত যিনি, তিনিই স্বপ্রকাশ-পদবাচ্য। এই দ্রষ্টা-দৃশ্য ক্রমসমুচ্চয়ের স্তরে দুই-ই দুইকে ডিঙ্গাইয়া অগ্রে থাকিবার জন্য অনন্তকাল উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেম দ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মধুরামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥

আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে ।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥
মন্মাধুর্য্য রাধার দোঁহে হোড় করি ।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

আত্মা (দ্রষ্টা, Subject. combustible) ও সর্ব্বভূত (দৃশ্য, Object, supporter of combustion) কেহই কাহারও কাছে একান্ত হারিয়া যাইতেছে না ; দুই-ই দুইয়ের কাছে ধরা পড়িয়াও অধর । যতই সর্ব্বভূতের ক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে, ততই সর্ব্বভূতের "মাধুর্য্যের আগে" দ্রষ্টার মাধুর্য্য "নব নব রূপে ভাসে" । যদিও সর্ব্বভূত আত্মার অগ্নিতে পুড়িয়া "স্বচ্ছ", তথাপি অনন্তের স্তরে সর্ব্বভূতের সেই "স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ।" দাহ্য আত্মা ও দাহসহায়ক সর্ব্বভূত কিংবা দাহ্য সর্ব্বভূত ও দাহসহায়ক আত্মা "একই স্বরূপ", শুধু পুরুষোত্তম-অগ্নি প্রকাশের জন্য লীলাক্ষেত্রে "লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ।"

এই "একই স্বরূপে"র বারতা পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্যাও দিতেছে—"Classical Physics makes an artificial cut between one part of the objective world, which it calls external Reality, and which is completely independent of the "subjects" who observed it ; and another part of the external world viz. the instrument of measurement and the sense-organs

which are supposed to serve the "subjects" in the process of becoming acquinted with and studying quantitatively the external Reality but without ever influencing and modifying this. Quantum Physics, on the otherhand, shows that such a cut is artificial, and demonstrates that a description of Physical Reality which is wholly independent of the means by which we observe it is, strictly, an impossibility. Thus the new microscopic Physics can at least claim to effect a connection (and we shall see that even then its predictions are of a merely statistical nature) between one set of facts experimentally discovered and another, later, set of facts, in which discovery introduces unknown modifications. Hence the degree of causal determinateness, the existence of which in the objective world can be demonstrated by scientific research, is proportionately diminished.

"Following out his arguments, then, Bhor, has remarked that the kind of disturbance introduced by observations into the phenomenon to be observed in microscopic Physics has a certain similarity in the difficulty met with in Psychology, when it

is desired to make an objective study of psychological phenomenon by introspection. For the great difficulty which the psychologist has to overcome, when practising introspections, a difficulty which prevents the results of his investigations from ranking as a exact service, consists in the impossibility of concentrating his attention on a mental process without by that very act modifying, or even completely arresting the process itself. To take an instance belonging rather to the sphere of Physiological Psychology, if we try to observe introspectively the Psychological phases accompanying the transition from being awake to sleep, the result is generally disappointing : nothing at all is observed, because, the observer does not succeed in falling asleep ; and the attention which it was desired to concentrate on the gradual process of falling asleep has prevented this phenomenon occurring." Matter and Light—Broglie p. 253-54.

একই সমগ্র জীবনের মধ্যে দ্রষ্টা আত্মা (subject) ও দৃশ্য সর্ব্বভূতকে (object) আশ্রয় করিয়া অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দুই শ্রেণীর ঘটনার উদ্ভব হয়। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে কোনও পাকাপাকি কার্য্যকারণবিধিনির্ব্বন্ধ (causal determinateness) স্থাপন করিবার

যো নাই। ঘটনাসমূহ সব "ক্ষণিক", বিশ্ব ক্ষণিকের মেলা; তাই সমগ্র জীবন হইতে রওয়ানা হইলেই হয় আত্মা ও সর্ব্বভূত জীবন্ত; অন্যথা তাহারা "abstract idealisation" মাত্র। বিশ্বঘটনাকে ক্ষণহিসাবেই প্রাণসাধক আস্বাদন করে: তাহার স্মৃতি (memory) ও প্রত্যভিজ্ঞান (recognition) বলিয়া জীবনের বাহিরে অন্য কিছু নাই। নৃত্যকলাসিদ্ধ নর্ত্তকী যেমন হিসাব করিয়া অঙ্গভঙ্গি করে না, উহা যেমন তাহার সহজ, অথচ সূক্ষ্মতম হিসাবের সঙ্গে তাহার কোনও বিরোধ থাকে না, তেমনি প্রাণসিদ্ধ পুরুষেরও হিসাব করিয়া "মনে" করিতে হয় না, বুদ্ধির কসরত করিয়া "প্রত্যভিজ্ঞা" লাভ করিতে হয় না, সহজ ভাবেই জীবনের স্পর্শে "স্মৃতি" সিদ্ধ হয়, "প্রত্যভিজ্ঞান" স্ফুরিত হয়। যাহা-কিছু জীবনের ব্যবহার চালাইবার পক্ষে প্রয়োজন—ব্যবহারিক জগতের সব কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা (causality) প্রভৃতি—তাহার জীবনে সহজ বনিয়া যায়।

ক্ষণিক বর্ত্তমানের আস্বাদন ছাড়া বুদ্ধির ক্ষেত্রে আর কিছুই সম্ভব নয়; এই ক্ষণিক আস্বাদনকে সম্ভব করিতেছে সর্ব্বক্ষণিকের অতীত ও সর্ব্বক্ষণসমন্বিত প্রাণস্তর। ক্ষণিকের বহুত্ব ও বহু ক্ষণিকের একত্ব প্রাণে যুগপৎ। আস্বাদন হয় বর্ত্তমান ক্ষণকে অবলম্বন করিয়াই; উহাই জীবনের-রাসোৎসব। ক্ষণ অর্থ উৎসবও। বৌদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদকে পুরুষোত্তম রাসলীলার আস্বাদনরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণজীবন বিশ্লেষণকরতঃ তাঁহার জীবনের ক্ষণিক ঘটনাসমূহকে দেখিলে এই বিশ্বের সব ঘটনাবলীরই পারমার্থিক বাস্তবিকতা উপলব্ধ হইবে। শ্রীনিত্যগোপাল বর্ত্তমান বিশ্বজীবনের বুকে সমন্বয়ের এই ব্যাপকতম রূপই প্রচার করিয়াছেন। আত্মা ও

সর্ব্বভূতের ব্যাপকতম দো-তরফা সমব্যাপ্তি কৃষ্ণজীবনে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে বলিয়াই শ্রুতিপ্রচারিত "সর্ব্বাণি ভূতানি চ আত্মনি" এবং "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্" মন্ত্রাংশদ্বয়কে একার্থবাচক গণ্য করিয়া ব্যাখ্যাদানও সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রুতিমন্ত্রের মূর্ত্তিমান উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ; তিনিই মহর্ষি গৌতমলিখিত ন্যায়শাস্ত্রোক্ত পঞ্চাবয়ব যুক্তির উদাহরণরূপ "অবয়ব"। তাঁহার সচ্চিদানন্দ অবয়বেই যুক্তির সব অবয়ব সার্থক হইয়াছে।

ভজনের (Intuition) গূঢ় উদ্দেশ্য সমগ্রের দৃষ্টিকোণ হইতে সাধককে প্রত্যক্ষের বুক চিরিয়া সাধনপথে রওয়ানা করানো। ভজনের মধ্যে আত্মা এক হইয়াও সর্ব্বভূতরূপে বহুরূপ। জীবনে এক ও বহুর ভেদ নাই। জীবনের বাহিরেই এক হয় বহুর উপাধি, বহু হয় একের উপাধি; কেননা তখন এক ও বহু চায় পরস্পরকে ভিন্ন রাখিতে অথচ কার্য্যসিদ্ধির জন্য পরস্পরকে গোপনে নিজকর্ম্মে ব্যবহার করিতে। এই ভেদবুদ্ধিমূলক অভিসন্ধিই এক ও বহুর অন্তরে কাঁচাকাঠের রসের মত বিকৃতরসস্বরূপ উপাধি সৃষ্টি করে। দাহসহায়ক বস্তুসমূহের ভেদের ফাঁক দিয়া যেমন 'ধূম' সৃষ্ট হইয়াছিল, আত্মা ও সর্ব্বভূতের ফাঁকের মধ্য দিয়াও আত্মা ও সর্ব্বভূত উপাধিতে পরিণত হইতেছে। একান্ত এক কি করিয়া বহু হইল—তাহার মীমাংসা দিতে গিয়া বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ একটি "অচিন্ত্যশক্তি"র কল্পনা করিয়াছে। কিন্তু এই "অচিন্ত্য-শক্তিটি" কি?

"যেখানে প্রকৃতি পৌঁছায় না, যাহা প্রকৃতির 'পর', তাহাই অচিন্ত্য; অচিন্ত্যকে কখনও তর্কের দ্বারা যোজনা করিবে না, কেন না তর্ক

সেখানে পৌঁছায় না।”—ইহাই হইল ইহাদের সিদ্ধান্ত। প্রথমতঃ, প্রকৃতির “পর” যিনি, তাঁহার সহায়তায় প্রকৃতি বহুরূপে ফুটিতেছে—ইহা যুক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, এই অচিন্ত্যশক্তিটি আত্মায় যুক্ত কিনা? যুক্ত বলিয়া প্রতীত না হইলে আত্মার বুকে বহুপ্রতীতি হয় কি রূপে? আত্মাতে অচিন্ত্যশক্তির এই যুক্ত থাকার প্রতীতি জীবের আসিল কোথা হইতে? তাহাও কি অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব? ইহাতো যুক্তির অনবস্থা। তৃতীয়তঃ, যে সর্ব্বভূতকে আত্মায় আরোপ করা যাইতেছে, সে সর্ব্বভূত যদি না-ই থাকে, তবে তাহা আরোপিত হইতেছেই বা কিরূপে? রজ্জুতে সর্পের আরোপ হয়, কেননা রজ্জু ও সর্পবস্তু দুই-ই প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ সর্পকে যে প্রত্যক্ষ রজ্জুতে আরোপ করা হইতেছে, সেখানেও একটা সাধর্ম্ম্যদর্শন ছিল, যাহার ফলে রজ্জুতে সর্পারোপ সম্ভব হইয়াছে। অবশ্য এই সাধর্ম্ম্যদর্শনের মধ্যে একটা ভ্রম জন্মিয়াছে। তথাপি রজ্জু ও সর্প দুই-ই তো প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য। অথচ জৈন যোগাচারের বিরুদ্ধে ঠিক এই যুক্তি প্রদর্শনদ্বারাই যোগাচারমতকে বিবর্ত্তবাদী খণ্ডন করিয়াছেন। ব্যবহারিক জগৎ যদি একান্ত না-ই থাকিত, যাহাতে আরোপিত হইতেছে সে যদি একান্তই abstract হইত, যদি সেই আরোপের মূলে কোনও সত্যবাস্তব যোগসূত্র না থাকিত, তবে কিছুতেই এই আরোপক্রিয়া সম্ভব হইত না। চতুর্থতঃ, বিবর্ত্তবাদ যখন এই অনির্ব্বচনীয়শক্তিকে “সদসদাত্মিকা” বলিয়াছে, তখন কি সে বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের যুগপৎ অস্তিত্বই স্বীকার করিতেছে না? মায়াতে তো বিরুদ্ধধর্ম্মী সৎ ও অসতের যুগপৎ অবস্থিতি

স্বীকৃতই হইতেছে; অথচ আত্মা ও সর্ব্বভূতের বেলায় উহাদের যুগপৎ অবস্থিতি কোথাও কোনরূপে সম্ভব হইতে পারে স্বীকার করিলে কল্পনাগৌরব-দোষ আপতিত হইত না, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এমনভাবে একটা যাদুতে পরিণত হইত না, সব-কিছু ফাঁকির মাঝে উড়িয়া যাইত না।

অনির্ব্বচনীয়তা পুরুষোত্তমেরই সহজ প্রেমশক্তি, প্রাণশক্তি; ইহা আত্মার একান্ত বাহিরে নয়, সর্ব্বভূতের একান্ত বাহিরে নয়, ইহা আত্মা ও সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে। এই প্রাণশক্তির ভিতর আত্মা-সর্ব্বভূত দুই দুই থাকিয়াও এক। প্রাণশক্তি প্রথম হইতেই (দৃক্‌কে প্রকাশ করিবার জন্য) আত্মা ও সর্ব্বভূতের পরকীয় অন্যোন্যমৈথুন স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পুরুষোত্তমের সঙ্গে অচিন্ত্যশক্তির সম্বন্ধ "পরকীয়" বলিয়াই বিবর্ত্তবাদ তাহাকে একান্ত ভিন্নরূপেই দেখিতে পারিতেছে। অথচ একান্ত ভিন্ন বলিলে সৃষ্টির আরোপও সম্ভব হয় না, ব্যবহারিক জগতের সত্তা স্বীকার না করিলে বন্ধন বা মুক্তির কোন প্রসঙ্গই হয় না; তাই সৎ ও অসৎকে একটা গোজামিল দিয়া মানিয়া বিবর্ত্তবাদ যুক্তির হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, যুক্তির চরম পরাজয়ই স্বীকার করিয়াছে।

উপাধিসৃষ্টির মূল রহিয়াছে আত্মা ও সর্ব্বভূতের একান্ত ভেদ স্বীকার করার মধ্যে। আত্মা ও সর্ব্বভূত উপাধিবিধুর পরকীয় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলে আত্মা হইত নিরুপাধি, সর্ব্বভূতও হইত নিরুপাধি; তখন আত্মার কাঠিন্য গলিয়া যাইত সর্ব্বভূতের উত্তাপে, সর্ব্বভূতের কাঠিন্যও গলিয়া যাইত আত্মার উত্তাপে এবং গলিয়া-যাওয়া এই দুই আত্মা-সর্ব্বভূতের সমন্বয়ে ফুটিয়া উঠিত লীলা। সমগ্র এই লীলাবাদের

বুকেই আত্মা-সর্ব্বভূত বুদ্ধিক্ষেত্রে পরস্পরের অনুগমন করিয়া পারমার্থিকের সঙ্গে ব্যবহারিকের প্রাণের যোগ রক্ষা করিতেছে; তাহাতে অখণ্ড প্রকৃতির স্তরে স্তরে নিত্যনূতন উপাধিরও সৃষ্টি হইতেছে। সেই উপাধি ভজনের আগুনে হজম হইয়া গিয়া আবার প্রকৃতির নূতন স্তর উদ্ঘাটিত করিতেছে। এইভাবে অনন্ত নিরুপাধি ও অনন্ত উপাধির দোললীলা পুরুষোত্তমজীবনে অনন্তায়িত হইয়া জীবন্ত রহিয়া যাইতেছে। জীবনে একান্ত "একান্ত" ও একান্ত "অনেকান্ত" কোনটাই সত্য নয়; একান্ত ও অনেকান্তের সমন্বয়ই হইতেছে "পুরুষোত্তম জীবন", যেখানে বুদ্ধির ভাষার একান্ত ও অনেকান্ত চলে না, অথচ যাহাকে বুদ্ধি একান্ত বা অনেকান্তের ভাষায় দুইভাবেই ব্যাখ্যা করিতে পারে। সর্ব্বভাষার অতীত অথচ সর্ব্বভাষাগম্য এই পুরুষোত্তমজীবনই আত্মা ও সর্ব্বভূতের সমন্বয়সিদ্ধিঘন বাস্তব বস্তু।]

পরাভক্তির, ভজনের গতিছন্দের অন্তর্নিহিত গুহ্যতম পরিচয় উদ্ঘাটিত করিবার জন্যই দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ মন্ত্রের অবতারণা।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥ ১২

যাহারা অসম্ভূতির উপাসনা করে, তাহারা দৃষ্টিবিলোপকারী অন্ধকারে প্রবেশ করে; তাহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে যেন প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা সম্ভূতির উপাসনায় রত।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি [দৃষ্টিবিলোপকারী অন্ধকারে প্রবেশ করে] যে অসম্ভূতিম্ উপাসতে [যাহারা অসম্ভূতির, অসম্ভবের,

আদর্শসম্ভবরাহিত্যের উপাসনা করে। শ্রুতি পরবর্ত্তী মন্ত্রে "অসম্ভূতি"র পরিবর্ত্তে "অসম্ভব" পদের প্রয়োগই করিয়াছেন ; "অসম্ভূতি"র অর্থ তাই অসম্ভব করা হইয়াছে। আদর্শকে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে বাস্তবজীবন চালানো "অসম্ভব"—আদর্শের এই সম্ভব-রাহিত্যের উপাসনা যাহারা করে, তাহারা বাস্তব রূপরসের এই মায়াক্ষেত্রকেই আকড়াইয়া থাকে। তাহারা আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রত্যক্ষ ধরার ক্ষেত্রে হোঁচট খাইতে নারাজ, তাহারা এই মায়াক্ষেত্রকেই ধ্রুব বলিয়া জানে, আদর্শ বা ভগবান তাহাদের কাছে নিতান্তই অধ্রুব। ইহারা বাস্তববাদী। বাস্তববাদিগণ অন্ধকারে প্রবেশ করে, কেন না ইহারা চরম আদর্শের দান ঐ সার্ব্বজনীন একতার আস্বাদনে বঞ্চিত। বাস্তববাদীরা জানে যে, বাস্তবের দেশে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে সঙ্ঘগঠন ছাড়া এক পা'ও আগাইবার সম্ভাবনা নাই, লুট করিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই তাঁহারা সঙ্কীর্ণ সমাজ গড়ে, সঙ্কীর্ণ রাষ্ট্র গড়ে। এখানেও অল্লাধিক পরিমাণে আদর্শ অজ্ঞাতসারে রহিয়াই যায়, তবে তাহা চরম আদর্শের তুলনায় অনেক পিছনে। সকলের মূলেই রহিয়াছে একটা ভোগের আকাঙ্ক্ষা, লুটের অভিসন্ধি, যতই তাহা ব্যাপক হউক না কেন। ইহারা বিশ্বসঙ্ঘ গড়িতেই পারে না, কেননা প্রাণ খুলিয়া ইহারা আদর্শকে মায়াক্ষেত্রের সহভাবে স্বীকার করিতে পারে না। অসুরেরা এই অসম্ভূতির উপাসক। এই উপাসনার চরম পরিণতি হইবে পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ ও তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলই হইতেছে দৃষ্টিবিলোপকারী "তমঃ"।

এই অসুরবাদ প্রবর্ত্তনের ফলসম্বন্ধেও একটী তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আদর্শবাদের নামে, ভাবুকতার পথে বিশ্বময় রক্তারক্তির কুৎসিত চিত্র দেখিয়া সব আদর্শ হইতে মুখ ফিরাইয়া বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই একান্ত সত্য বলিয়া বরণ করিয়া নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি মানুষের মনে রহিয়াছে। আদর্শবাদেরই প্রতিক্রিয়ার ফল হইতেছে এই বাস্তববাদ। কিন্তু দেখিবার বিষয় এই যে, আদর্শহীন বাস্তববাদ যে রক্তারক্তি বন্ধ করিবার জন্য আদর্শের পথ পরিত্যাগ করিয়াছিল, সে-ই আবার বিচ্ছিন্ন নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তির প্রশ্রয় দিল। আদর্শের চরম পারমার্থিক রূপ মানিলে বিশ্বসঙ্ঘ রচিত হইত, রক্তস্রোতও বন্ধ হইত নিশ্চয়ই। তবুও ইহারা বরং ভাল; কেননা বাস্তবের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ স্পর্শ থাকায় ইহারা অন্ততঃ খণ্ড পরিবার, খণ্ড সমাজ, খণ্ড রাষ্ট্র গড়িতে পারে, কিছু ভোগও করিতে পারে, প্রকৃতির বুকে কতখানি দাঁড়াইবার দুঃসাহসও ইহারা কিছুটা রাখে।]

(পক্ষান্তরে বাস্তবহীন আদর্শসম্ভাবনাবাদীদের অবস্থা যে আদর্শহীন বাস্তববাদীদের চেয়েও অধিকতর শোচনীয়, পরবর্ত্তী অংশে ইহাই বুঝাইতেছেন।) ততো ভূয়ঃ ইব তে তমঃ [তাহা হইতেও যেন আরও অধিকতর অন্ধকারে তাহারা প্রবেশ করে] য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ [যাহারা একান্ত সম্ভবের, আদর্শ-সম্ভাবনার উপাসনায় রত। আদর্শবাদের নামে, ভাবুকতার পথে বিশ্বময় রক্তারক্তির কুৎসিৎ ফল দেখিয়া সব আদর্শ, সব ভাবের চূড়ান্ত রূপকে অসম্ভব (অসম্ভূতি) বলিয়া পদদলিত করিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই একান্ত সম্ভব, একান্ত পরমার্থ সত্য মনে করিয়া

তাহার উপরই সব সংগঠন স্থাপন করিবার জন্য যাহারা যত্নপর, তাহারা আদর্শের দান হইতে, আলো হইতে, বিস্তার হইতে বঞ্চিত হয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহারা কি অধিকতর অন্ধকারে ডুবিলনা, যাহারা ধর্ম্মধ্বজিত্বের পতাকা উড়াইয়া ধর্ম্মের নামে, আদর্শের নামে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে বড় বড় কথার জাল বুনিয়া বিশ্বময় শোষণের তাণ্ডবলীলা বিস্তার করিতেছে ? ভক্ত জ্ঞানীদের "মানা"-র নামে যা-কিছু-তাই "মানা"র (সম্ভূতি) মধ্যে যে বিপদ লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার অপেক্ষা "না-মানা"র (অসম্ভূতি) মধ্যে সহজ সরল বুদ্ধি থাকায় বিপদ যে খুবই কম, তাহা দুনিয়ার প্রতি ঘটনায় আজ পরিস্ফুট। আদর্শহীন বাস্তবের (অসম্ভূতি) উপাসনায় যত না বিপদ, বাস্তবিকতার স্পর্শবিরহিত আদর্শের (সম্ভূতি) উপাসনায় বিপদ তাহা হইতে অনেক বেশী ; ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীনতার মূল রহিয়াছে বাস্তবিকতাহীন আদর্শের ছাঁচে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিবার উপযোগী শাস্ত্রবিধির প্রণয়ন ও তাহাকে কার্য্যকরী করিবার সাধনপ্রচেষ্টার মধ্যে।

পরাপ্রকৃতি অসুর শুম্ভনিশুম্ভের নিকট যুদ্ধঘোষণা (challenge) পাঠাইয়াছিলেন—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে ইত্যাদি"। বিশ্বপ্রকৃতি ব্যষ্টি সকল দেহ-মন-প্রাণের রাগদ্বেষরূপ খেয়াল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া "অনাদি হইতে অনন্তে" হু হু করিয়া ছুটিয়াছেন। প্রকৃতির এই গতি যে শুধু অনাদিই নয়, ইহা যে "অনন্ত"ও, তাহার সামনে চলার পথ যে রুদ্ধ করা চলিবে না, তাহা প্রকট করিবার জন্যই শ্রুতি এই মন্ত্রত্রয়ের সমাবেশ করিয়াছেন।

একদল চিন্তানায়ক বলিল—"প্রকৃতির গতিরোধ "অসম্ভব" (অসম্ভূতি), প্রকৃতির কাছে মাথা নোয়াইয়াই চলিতে হইবে, ইহার উপর কোন প্রভুত্ব চলিবে না, ইহাকে বাঁধিতে চাহিও না, সমস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া সে উধাও হইয়া ছুটিবেই।" অপর দল বলিল—"না না, প্রকৃতির সঙ্গে ছুটিয়া তুমি কস্মিন্‌কালেও মুক্তি পাইবে না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে জ্ঞানের সংগ্রাম চালাইয়া প্রকৃতিকে রোধ কর, অনন্ত বিধিদ্বারা উহাকে বাঁধিয়া ফেল, উহার গতি সংযত কর ও পাকাপাকিভাবে নির্ণয় কর (determine), ধীরে ধীরে বিনাশ কর, প্রকৃতির ওপারে আলোকলোকে চলিয়া যাও। প্রকৃতির অগ্রগতির নিরোধ, একান্ত নিরোধ নিশ্চয়ই "সম্ভব" (সম্ভূতি)"। প্রকৃতিনিরোধ অসম্ভব যাহারা বলিল, তাহারা অন্ধকারেই রহিল, কেননা ভোগের পথে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র হারাইয়া প্রকৃতির উন্মুক্ত গতিবেগের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া তাহাদিগকে শ্রান্ত, ক্লান্ত, মূর্চ্ছিত হইতেই হইবে। বিশেষতঃ এত বিচ্ছিন্নতার মাঝে জন্মজন্মান্তর বিচরণ করিয়াও তাহারা সকল বিচ্ছিন্নতার মধ্যের অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের কোনও সন্ধানের অধিকারী হইবে না।

তাই তাহারা স্বরূপসিদ্ধ যোগ-ভোগসমন্বিত পুরুষোত্তম-প্রকৃতির খোঁচায় অজ্ঞাতসারেও যোগের পথের সুযোগ গ্রহণ করে ; কেননা তাহা না হইলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রজীবনে সঙ্ঘবদ্ধ ভোগ সিদ্ধই হইতে পারে না। সঙ্কীর্ণ ভোগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে যোগকে অন্ততঃ প্রচ্ছন্নভাবেও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহারা ভোগকেই লক্ষ্য মনে

করিয়া যোগকে রাখে সহায়করূপে। ইহারা চোরের মত (surruptitiously) যোগের সুযোগ আদায় করে, যোগের স্বয়ংমূল্য দিয়া নয়। পক্ষান্তরে একান্ত যোগের পথে প্রকৃতিনিরোধ যাহারা "সম্ভব" বলিল, তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে হিংসাত্মক সঙ্ঘর্ষের ফলে চরম লাঞ্ছনা পাইল, চরমে প্রকৃতির টানে প্রকৃতিলয়ের মাঝে দীর্ঘকাল নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল। ইহারা একান্তভাবে যোগী হইতে চাহিলেও প্রচ্ছন্নভাবে ভোগের সুযোগ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সহজ সরল প্রাণে ইহারাও ভোগপথের নিজস্ব মর্য্যাদা দিতে সঙ্কুচিত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে "অন্য"-বুদ্ধি বজায় রাখিয়া, প্রকৃতির সঙ্গে অনন্য (organic) না হইয়া রাগদ্বেষের বশে প্রকৃতির বিলয় চাহিলেও প্রকৃতির বিলয় তো হয়ই না, হয় প্রকৃতির মধ্যেই বিলয়।

প্রজ্ঞাবাদ (Intellectualism) "আত্মরতি"র নামে প্রকৃতির অনন্তত্ব স্বীকার করিতে পারে নাই; তাহার কাছে প্রকৃতির ভবিষ্যৎ দিকের মুখ বন্ধ (closed)। ইহাদের মতে প্রকৃতি একটি বন্ধমুখ নিরন্ধ্র তন্ত্র (closed system) বলিয়াই আজ হউক কাল হউক প্রকৃতির বিলয় সাধন করিতেই হইবে, নইলে যে মুক্তি অসম্ভব। প্রকৃতির বন্ধনী হইতে বাহির হইবার কোনও রন্ধ্র বা ফাঁক ইহাদের চোখে ধরা পড়ে নাই। একান্ত ভোগের পথের ব্যর্থতার তুলনায় একান্ত যোগের পথে, জ্ঞানের পথের ব্যর্থতা যে অধিকতর শোচনীয়, তাহাই শ্রুতি এই মন্ত্রে শুনাইতেছেন। একান্ত যোগের পথে "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ"। একান্ত ভোগের পথে "ততঃ" ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু "ইতঃ" একেবারে নষ্ট নয়।

প্রকৃতির ভবিষ্যৎ দিকের মুখবন্ধ "অসম্ভব" বলিয়া স্বাধীন ইচ্ছার (free will) দোহাই দিয়া, জৈব অন্ধ তাড়নার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনে কোনও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার মধ্যে যাহারা আসিল না, যাহারা কোন্ কার্য্যের কোন্ কারণ এবং কোন্ কারণ হইতে কোন্ কার্য্যের উদ্ভব, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন শৃঙ্খলাস্থাপনও "অসম্ভব" বলিয়া মনে করিল, তাহারা উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিশেহারা হইয়া প্রকৃতির শৃঙ্খলার চাপে একদিন অন্ধকার দেখিবেই। কিন্তু যাহারা অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎকে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার মধ্যে হাত পা' বাঁধিয়া জীবনকে একটা ইস্পাতের কাঠামোতে (steel-frame constitution) পরিণত করিতে চায়, জীবনের একটা পাকাপোক্ত শেষ মীমাংসা স্থাপন করিতে চায়, তাহারা পুরুষোত্তম-বস্তুর কাছে গুরুতর অপরাধ করিল, অধিকতর অন্ধকারের মধ্যেই ডুবিল। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা (Determinism) স্থাপন "অসম্ভব" বলিয়া যাহারা মানিয়া লইল, তাহারা কোনও বিধির মধ্যে গড়িয়া উঠিতে না পারার জন্য কোনও তন্ত্রই (system) সেখানে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিল না; ইহা জীবনের পক্ষে একান্ত লোকসান। পক্ষান্তরে বিধিনিষেধের একটা শক্ত কাঠামোর মধ্যে গড়িয়া উঠিলে, বাঁচিতে থাকিলে এবং জীবনের বর্ত্তমান খেলা শেষ করিলে জীবন হয় ক্লৈব্যের মাঝে ব্যর্থ, যোগভ্রষ্ট। প্রকৃতির নিশ্চিতবাদ (Determinism) "অসম্ভব", অনিশ্চিতবাদই (Indeterminacy) প্রকৃতির লক্ষ্য—ইহা যাহারা বলিল, তাহারা উচ্ছৃঙ্খল, কোনও সভ্যতা সেখানে গড়ে না; পক্ষান্তরে প্রকৃতির নিশ্চিতবাদই

(determinism) "সম্ভব" যাহারা বলিল, তাহারা যদি বা একটা যন্ত্র সৃষ্টি করিল, কিন্তু উহা নিশ্চল, অনমনীয় ইস্পাতের কাঠানো। এই দুই দলের কেহই কালের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিল না, প্রতি খণ্ড কালের মাঝে কালাতীতের আস্বাদন করিতে পারিল না। ইহারা কেহই আবিষ্কার করিতে পারে নাই যে, পূর্ব্বকাল ও পরবর্ত্তী কাল, কারণ ও কার্য্য পরকীয়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; ইহাদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড "অন্তর" রহিয়াছে, ফাঁক রহিয়াছে যাহার ভিতর দিয়া সকল কারণকে তাহাদের কার্য্যেরও কার্য্যরূপে দেখিতে পাবা সম্ভব; এবং কার্য্যকেও কারণের কারণ বলিয়া আস্বাদন করাও যুক্তিযুক্ত, অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পর কাল, কারণ ও কার্য্য একই সমগ্র জীবনের "অনন্য" দুইটী দিক্‌মাত্র (aspect)। বিধি যে কারণ হইতে যে কার্য্যের ব্যবস্থা দিয়াছে, তাহা ফলবৎ না হইয়া, উহা বিধিনির্দ্দিষ্ট ফল প্রসব না করিয়াও যে ভিন্ন ফল প্রসব করিতে পারে, তাহা পুরুষোত্তমবিধিতেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অজামিলাদির কাহিনীই ইহার দৃষ্টান্ত। একই সমগ্র, দিব্য, ভাগবত জীবন অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের খণ্ড কালের মধ্যে থাকিয়াও কালাতীত; এইভাবে কালাতীত পুরুষোত্তমজীবনই স্থানে স্থানে প্রতি খণ্ড কালের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশাতীতের আস্বাদন ও কালাতীতের আস্বাদন যুগপৎ দান করিয়া অনাদি অনন্তে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন!]

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১৩

সম্ভবের উপাসনায় অন্য ফল লাভের কথাই বলিয়াছেন, অসম্ভবের উপাসনায় অন্য ফল লাভের কথাই বলিয়াছেন—এই বাণী আমরা শুনিয়াছি (প্রাণসাধক) ধীরগণের নিকট হইতে, যাহারা আমাদের নিকট সেই সম্ভব ও অসম্ভবের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

[প্রাণের স্তরে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সম্ভব ও অসম্ভবের ফল পরস্পরপরিপূরক (complementary); মনের স্তরে উহারাই আবার পরস্পরস্পর্দ্ধী (antagonistic)] (তাই) অন্যৎ এব আহুঃ সম্ভবাৎ [সম্ভব হইতে "অন্য" ফলের কথাই বলিয়াছেন। মনের স্তরে "সম্ভবে"র যে ফল উক্ত হইয়াছে, পুরুষোত্তমস্তরের সম্ভবের ফল হইতে এবং মনের স্তরের অসম্ভবের ফল হইতে তাহা "অন্য" বলিয়া প্রাণসাধক আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। পুরুষোত্তমস্তরে সম্ভব ও অসম্ভবের ফল পরস্পর 'অন্য' নহে, উহারা অনন্য, একই অখণ্ড আস্বাদনের দুই দিক] (এইবার শ্রুতি অসম্ভূতির ফলের বর্ণনা করিতেছেন) অন্যৎ আহুঃ অসম্ভবাৎ [অসম্ভব হইতে অন্য ফলই বলিয়াছেন] ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং [ধীরগণের নিকট শুনিয়াছি] যে নস্তৎ বিচচক্ষিরে [যাহারা আমাদের কাছে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থানকালীন সুহৃৎরসায়ন একটি লীলাকাহিনী শুনিয়াছিলাম, যাহা এই প্রসঙ্গের উপর আলোকসম্পাত করিবে। একদিন ভক্তবর শ্যামানন্দ রাসনৃত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন যে, রাধারাণীর শ্রীচরণের নূপুর স্খলিতপ্রায়।

নূপুর স্খলিত হইলে নৃত্যের আর নৃত্যপদবী থাকে না, পক্ষান্তরে যথাস্থানে যথাযথভাবে উহাকে সন্নিবেশিত করিতে হইলেও নৃত্য বন্ধ করিতে হয়। শ্যামানন্দ মহা ফাঁপরে পড়িলেন। নৃত্য বন্ধ করিলে রাসলীলাবিলাসই ব্যর্থ হয়, পক্ষান্তরে নৃত্য বন্ধ না করিলে নূপুর পরানোও 'সম্ভব' নয়। রাসলীলার ছন্দকে 'সম্ভব' করিতে হইলে নৃত্য বন্ধ না করিয়াই নূপুর-পরানোরূপ 'অসম্ভব'কেও তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে হইবে। সম্ভব অসম্ভবের এই সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্যামানন্দ এমন একটি নৃত্যেব ছন্দে নিজে নৃত্য করিলেন, যাহাতে নৃত্য বন্ধও হইল না, অথচ নৃত্য বন্ধ না করিয়া নূপুর-পরানোরূপ অসম্ভবও সম্ভব হইল। সম্ভব-অসম্ভব এইখানেই পরস্পবস্পর্দ্ধী হইয়াও অন্যোন্যমিথুন। এইখানেই স্বাধীন চলা ও স্থির বিধিনির্ব্বন্ধের (determinism) সমন্বয়।

নৃত্যের শৃঙ্খলা চাই-ই, ছন্দ মানিয়া চলা চাই-ই, শুধু সেই শৃঙ্গলার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিতে হইবে বিধির ফাঁক দিয়া একটি স্বাধীন, মুক্ত গতির। জীবন্ত সামঞ্জস্যের ভিতর দুই-ই দুইয়ের মোহনস্পর্শে কায়া বদলাইয়া পুরুষোত্তমছন্দে গড়িয়া উঠিবে। পরমন্ত্রে শ্রুতি সম্ভব ও অসম্ভবের ফলগত অনন্যতার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন।]

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥ ১৪

যিনি সম্ভূতি ও বিনাশ এই উভয়কে সহভাবে জানেন, তিনি বিনাশদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া সম্ভূতিদ্বারা অমৃত লাভ করেন।

[পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্রে যে "ভূতপ্রকৃতি-মোক্ষে"র বার্ত্তা পৌঁছাইয়াছেন, এই মন্ত্রটী হইতেছে তাহারই বীজমন্ত্র। "ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবং অন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং বিদুর্যে যান্তি তে পরম্" ॥ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যাহারা অন্তর অর্থাৎ অবকাশ, বিরোধ, তাদর্থ্য ও আত্মীয়তা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়াছেন, যাহারা ভূতপ্রকৃতিমোক্ষও দেখিয়াছেন, তাঁহারা পরতত্ত্ব লাভ করেন। প্রকৃতিমোক্ষ ও ভূতমোক্ষের সমন্বয়ে যে পরম মোক্ষ, তাহাই শ্রুতির প্রতিপাদ্য।

মনসিজ কামের, ভোগাকাঙ্ক্ষার চাপে প্রকৃতিও বদ্ধদ্বার (closed), স্থির (static) ; সর্ব্বভূতও বদ্ধদ্বার ও স্থির। কোন উচ্চ ব্যাপক জীবন তাই এখানে গড়িয়া উঠিতে পারে না। সর্ব্বদেশের মুক্তিশাস্ত্র তাই তো প্রকৃতির ও-পারে, সর্ব্বভূতের ও-পারে মুক্তিলোক স্থাপন করিয়াছে। যেখানে প্রকৃতি ভোক্তার সর্ব্ববিধ চাপ হইতে মুক্ত, ভূতও সর্ব্ববিধ চাপ হইতে মুক্ত, সেখানে প্রকৃতি সহজ, সরল ও স্বচ্ছন্দ, ভূতও স্বচ্ছন্দ, অনাবিল, যাহার ভিতর অতিগ জীবন (transcendental life)নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও অনুগ, অনুপ্রবিষ্ট (immanent)। প্রকৃতির জড়ত্ব ও ভূতের জড়ত্ব সম্বন্ধে নূতন দর্শনের উপরই পুরুষোত্তম স্থাপিত। নিউটনের দৃষ্টিতে জড়ের যে লক্ষণ, আইনষ্টিনের দৃষ্টিতে তাহা পৃথক। নিউটনের জড়দর্শনের অনুরূপ দর্শনের উপরই বিবর্ত্তবাদ বা প্রচলিত যোগশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু প্রকৃতিসম্বন্ধে, জড়সম্বন্ধে বর্ত্তমান পদার্থবিদ্যা যে রূপ আঁকিয়াছে, উপনিষৎ তাহাই এই মন্ত্রে ঘোষণা করিতেছেন] সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ [সম্ভূতি অর্থাৎ কার্য্যকারণবিধি, নিশ্চিতবাদ এবং বিনাশ অর্থাৎ

অসম্ভূতি, অনিশ্চয়তা] যঃ তৎ বেদ উভয়ং সহ [যিনি ঐ উভয়কে সহভাবে অর্থাৎ একই জীবন্ত যোগমায়াযন্ত্রের (organism) পরস্পরনিরপেক্ষ, পরস্পরস্পর্দ্ধী অথচ পরস্পরসাপেক্ষ, পরস্পরের পরিপূরক বিভিন্ন দিক্ বলিয়া জানিতেছেন] (তিনি) বিনাশেন [অনিশ্চয়তাদ্বারা, indeterminacy দ্বারা] মৃত্যুং তীর্ত্বা [মরণ অতিক্রম করিয়া] সম্ভূত্যা [নিশ্চয়তাদ্বারা, determinacy দ্বারা] অমৃতমশ্নুতে [অমৃত পান করেন ; অনিশ্চয়তার ভিতরই প্রকৃতি মুক্ত, ভূত মুক্ত। অতীত (ভূত) যখন বর্ত্তমান (ভাব), এবং সেই ভাব যখন পরিণামের ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার জন্য উন্মুখ (ভব্য), তখনই ভূত হয় মুক্ত। শ্রুতি তাই শুনাইতেছেন—"ঈশানো ভূতভব্যস্য"।

ভূত "অতীত", ভাব "বর্ত্তমান," ভব্য "ভবিষ্যৎ"। প্রকৃতি ও ভূতকে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের বাঁধনে বাঁধিয়া এবং উহাদের একটি চূড়ান্ত ও নিশ্চিতরূপ (determinate form) দিয়া যাহারা শাস্ত্র ও সমাজ গড়িল, তাহারা বাস্তবকে স্বীকার করিতে সক্ষম হইল না, তাহারা প্রকৃতি ও ভূতকে "শেষ পর্য্যন্ত" আত্মার সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিল না, প্রকৃতি ও ভূতের "শেষ" কল্পনা করিয়া আত্মাকেই "অশেষ" বলিয়া স্থাপন করিল। পক্ষান্তরে পুরুষোত্তমস্তরে অসম্ভূতির, অনিশ্চয়তার ভিতর, বিপ্লবের ভিতর প্রকৃতি ও ভূত তাহাদের স্ব স্ব ছন্দ পরিপূর্ণভাবে বজায় রাখিতে সক্ষম হইল, কোনও মনঃকল্পিত সংস্কারের (convention) চাপে এতটুকুও সঙ্কুচিত হইল না। নিশ্চিতবাদের সহায়ে ঐ স্বচ্ছন্দ ভূতবর্গ একটী তন্ত্রে (system), একটী জীবন্ত

যন্ত্রে গড়িয়া উঠিতে সক্ষম হইল। বিনাশ ধর্ম্ম (অসম্ভূতি), অনিশ্চয়তা জীবনে অব্যাহত গতি অক্ষুণ্ণ রাখে, কোনও ধরা-বাঁধা নামরূপ ও বিধির বাঁধনে বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড কলকার-খানায় পরিণত করে না। কিন্তু জীবনের ঐ অব্যাহত গতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইলে চাই সম্ভূতির সাধনা, নিশ্চিতবাদের সাধনা। ভাগবত বলিতেছে ঃ—"চরেৎ অবিধিগোচরঃ"—বিধির শাসনে না চলিয়া, অথচ বিধির গূঢ় প্রয়োজন রক্ষা করিয়া প্রত্যেকে তাহার স্বাধীন ছন্দে বিচরণ করিবে। পুলিশের ভয়ে রাস্তায় বাহ্য প্রস্রাব না করার ভিতর "বিধি"র কোনও সার্থকতা নাই। "বিধি" সার্থক হইত, যদি মানুষ স্ব ছন্দ বজায় রাখিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে তাকাইয়া রাস্তায় বাহ্যপ্রস্রাব করা বন্ধ করিত। বিধি যদি অন্তরে স্বাধীন সত্তা-চৈতন্যের স্ফুরণ না করিতে পারে, তবে তাহা নিরর্থক। পুরুষোত্তমানুগ হইলেই বিধি সার্থক। অনিশ্চিতবাদ অর্থাৎ অসম্ভূতি হইতেছে নিশ্চিতবাদের অর্থাৎ সম্ভূতির প্রাণ। অসম্ভূতি জীবনের ধ্বংসাত্মক দিক্, সম্ভূতি হইতেছে জীবনের গঠনাত্মক দিক্ ; দুই-ই যেখানে পরিপূরক, সেখানেই যোগমায়াশক্তির সুপ্রতিষ্ঠা।

কালগত কার্য্যকারণের পাকা শৃঙ্খলা পুরুষোত্তমজীবনে নাই ; কিন্তু বুদ্ধি কারণ ও কার্য্যের একটা পাকাপাকি শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে ব্যস্ত ; জীবনকে রসরূপ (flux) রাখিয়া কোনও সমাজ-ব্যবস্থা ইহারা স্থাপন করিতে অক্ষম। অথচ জীবনের অভিজ্ঞতা পাকাপাকি কোনও কার্য্যকারণের শৃঙ্খলার সাক্ষ্য দেয় না।

কারণ 'অগ্রে', কার্য্য পরে—ইহা অভিজ্ঞতা সায় দেয় না। পিতা অগ্রে না পুত্র অগ্রে ? বীজ অগ্রে না বৃক্ষ অগ্রে ? দুই-ই দুই দৃষ্টি-কোণে

অগ্রে বা পরে। কার্য্যকারণকে একটি সমগ্রের মধ্যে দেখিলে এবং সেই সমগ্রের অন্তরে একটি ভাগবত পরিকল্পনার (plan) খোঁজ পাইলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্য্য ও কারণ দুই-ই অগ্রে বা পশ্চাতে থাকিতে পারিতেছে। সমগ্র জীবনের স্তরে পৌর্ব্বাপর্য্যস্থাপন অসম্ভব বা মারাত্মক। পিতা হওয়ার পূর্ব্বেই মানুষ নিজ দেহমনপ্রাণে পুত্রস্বরূপের স্পন্দন টের পায়, এবং তাহার পরই পিতা হইবার জন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে। বিধির অনুশাসনরক্ষায় নিযুক্ত যমদূত যেদিন কুক্রিয়াসক্ত অজামিলের সামনে দাঁড়াইয়া গণিয়া গণিয়া অজামিলের শাস্তির ব্যবস্থা দিতেছিল, সেদিন কারণ ও কার্য্যের অবকাশসূত্র ধরিয়া কোন্ কৌশলে শ্রীমন্নারায়ণ অবতরণ করিয়াছিলেন, ভাগবত তাহার উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া দিয়াছে। আমাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা কর্ম্মের বিধিনির্দ্দিষ্ট ফল সব সময়ে মেলে না। সাবিত্রীর ক্ষেত্রে মেলে নাই, অজামিলের মেলে নাই, অহল্যার মেলে নাই, ব্রজগোপীর মেলে নাই, কুব্জার মেলে নাই, বেশ্যাসক্ত বিল্বমঙ্গলের মেলে নাই, জগাইমাধাইয়ের মেলে নাই, আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের মিলিতেছে না। নিশ্চিতবাদের (Determinism) ভবিষ্যদ্বাণী আজ বর্ত্তমান পদার্থবিদ্যায়ও চলিতেছে না। পাশ্চাত্য মনীষী হাইসেনবার্গ পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে "Law of Indeterminacy" প্রচার করিয়া পদার্থবিদ্যার নূতন গতিপথ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার ফলে পদার্থবিদ্যা ও আত্মবিদ্যার সহভাব ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ মিলিয়াছে। ভবিষ্যৎ একই প্রাণ-বিধানের ভিতর পদার্থবিদ্যা ও আত্মবিদ্যার মহামিলনের জন্য ব্যগ্র। ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—ইহাও যেমন সত্য,

আবার কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে না পারিলেও তো এক পা' অগ্রসর হওয়া যায় না, কোন কিছুই গড়ানোও যায় না—ইহাও তো · তুল্যভাবে সত্য। তাই চাই এমন একখানি সমগ্র জীবন, যাহার ভিতর অনিশ্চিতবাদ, অর্থাৎ অসম্ভূতি এবং নিশ্চিতবাদ অর্থাৎ সম্ভূতির সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥ ১৫

হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। হে পোষণকারী দেবতা, সত্যধর্ম্ম আমার দৃষ্টির জন্য, উপলব্ধির জন্য তাহা অপসারিত কর।

("হিরণ্ময়েণ"—ইত্যাদি মন্ত্রচতুষ্টয়ে শরণাগতিসাধনার এবং তাহার সিদ্ধফলের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে।) হিরণ্ময়েন পাত্রেণ [হিরণ্ময় পাত্রদ্বারা; একান্ত যোগের পথে প্রজ্ঞাবাদের (Intellectualism) ঝক্‌ঝকে মুক্তিলালসার আবরণদ্বারা, এবং একান্ত মায়ার পথে স্বর্গের সুমোহন চক্‌চকে কল্পনার আবরণ দ্বারা] সত্যস্য অপিহিতম্ মুখম্ [সত্যের মুখ, যোগমায়াসমাবৃত পর সত্য পুরুষোত্তমবস্তুর মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে; "নাহম্ প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ"—গীতা। বাস্তব জগতের একটি ছোট অভিজ্ঞতাদ্বারা, হিরন্ময় পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত হওয়ার ব্যাপারটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কোনও দরিদ্র পরিবারের এক বধু ছিল এমনই স্বামীউন্মাদিনী

যে, স্বামীকে তিলেকের জন্য কাছছাড়া হইতে দেখিলে তাহার মাথা বিগড়াইয়া যাইত। স্বামী কিছুদিন বাটীতে থাকার পর অবশেষে পেটের দায়ে গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। স্ত্রী স্বামীবিরহে অন্নজল ত্যাগ করিল, শয্যার আশ্রয় লইল। তখন সেই গ্রামের একটি সাধন-সম্পন্না মহিলা সেই বধূটির নিকট আসিয়া বলিলেন—"তুই এক কাজ কর্, তুই এমনি ক'রে তোর স্বামীকে মনে মনে ভাব্‌বি, তা হ'লে এখানে বসেই তোর স্বামীকে পাবি। স্বামীর তো এখন আর বাড়ী আসবার সম্ভাবনা নেই; বাড়ী এলে খাবিই বা কি?" ঐ মহিলাটী বধূকে স্বামীর ধ্যানের উপদেশই দিয়াছিলেন। এই উপদেশে উৎসাহিত হইয়া বধূটি যথাকথিত ভাবে দিনরাত স্বামীর ধ্যান সুরু করিয়া দিল। ইহাতে বাহিরের পাগলামি কমিল বটে; কিন্তু অনবরত ধ্যান করিতে গিয়া তাহার না হইত গৃহকার্য্য, না হইত সন্তানদের পালনপোষণ। ধ্যানই হইতে লাগিল শুধু, সংসারযাত্রা তাহাতে অচল হইতে বসিল। তখন ঐ মহিলাটি দিনরাত ধ্যানের বদলে কার্য্যশেষে এবং কাজ করার সময় কাজের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের উপদেশ দিলেন। বধূটি এইভাবে কতকটা সামলাইয়া লইল; কিন্তু দেখা গেল রান্নার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতে করিতে কখনও বা তাহার রান্নার আগুন নিবিয়া যাইত, কখনও ভাত গলিয়া যাইত, কখনও বা ডাল পোড়া লাগিত। মহিলাটি তখন বলিলেন—"না, কাজের সময় তোর আর ভাবনা করা চল্‌বে না, কার্য্যান্তেই তুই ধ্যান করবি।" এই উপদেশে পরিবারের লোকেরা তৃপ্ত হইল, বধূ নিজেও সুস্থ হইল।

একবৎসর পরে স্বামী বাড়ীতে আসিল। সকল দেখিয়া শুনিয়া

সে স্বস্তি বোধ করিল। রাত্রিতে স্বামী বিছানায় পড়িয়া স্ত্রীর মিলনাশায় তাহার আসিবার পথ চাহিয়া রহিল। স্ত্রী সংসারের সকল কাজ সারিয়া স্বামীর কাছে আসিয়াই স্বামীর দিক হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। স্বামী বেচারা কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রী বলিল—"একটু ধ্যান করিয়া লই।" স্বামী জিজ্ঞাসা করিল—"কার ধ্যান ?" স্ত্রী বলিল—"তোমার।" স্বামী বলিল—"আমি যে তোমার সামনে, আজও আবার ধ্যান করিবে কেন ?" স্ত্রী বলিল—"তুমি তো আবার আমাকে ছাড়িয়া দূরেই চলিয়া যাইবে। তখন আমি কি লইয়া থাকিব ? তুমি তো আর চিরদিন কাছে থাকিবে না।" বধূটি এতদিন তাহার দূরস্থিত স্বামীকেই ধ্যানে পাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে ; কিন্তু আজ যখন তাহার স্বামী অন্তিকে, সম্মুখে উপস্থিত, তখন সেই সম্মুখস্থিত বর্ত্তমানকে বর্ত্তমানহিসাবে সে মানিয়া লইতে পারিতেছে না। সে জোর দিতেছে "দূরের" উপর ; "নিকট" ও "বর্ত্তমান" তাহার নিকট ব্যবহারিক সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত।

উপনিষদের "তদ্দূরে তদ্বন্তিকে"-মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য ঐ বধূটি বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। দূরস্থিত স্বামীকে দূরে রাখিয়া, ধ্যানের মধ্যে তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া, এবং নিকটস্থ স্বামীকে নিকটে পাইয়া ও সাক্ষাৎভাবে সেবা করিয়া দূরত্ব ও নৈকট্যের মধ্যে যদি সে একই জীবন্ত স্বামীকে ভজনা করিতে পারিত, তবেই তাহার স্বামীসেবা "সমগ্র" বস্তু হইত, সার্থক হইত। বধূটি স্বামীর বিদেশে যাইবার আগে ভজনা করিয়াছিল একান্ত প্রত্যক্ষ "নিকট"কে, এখন ভজনা করিতেছে একান্ত আনুমানিক "দূর"কে। দূর ও নিকটের দ্বন্দ্বমোহে সে মূঢ়।

ধ্যানধারণার পথে মন কতগুলি প্রত্যয় (concept) তৈয়ার করিয়া এমন ঝক্‌ঝকে প্রলোভনময় সাধ্যবস্তু উপস্থিত করে যে, বাস্তব সত্য বস্তু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেও কল্পনাবিলাসী মানব সেই সত্য বাস্তব হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়। এই শোচনীয় অবস্থার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই শ্রুতি শরণাগতিসাধনার উপদেশ দিতেছেন] তৎ ত্বম্ [তুমি সেই ঝক্‌মকে আবরণকে] পূষন্ (হে পোষণকারী দেবতা, প্রাণমূর্ত্তি সূর্য্য পুরুষোত্তম] অপাবৃণু [অপসারিত কর] সত্যধর্ম্মায় [সত্যকে ধারণ করিবার জন্য উন্মুখ আমার কাছে] দৃষ্টয়ে [দৃষ্টির জন্য, যেমন অর্জ্জুনকে পুরুষোত্তম নিজে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন; "দদামি দিব্যম্ তে চক্ষুঃ"—গীতা।

উপনিষৎ অনুমানভজনের স্থলে "বর্ত্তমানভজন" স্থাপন করিতেছেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ"; আত্মা সর্ব্বাগ্রে দৃষ্ট না হইলে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কাল্পনিকতারই প্রশ্রয় দেয়, হিরন্ময় পাত্রের সৃষ্টি করে। এই বর্ত্তমানভজনের দৃষ্টান্তই রহিয়াছে প্রস্থানত্রয়ের শেষ প্রস্থান ঐ গীতায়। বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের জীবনে ভক্ত অর্জ্জুন তাহার জীবন গলাইয়া দিয়া, এক হইয়া পুরুষোত্তমসাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া, পুরুষোত্তমদৃষ্টিতে নিজ দৃষ্টি মিলাইয়া বিশ্বের ও বিশ্বাতীতের সর্ব্ব দর্শন লাভ করিতেছেন। আগে জীবনে জীবন মিলাইয়া এক হওয়ার সিদ্ধি, পরে সেই সিদ্ধিকে প্রকৃতির বুকে ঘন করিয়া পাওয়ার সাধনা—ইহাই উপনিষদের নির্দ্দেশ। জীব-ঈশ্বরের ভেদের উপর দাঁড়াইয়া জীব যে কোন পথেই ঈশ্বরকে পাইবার জন্য সাধনা করুক না কেন, সে ঈশ্বরকে পাইবে না, পাইবে ঈশ্বরের স্থানে একটা নিজের

মনঃকল্পিত মনোলোভন আত্মতৃপ্তি, যাহা অহঙ্কারের তৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। জীব ও ঈশ্বরের ভেদটা তো আর বাস্তব নয়। জীব-ঈশ্বরের ভেদ মানিয়া লইয়া যতই ঐক্যের জন্য চেষ্টা কর না কেন, ভেদ কমিয়া যাওয়া দূরের কথা, ভেদ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিবে। চাই সর্ব্বাগ্রে এমন একটি পুরুষ, যাহার জীবনে জীব ও ঈশ্বর এক হইয়া গিয়াছে, যাহার টানে যাহার ভিতর সব ভাসাইয়া দিয়া, সব তদ্ভাবভাবিত করিয়া পাইয়া ও সেই ঐক্যের উপর দাঁড়াইয়া বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে পুরুষোত্তমছাঁচে গড়িয়া তুলিবার মত বীর্য্যলাভ করা সম্ভব হইবে। এতদিন সংসার ডিঙ্গাইয়া সংসারের ও-পারে সত্যকে লাভ করাই ছিল সাধনার উদ্দেশ্য; জীব-ঈশ্বরের ভেদের উপর দাঁড়াইয়া রওয়ানা হইলে ইহাই হয় একমাত্র সাধ্য। ইহাতে সৃষ্টির কোনও ব্যাখ্যা মিলে না। উপনিষৎ সুরু করিতেছেন ঠিক উল্টা পথে, উজান পথে সত্যপ্রতিষ্ঠা। "ঊর্দ্ধমূলঃ অবাক্‌শাখঃ"—মূল ধরিয়াই গাছে উঠিতে হয়; অগ্রে পুরুষোত্তমমূল ধারণ করিয়াই সংসার-বৃক্ষে আরোহণ এবং তাহার সম্যক্ দর্শন সম্ভবপর। বাস্তব জীবনের স্পর্শ ছাড়া বাস্তব জগতের মীমাংসা অসম্ভব। শরণাগতির সাধনায়ই বিবর্ত্তবাদিদের প্রতীক (symbol) ও সত্যবস্তু গলিয়া এক পুরুষোত্তম বস্তু। "নাম-নামী দেহদেহীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ"।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভাগবত পুরুষোত্তকে "পোষণ" শব্দদ্বারা বিভূষিত করিয়াছে। পুরুষোত্তমের বর্ত্তমান, সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ স্পর্শ না পাইয়া যাহারা যোগের পথে, কিংবা মায়ার পথে রওয়ানা হইয়াছে, তাহারা বিশ্বের মধ্যে পাকাপোক্ত একটা সিঁড়িতন্ত্র স্থাপন করিল, যাহার ফলে

উচ্চ ধাপের সঙ্গে নিম্ন ধাপের লড়াই সুরু হইল, এক স্তর অন্য স্তরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বাঁধিয়া দল পাকাইতে লাগিল, একে অপরের রক্ত শোষণ করিয়া আত্মপুষ্টিলাভে বলবান হইবার জন্য কোনও চেষ্টার ত্রুটি করিল না; এইভাবে তাহারা শোষণের উপর শাস্ত্র ও সমাজব্যবস্থা দাঁড় করাইল। জীবকে ধরিয়া ঈশ্বর ও সৃষ্টি মিলিবে না, ঈশ্বর ধরিয়াও জীব ও সৃষ্টিকে ধরা যাইবে না, সৃষ্টিকে ধরিয়াও জীব বা ঈশ্বর মিলিবে না। পোষণঘন সমগ্র পুরুষোত্তমকে ধরিয়াই জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টির সত্য বাস্তব সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইবে। জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টিসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান পুরুষোত্তমবাদেই সম্ভব। যেখানে জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টি সমব্যাপ্য, সমব্যাপক নয়, জীব ব্যাপিয়া সৃষ্টি ও ঈশ্বর থাকেন না, ঈশ্বরকে ব্যাপিয়া জীব ও সৃষ্টি থাকেন না সেখানেই "শোষণ।" যেখানে জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টির মধ্যে উপাধিবিধুর ব্যাপ্তির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই "পোষণ।" শরণাগতির ভিতর দিয়াই জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টির সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ, সত্য, নিগূঢ় সম্বন্ধ আস্বাদিত হইতে পারে। স্তরে স্তরে তত্ত্বে তত্ত্বে পুরুষোত্তমের সঙ্গে সম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলেই শোষণ অনিবার্য্য।]

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমম্ তত্তে পশ্যামি,
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥ ১৬

হে পোষণঘন (পুরুষোত্তম), হে একমাত্র মন্ত্রদ্রষ্টা ও গতিশীল, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রজাপতিনন্দন, রশ্মিসমূহকে ব্যূহাকারে সজ্জিত কর, তেজ জমাইয়া তোল, তোমার যে কল্যাণতম রূপ, তাহা তোমার কৃপায় আমি দর্শন করিব। যিনি "ঐ" "ঐ"-রূপে (অতিগ) পুরুষ, তিনিই (আমার সত্যিকার) "আমি আছি"।

(পোষণমূর্ত্তি পুরুষোত্তমবস্তুর কাছে প্রার্থনা জানানো হইতেছে) পূষন্ [হে পোষণঘন পুরুষোত্তম] একর্ষে (হে এক ঋষি; প্রতি ক্ষুদ্রতম ঘটনারও একমাত্র দ্রষ্টা, অথবা সকল সুখদুঃখের একমাত্র সাক্ষী, সকল অগতিকে (static) গতির মাঝে টানিয়া আনিয়া গতিশীল করিতে যিনি একমাত্র সক্ষম তিনিই ঋষি] যম [হে যম; সকলের সকল একান্তত্বকে আঘাতের পর আঘাত হানিয়া সংযমনকারী] সূর্য্য [হে সূর্য্য, জ্ঞানময়ী, রসময়ী ও কর্ম্মময়ী সৃষ্টির প্রসবকারী] প্রাজাপত্য [হে প্রজাপতিনন্দন; প্রজার পতি হইয়া, প্রজা হইতে দূরে অতিদূরে থাকিয়া, প্রজার সুখে দুঃখে একান্ত অপরিচিত থাকিয়া যিনি এতকাল প্রজাশাসন ও প্রজাশোষণ করিতেছিলেন, তিনিই আজ প্রজার সকল অঙ্গ নিংড়াইয়া, "আঙ্গিরস" বনিয়া, প্রজার নন্দনরূপে, প্রাজাপত্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া, প্রজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সম-সাক্ষাৎ সম্বন্ধের ভিতর দিয়া তাহাকে টানিয়া আনিবার ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার, নিজের পতিত্বকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রজাশক্তির মাঝে

বিসর্জ্জন দিবার ও তাহার মাঝে ধরা পড়িবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতেছেন] ব্যূহ রশ্মীন্ [রশ্মিসমূহকে ব্যূহাকারে সজ্জিত কর ; পুরুষোত্তমশরণাগতির সাধনায় স্বরূপে সিদ্ধ, জ্ঞানপ্রাণঘন প্রতি আলোর রেখাগুলিকে (রশ্মীন্) স্ব স্ব বৈচিত্র্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ব্যূহাকারে সজ্জিত কর (marshal)] সমূহ তেজঃ [তেজ জমাইয়া তোল ; ঐ সব বিচ্ছিন্ন, কৈবল্যপ্রাপ্ত রশ্মিগুলিকে পরস্পরের মাঝে গলাইয়া জমাইয়া তোল, একীভূত কর, সঙ্ঘরচনা কর, যাহাতে সকল "কেবল" রশ্মিসমূহেব অন্যোন্যমৈথুনের ভিতর দিয়া সর্ব্বদেব-শরীরজ একটী পরম তেজ আবির্ভূত হইতে পারে, যেমন সর্ব্বদেব-শক্তির মহামিলনের ভিতর দিয়া চণ্ডীর মধ্যমচরিত্রে শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী প্রকট হইয়াছিলেন ।]

যৎ তে রূপং কল্যাণতমম্ [বিশ্বের সব-কিছুমন্থন ধন তোমার ঐ যে তেজোঘন কল্যাণতম রূপ, যাহার ভিতর স্বরূপ ও বিশ্বরূপ সমন্বিত রহিয়াছে] তৎ তে পশ্যামি [আমি তোমার কৃপায় তাহাই দেখিব] যঃ অসৌ অসৌ পুরুষঃ [তোমার যে কল্যাণতম রূপ, স্বরূপ-বিশ্বরূপ প্রতি জীবদেহে পৃথক্ পৃথক্ রূপে পুরুষরূপে অনুগ থাকিয়াও "ঐ" "ঐ" রূপে (অসৌ অসৌ), অতিগরূপে উদ্ভাসিত, "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ"] সঃ অহম্ অস্মি [সেই তুমিই আমার "আমি আছি" ; তোমার বাহিরে "আমি আছি"র অর্থ হইতেছে এক মহাবিচ্ছিন্ন, পরস্পরসংঘর্ষে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্লীবত্বপ্রাপ্ত, মিথ্যা "আমি আছি" ; আমি তোমার ভিতরে তোমার সঙ্গে একীভূত হইয়া, সমানধর্ম্মী হইয়াই সত্যিকার "আমি আছি" । আমার সকল "অস্মিতা" তোমার পরম "অস্মিতা"র সহিত পরকীয়সম্বন্ধে

অর্থাৎ বিরোধ, তাদর্থ্য ও আত্মীয়তায় ভরপূর থাকিয়াই সার্থক, সফল ও পারমার্থিক। তুমি আমার একান্ত প্রভু নও, আমিও তোমার একান্ত দাস নই; তুমি ও আমি দুই সখা—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"—মুণ্ডক।

সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

"সমপ্রাণঃ সখা মতঃ"। তুমি আমার একান্ত কারণ নও, আমিও তোমার একান্ত কার্য্য নই; আমরা পরস্পর দুই-ই কার্য্যকারণাতীত, উপাধিবিধুর সহজ সম্বন্ধে যুক্ত, নিরুপাধি। শরণাগতির ভিতর সর্ব্বাগ্রে চাই পুরুষোত্তমোঽহমস্মিসিদ্ধি; পরে জীব, ঈশ্বর ও সৃষ্টির তত্ত্বকে সমগ্রভাবে ধারণা করিবার, সমাধি বা সমাধান করিবার যোগ্যতা-অর্জ্জন। সর্ব্বসাধনের সমন্বয় হয় ঐ শরণাগতিতে, যাহার সর্ব্বপ্রথম স্পন্দন ঐ সোঽহমস্মিসিদ্ধি।]

শরণাগত, সোঽহম্‌সিদ্ধ পুরুষের জীবনের সব কিছুর ভাগবতী তনুতে গড়িয়া উঠিবার (transformation) খোঁজ পরবর্ত্তী মন্ত্র দিতেছেন।

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥ ১৭

আমার (অধ্যাত্ম) প্রাণবায়ু (সর্ব্বাত্মক অধিদৈবত) অনিলের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠুক, অমৃত হউক। আমার ভস্মান্ত দেহ অমৃত হউক।

হে ক্রতো (আমার মনের স্থির সঙ্কল্প), সব কৃত স্মরণ কর। হে ক্রতো, সব কৃত স্মরণ কর।

বায়ুঃ [অধ্যাত্ম প্রাণবায়ু] অনিলম্ [অধিদৈবত সর্ব্বাত্মক অনিল : ইহার সমন্বয়ে আত্মন্তরী, অধ্যাত্ম প্রাণবায়ু সর্ব্বন্তবী প্রাণশক্তিতে গড়িয়া উঠুক ; প্রাণবায়ুব যাবতীয় বৃত্তি ঐ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি সব তখন সর্ব্বাত্মিকা। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা"—শ্রীশ্রীচণ্ডী।] অমৃতম্ [অধ্যাত্ম প্রাণ হউক অমৃত ; ব্যষ্টি যখন সমষ্টির সঙ্গে সমন্বিত হয়, তখন সেই সব ব্যষ্টিই অমৃতত্ব লাভ করে, দিব্যত্ব লাভ করে] অথ [প্রাণবায়ুব অমৃতত্ব লাভের পর] ইদম্ ভস্মান্তং শরীরম্ [ভস্মান্ত এই শরীরও অমৃত হউক ; সাধারণ ব্যষ্টিজীব বিশ্বরূপের স্তরের স্পর্শ না পাইয়া দেহকে হজম করিবার সামর্থ্য পায় না, মরণের পর তাহার দেহ পরিণত হয় ভস্মেই। পুরুষোত্তমস্তরে কিন্তু দেহ নিজরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই ভাগবতী তনুতে গড়িয়া উঠে।

"কীটঃ পেশস্কৃতম্ ধ্যায়ন্ কুড্যাং যেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্"—ভাগবত ১১।৯।২৩। কুডীর ভিতর পেশস্কৃত দ্বারা প্রবেশিত কীট যেমন পেশস্কৃতকে ধ্যান করিতে করিতে ধ্যেয়ের রূপ, পেশস্কৃতরূপ প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনি ভস্ম যে দেহের অন্ত, জীবের সেই দেহ পুরুষোত্তমদেহের ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্বের দেহ পরিত্যাগ না করিয়াই পুরুষোত্তমদেহরূপতা প্রাপ্ত হয়। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিতেছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ মদ্ভাবমাগতাঃ॥"

"আমার দিব্য জন্মকর্ম্ম যে সব জন তত্ত্বতঃ জানেন, তাঁহারা দেহ ত্যাগও করেন না, পুনর্জ্জন্মও পান না অর্থাৎ পূর্ব্বদেহ ত্যাগ না করিয়া বর্ত্তমানদেহেই আমার ভাগবতী তনুর সারূপ্য লাভ করেন। জন্মকর্ম্মসম্বন্ধে রাগ, ভয় ও ক্রোধ যাহাদের বীত হইয়াছে, যাহারা মন্ময়, যাহারা আমার উপাশ্রিত, এইরূপ বহু জন জ্ঞানতপস্যাদ্বারা পূত হইয়া মদ্ভাব অর্থাৎ আমার জন্ম প্রাপ্ত হন্।" ভাব অর্থ জন্মও হয়। যিনি এই ভাগবত জন্মকে, ভাগবত কর্ম্মকে নিজের মাঝে অনুপ্রবিষ্ট হইবার পথ খুলিয়া দিয়াছেন, তিনিই তত্ত্বতঃ দিব্য জন্মকর্ম্ম জানিয়াছেন। বিস্তীর্ণ-গভীর ভাগবত জন্মকেই নিজ জন্ম, ভাগবত কর্ম্মকেই স্ব-কর্ম্ম বলিয়া জানাই তত্ত্বতঃ বিদ্যা বা তত্ত্ববিদ্যা। পুরুষ যেদিন ভাগবত জন্মের সঙ্গে যুক্ত, ও নিজ জন্মের ও কর্ম্মের সঙ্গে বিযুক্ত, তখনই হয় তাহার বাস্তব জন্মলাভ, বাস্তব কর্ম্মপ্রাপ্তি। এই স্তরেই কর্ম্মসন্ন্যাসবাদ ও কর্ম্মগুরুবাদের সত্য সমন্বয়। পুরুষোত্তমকর্ম্মই যখন কর্ম্ম, তখন তাহা কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ দুই-ই যুগপৎ ; পুরুষোত্তমে জন্মকর্ম্মবিযুক্তিই ভাগবত জন্মকর্ম্মযোনি।

টীকাকারগণ "ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি"—বাক্যাংশের এইরূপ ব্যাখ্যা দেন যে, দেহত্যাগের পর আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। উপনিষৎ কি ইহা মানেন? "কিং পুনর্ব্বহুনোক্তেন মরণং নাস্তি তস্য বৈ"—"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি"। ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ মরেন না, বেশী বলিয়া আর লাভ কি? তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মলীন হন্; ইহাই উপনিষদের সিদ্ধান্ত। ভগবানের জন্মজ্ঞানের পরও যদি জীব মরিল, তবে আর তাহার দিব্যত্ব কোথায়? "তত্ত্বতঃ" জানার গৌরবই বা কি?

"দেহত্যাগের পর পুনর্জ্জন্ম হয় না"—এ অবস্থা লাভের জন্য ভগবজ্জন্মভজনের দরকার হয় না; প্রতীকোপাসনাই যথেষ্ট। ভগবদ্ভজন ও প্রতীকোপাসনায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। ভগবান কি তবে শুধু শুধুই জন্মগ্রহণ করিলেন? ভগবানের অবতরণে বিশ্ব তবে কি নূতন সন্দেশ পাইল? ভগবজ্জন্মসেবনের "অপূর্ব্ব ফল" হইতেছে জন্মভয় দূর হওয়া; অনন্ত জন্মস্বীকারেও তখন ভক্ত হন্ বিগতভীঃ। ভগবানও তো জন্মান—"বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি"। "ত্যক্ত্বা দেহম্"—এই বাক্যের "দেহত্যাগের পর" কেবল এই অর্থই সমীচীন নয়। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"—এই বাক্যের এই অর্থ নয় যে, "বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর আমি এক পদও যাই না।" উহার সহজ অর্থ এই যে—"আমি বৃন্দাবন পরিত্যাগও করি না, একপদ অগ্রসরও হই না।"

ভস্মেই সাধারণ জীবের দেহের অন্ত; কিন্তু কীট ও পেশস্কৃতের দৃষ্টান্ত হইতে অবধূত ইহাই শিক্ষা করিতেছেন যে, বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ না করিয়াও বর্ত্তমান দেহকেই পুরুষোত্তমদেহে গড়িয়া তোলা যায়। যে দেহ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া যাইবার যোগ্যতা হারায়, সেই দেহই ভস্মান্ত হয়; কিন্তু যে দেহ পুরুষোত্তমের সহজধর্ম্ম ঐ নমনশীলতা (flexibility) শরণাগতিসাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে দেহ এ দেহের ভিতরই দেহত্যাগের প্রয়োজনকে উপলব্ধি করিয়া এই দেহকেই প্রকৃতির ভবিষ্যৎ পরিণামের জন্য উপযোগী করিয়া তোলে। "পূর্ব্বরূপম্ অসন্ত্যজন্ তৎসাত্মতাং যাতি" —ইহাই দেহসম্বন্ধে পুরুষোত্তমে আত্মসমর্পণের সব চেয়ে বড় কথা। দেহ যখন পুরুষোত্তমে ত্যক্ত, সমর্পিত, তখন সেই দেহে

সাধারণ মরণ আসে না। পুরুষোত্তমে যে দেহ মরিল, সে তো বাঁচিলই। মরণকে যদি সাধনা হিসাবে বরণ করিয়া লওয়া হইল, মরণ আসিবে কোথা হইতে? মরণকে এড়াইতে গেলেই মরণ আসে। মরণ যাহার লোভনীয়, বরণীয়, তাহার মরণ তো অমৃতই, শরীর তখন ভস্মান্ত না হইয়া পুরুষোত্তমান্তই। "তানি পরে তথা হ্যাহ"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিতেছেন—"কৃৎস্নং কলাজাতং পরব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈব সম্পদ্যতে ইতি।"

সাধারণ মানব সাধারণ মরণের ভিতর যে দেহত্যাগ করে, উহা দেহত্যাগের প্রহসনমাত্র, ব্যবহারিকমাত্র, ব্যর্থ; কিন্তু শরণাগতিসাধনার ভিতরে ভাগবত যে আত্মনিবেদন, দেহনিবেদনের বা দেহত্যাগের উপদেশ দিয়াছে, সেই দেহত্যাগই পারমার্থিক। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—দেহ পুরুষোত্তমসেবায়, বিশ্বরূপের সেবায় "ত্যক্ত" হইয়াই পারমার্থিক ভাবে ভোগ্য। মরণকে যিনি কাল ও পুরুষের সমন্বিত পুরুষোত্তমস্তর হইতে, সেই অন্তরতম প্রদেশ হইতে দেহের ক্ষেত্রে অবতরণ করাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার দেহ বাহিরের মরণে আর মরে না, বাহিরের মরণ আর সে দেহে কোনও ক্ষত উৎপন্ন করিতে পারে না। তখন সেই দেহই "অব্রণ"। সাধারণ মানবের মরণ আসে বাহির হইতে, তাহাতেই দেহ মরে। পুরুষোত্তম নিজের মরণের আনন্দে নিজেই মরেন; মরণ তাঁহার দেহমনের স্বরূপ। "মৃত্যুর্যস্য শরীরম্।" শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ শুনাইতেছেন—

"পৃথ্যপ্‌তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে
পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্‌॥"

"পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ অভিব্যক্ত হইলে অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের পঞ্চ দিব্যগুণ যোগীর নিকট প্রকটিত হইলে, সেই যোগীর দেহ যোগাগ্নিদ্বারা বিশোধিত হয় এবং ঐ বিমল শরীরপ্রাপ্ত যোগীর রোগও থাকে না, জরাও থাকে না, মরণও আসে না।"

জীব-সৃষ্টি-ঈশ্বরসমন্বিত এক সমগ্র পুরুষোত্তম জীবন রোগ, জরা ও মৃত্যুকে হজম করিয়া এক উন্মাদ লীলার তরঙ্গ তুলিয়া অব্যাহত গতিতে অনাদি অনন্ত ছুটিতে থাকে। দেহের পূর্ণরূপে পুরুষোত্তম-দেহ প্রাপ্ত হইয়া জরামৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হওয়া তত্ত্বতঃ সত্য। ব্যবহারিক জীবনে যিনি যতখানি এই তত্ত্বকে আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি ততখানিই ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন। এই ভাগবতী তনু লাভ অনন্ত কাল ধরিয়াই করিতে হইবে, কোনও দিনই একান্ত ভাবে পরিপূর্ণ হইবেনা।]

ওঁ [উপাসনার অগ্রে প্রণব উচ্চারণ অবশ্য করণীয়। তদনুসারে এখানেও সত্যরূপী অগ্নি ও ব্রহ্মের অভিন্নতা জ্ঞাপনের জন্য সর্ব্বাত্মবোধক প্রণবের ব্যবহার করা হইয়াছে।] ক্রতো [হে আমার মনের স্থির ব্যবসায়াত্মক সঙ্কল্প, Will] স্মর [স্মরণবৃত্তিকে পুরুষোত্তমস্তরে উজ্জীবিত কর, ভবিষ্যতের দিকে অগ্রগতির পথে যাহা কিছু পুরুষোত্তমের কর্ত্তব্য, তা

স্মরণ কর] (কিন্তু এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে চাই অতীতের সব করা ও না-করাকে পুরুষোত্তমস্তরে উন্নীত করিয়া ভবিষ্যতের সঙ্গে পুরুষোত্তমচ্ছন্দে বাঁধিয়া দেওয়া ; তাই) কৃতং স্মর [অনাদিকাল হইতে যাহা করিয়াছি বা না-করিয়াছি, যাহা আজ অবচেতন এবং অচেতনের স্তরে অন্ধকারের মাঝে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, সেই সমস্তকে পুরুষোত্তমের আহ্বানে জাগাইয়া তাহার ভাগবতরূপ ফুটাইয়া, তালমান বজায় রাখিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের সঙ্গে জুড়িয়া দেও, এবং জীবনের সব কৃত বা অকৃতকে লীলায় গড়িয়া তোল। "কৃত" মরণই আনয়ন করে, যদি না তাহা পুরুষোত্তমে অর্পিত হয় এবং ভবিষ্যতের কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। পুরুষোত্তম-জীবনে সব কর্ম্মই লীলা] ক্রতো [হে আমার স্থির সঙ্কল্প] স্মর [বার বার অবিশ্রাম স্মরণ কর] কৃতং স্মর [অনিমিত্ত, অবিশ্রাম স্মরণের মধ্যে সব-কিছু কৃতাকৃত কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মাঝে সমন্বয় আনিয়া পুরুষোত্তমকর্ম্মে গড়িয়া তোল।]

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮

"হে পথপ্রদর্শক অগ্রগামী অগ্নি, আমাদিগকে সুপথে লইয়া চল (পুরুষোত্তম) ধন লাভের জন্য। হে আমার দেব, তুমি বিশ্বজ্ঞান ও বিশ্বকর্ম্মের বিদ্বান্, তুমি আমাদের নিকট হইতে বঞ্চনাত্মক পাপ বিযুক্ত কর ; আমরা তোমার কাছে পরিপূর্ণ নমস্কারবাক্য বিধান করিতেছি।"

(ভোগ এবং অপবর্গক্ষেত্রের সমন্বয়ে পচাগলা এই কর্ম্মক্ষেত্রকে

ধাপে ধাপে অগ্রসর করাইয়া শ্রীক্ষেত্রে গড়িয়া তোলাই এই মন্ত্রের সাধনা; এই সাধনায় পুরুষোত্তম নিজেই তাঁহার বৈশ্বানররূপে, সর্ব্বপচনকারী অগ্নিরূপে, সখারূপে ("Divine Companion") পথ প্রদর্শন করাইয়া চলিয়াছেন) অগ্নে [হে অগ্নি ; পচাগলা বিশ্বকে হজম করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার শক্তিতে শক্তিমান হে অগ্রগামী] নয় সুপথা [সুপথে লইয়া চল ; শোভন পথে, ঋজু পথে, ঋতের পথে, একান্ত দেবযান পথেও নয়, একান্ত পিতৃযান পথেও নয়, দেবযান-পিতৃযানসমন্বিত পুরুষোত্তমপন্থায় ব্রহ্মপথে ("World line") লইয়া চল। যে পথে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বা দূরত্ব সব চেয়ে বেশী (Maximum distance), তাহাই আইনষ্টিনের জ্যামিতিতে সব চেয়ে ঋজু, সব চেয়ে সোজা। সব জটিল কুটিল পথকে হজম করিয়া যে পথ ঋজু, তাহাই সুপথ। পথকে ঋজু করিতে গিয়া যাহারা সব জটিলতা-কুটিলতাকে ছাঁটিয়া ফেলিতে চাহিল, তাহারা সোজা করিতে গিয়া পথকে অধিকতর জটিল করিয়াই তুলিল। স্বামীস্ত্রী পরস্পরকে অতি নিকটে পাইবার জন্য যখন পরিবারস্থ অন্যান্য সকলকে দূরে সরাইয়া দিয়া পথ সোজা করিতে চাহিল, ঐ অপসারিতের দলই যে তখন অধিকতর প্রতিহিংসা লইয়া অধিকতর বেগে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, ইহা সুনিশ্চিত। স্বামীস্ত্রীর মাঝে যখন বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর, তখনই স্বামীস্ত্রী নিকটতম। স্বামী যখন বিশ্বরূপ, স্ত্রী যখন বিশ্বরূপ, তখনই তাহারা পরস্পরকে সব চেয়ে নিকটে পাইবার যোগ্যতা লাভ করে। বিশ্বরূপ স্বামী ও বিশ্বরূপা স্ত্রীর মিলনের ভিতরেই অপবর্গঘন ভোগ সম্ভব। ব্রজের রাসলীলায় ভোগের এই পুরুষোত্তমরূপই আস্বাদিত হইয়াছে।

রায়ে [পুরুষোত্তম ধনের জন্য ; রায় শব্দের অর্থ ধন] অস্মান্ (সঙ্ঘবদ্ধ আমাদিগকে ; পুরুষোত্তমভোগ কোনও ব্যষ্টিজীবনে আসে না ; সঙ্ঘবদ্ধ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বই পুরুষোত্তমভোগের ক্ষেত্র। ব্রজধামই সেই দেশ। কর্ম্ম যখন বিশ্বকর্ম্মের ভিতর দিয়া লীলা, সেই লীলার ফলই হইতেছে পুরুষোত্তমভোগ] বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ (বিশ্ববয়ুন অর্থাৎ সকলের সব বিশ্ব-জ্ঞান এবং বিশ্বকর্ম্ম-সম্বন্ধে পূর্ণ বিদ্বান হে আমার দেব, ক্রীড়াময়, জ্যোতির্ম্ময় ; বয়ুন অর্থ কর্ম্ম ও জ্ঞান ।] যুযোধি [বিযুক্ত কর, বিনাশ কর] অস্মৎ [আমাদের নিকট হইতে] জুহুরাণম্ [কুটিল, বঞ্চনাত্মক, গোলকধাঁধাময়] এনঃ [পাপ ; বাদ-দিবার পাপ, (sin of omission) ; বিশ্বকে বাদ দিয়া আত্মার পিছু পিছু ছোটাও পাপ, পক্ষান্তরে আত্মাকে বাদ দিয়া বিশ্বের পিছনে ছোটাও পাপ। শকুন্তলা যে ক্ষণে আশ্রমের প্রতি তাহার দায়িত্বসম্বন্ধে বেহুঁস হইয়া দুষ্মন্তের ধ্যানে বিভোর, সেই ক্ষণের সূত্র ধরিয়াই দুর্ব্বাসার অভিসম্পাত নামিয়া আসিয়াছিল। কাম এই জন্যই পাপ যে, ইহাদ্বারা মানুষের সমগ্রদৃষ্টি বিলুপ্ত হয়, বর্ত্তমানের শত সহস্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বাদ পড়িয়া যায়, ভবিষ্যতের অগ্রগমন নিরুদ্ধ হয়। যখন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে পারেন—"যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যাহারা যে ভাবে আমার প্রপন্ন হয়, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই ভজনা করি, তখনই তিনি নিষ্পাপ। পুরুষোত্তমজীবনে সকলের সব দাবী পূর্ণ হইতে পারে বলিয়াই সে জীবন বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ।] (এইভাবে সঙ্ঘবদ্ধ, বিশুদ্ধ পুরুষোত্তমরাজ্য স্থাপন করতঃ পুরুষোত্তমভোগের জন্য বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করিবার ভার

পুরুষোত্তমে অর্পণ করিয়াই ভক্ত কাতরস্বরে সকল দেহমনপ্রাণ নিঃশেষে পুরুষোত্তমচরণে লুটাইয়া দিয়া বলিতেছেন) ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম [তোমার কাছে আমরা আমাদের পরিপূর্ণ নমস্কার বাক্য বিধান করিতেছি। এই নমস্কারবিধান শুধু বাচিক নয়; ইহা সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি ও অহঙ্কারের পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভাগবত শত শত বার নমঃ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছে। এই নমস্কারকর্ম্মবিধানই পূর্ব্ব-মীমাংসোক্ত যজ্ঞবিধানের যুগোপযোগী সংস্কৃতরূপ। যজ্ঞের পার-মার্থিকরূপ সকল দেহমনপ্রাণকে পুরুষোত্তমের সামনে নোয়াইয়া দিয়াই সার্থক হইল। নমস্কারের প্রয়োজন কঠিন দেহমনপ্রাণকে নমন-সাধনার ভিতর নমনধর্ম্মশীল করিয়া তোলা।

শ্রীক্ষেত্রে সব মুক্ত। এই ক্ষেত্রেই মুক্ত আত্মা, মুক্ত অহঙ্কার, মুক্ত বুদ্ধি, মুক্ত মন, মুক্ত ইন্দ্রিয়, মুক্ত দেহের মহামিলন সংগঠিত হয়, মুক্তভোগ স্বরূপে ও বিশ্বরূপে জমিয়া উঠে, বিশ্বের বুকের শোষণের জ্বালা মিটিয়া যায়, বিশ্বশান্তি নামিয়া আসে। "হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ" হইতে এই মন্ত্রপর্য্যন্ত যে সাধনার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, ভাগবতের ভক্তিসাধনায় তাহাই মূর্ত্ত।

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী
জারয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥ ভাগবত ৩।২৫।৩২-৩৩

দেব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেব; গুণ অর্থাৎ বিষয়সমূহ লিঙ্গিত, জ্ঞাত হয় যাহাদ্বারা, সে-ই গুণলিঙ্গ। শ্রীগুরু-

মুখোচ্চারণের পর যে শ্রবণ, তাহাই অনুশ্রব বেদ; এমন বেদ বিহিত কর্ম্ম যাহাদের, তাহারাই আনুশ্রবিককর্ম্মা। পুরুষোত্তম শ্রীগুরুমুখোচ্চারিত বেদবাণী শ্রবণানন্তর প্রেরণার বশে বিষয়জ্ঞানলাভোন্মুখ যে ইন্দ্রিয়সমূহের যাবতীয় কর্ম্ম একমনা পুরুষ সত্ত্বনিধি শ্রীহরিতে সমর্পণ করে, সেই অর্পিতকর্ম্মা ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভাবিক অনিমিত্তা বৃত্তিই ভক্তি; এই ভক্তি সিদ্ধি হইতেও গরীয়সী। জঠরাগ্নি যেমন ভুক্ত অন্নকে হজম করিয়া রস, রক্ত অস্থি, মজ্জা, ওজঃ ও শুক্রে গড়িয়া তোলে, ঠিক তেমনি বৈশ্বানর পুরুষোত্তমও অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশকে জীর্ণ করিয়া ভাগবতী তনুতে গড়িয়া তোলেন।

উপনিষৎ যে অগ্নির উপাসনামন্ত্র শুনাইতেছেন, ভাগবত সেই অগ্নিময়ী ভক্তির লক্ষণই এই শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছে। বাহ্যিক অগ্নিতে ডালভাত নিক্ষেপ করিলে তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়; জঠরাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে উহারাই আবার অগ্নির পাকে নির্ম্মল হইয়া রসাদি সৃষ্টি করে। ভক্তিকে জঠরাগ্নির সহিতই তুলনা করা হইয়াছে; ভক্তিস্পর্শহীন একান্ত জ্ঞানাগ্নি সব-কিছুকে পুড়িয়া ছাই-ই করে। ভক্তির আগুনে সকল কোশ সমূহ নির্ম্মলত্ব লাভ করে, ভাগবতী তনুতে গড়িয়া উঠে। তখনই

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ গীতা

"রাগদ্বেষবিমুক্ত, আত্মবশ্য বা স্বাধীন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সমূহ বিচরণ করিয়া স্বাধীনমনা, বিনয়ী, বচনে স্থিত, বিধেয়াত্মা পুরুষ

প্রসাদ লাভ করে"। একমাত্র সহজ অনিমিত্তা ভক্তির কৌশলেই পুরুষোত্তমবিশ্বে মানুষের সনাতনী ভোগবাসনা সাফল্যমণ্ডিত হয়। বৃন্দাবনে সব ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহজ অনিমিত্তা ভক্তিসাধনার ভিতর দিয়া রাসক্রীড়ার আনন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশ্রীব্রজগোপীদের সঙ্গে আস্বাদন করিয়াছেন। ব্রজের রাসক্রীড়ার আনন্দ একাধারে ভোগের আনন্দ ও অপবর্গের আনন্দ। বর্ত্তমানযুগ পুরুষোত্তমের এই আনন্দ-প্রেরণায় পুরুষোত্তমসাধর্ম্ম্যের ভিতর দিয়া পুরুষোত্তমের সম-ভোগ বা সম্ভোগ লাভের জন্য উন্মাদের মত বহিয়া চলিয়াছে। ঐ যে সামনে উন্মাদ-উন্মাদিনীর রাসক্রীড়া বিশ্বকে প্লাবিত করিবার জন্য হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, উহার ভিতর ঝাঁপ দেও, ডুবিয়া যাও, রাসক্রীড়ার মাঝে ক্রীড়াময় হইয়া ক্রীড়ার উৎসবকে পরিপূর্ণ করিয়া তোল। জয় জগদীশ হরে। ওঁ হরিঃ ওঁ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণামেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পুরুষোত্তমশ্রীনিত্যগোপালশ্রীচরণরেণুসেবিপুরুষোত্তমানন্দ অবধূত-প্রণীত ঈশোপনিষদের অবধূতভাষ্য সমাপ্ত।

—:•:—

